লাল পাথর

……………………সামাজিক নাটক……………………

প্রশান্ত চৌধুরী

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

লাল পাথর

এই লেখকের—

উপন্যাস ॥ ঘণ্টাফটক, মাটকোঠা, লাল পাথর, উত্তরণ, মেঘডম্বর, স্বগতোক্তি, সমান্তরাল, পলাতকা, ডাকো নতুন নামে, নাইবা দিলেম নাম, ফুলমোতিয়া।

নাটক ॥ প্রত্যাবর্তন, সূর্যমুখী।

কিশোর উপন্যাস ॥ ছুট্ ['জন্মতিথি' নামে ছায়াচিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত]।

ছোটদের নাটক ॥ কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, তেপান্তর।

—চরিত্রলিপি—

কুমার হেমদাকান্ত, অম্বরীষ রায়,
নরেন সিংহ, সুধীর ডাক্তার, শ্রীহলকর্ষণ,
ছবিশবাবু, বিষ্ণুপদ, শ্রীনিবাস,
অসিত, আশিস বসু, তান্ত্রিক, শিউনন্দন, সরকার, মিশির,
রামভরসা, আফজলমিঞা, শশিপদ মিস্ত্রি,

সুমিতা, মাধুরী,
ও
নৃত্যানুষ্ঠানের মহিলা-শিল্পী

—দৃশ্যপট—

অম্বরীষের ড্রইংরুম
কান্তপ্রাসাদের একতলার প্রশস্ত কক্ষ
সুমিতার ঘরের সামনের ঢাকা-বারান্দা
মাধুরীর ঘর
আগ্রার হোটেলের ঘর
স্টেজ
ফতেপুরসিক্রির প্রাঙ্গণ

কথাসাহিত্যিক

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

মাননীয়েষু

লাল পাথর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য (ক)

(সকাল। অম্বরীষের ড্রইংরুম। ঘরের মাঝখানে ছোট একটি নিচু গোল টেবিলকে ঘিরে কিছু সোফা-কৌচ ইত্যাদি। ঘরের একধারে একটি দরজার ধারের দেয়ালে বুক্‌সেল্‌ফ্‌-জাতীয় কিছু একটা আসবাব। তার মাথায় কাঠের ট্রেতে একটা ক্যামেরা, একটা সিগারেট লাইটার, একটা ফাউনটেনপেন, ইত্যাদি আন্‌কোরা নতুন জিনিস কিছু রয়েছে। ঘরের পিছন দিকের জানালাটা খোলা। তার দুধারের দেয়ালে দুটি বাঁধানো ফটো টাঙানো রয়েছে। একটি অম্বরীষের এবং অপরটি একটি তরুণীর। দর্শকের দিকে পিছু ফিরে অম্বরীষ দাঁড়িয়ে আছে ঘরের পিছন দিকের খোলা জানালার সামনে। রোগাটে গোছের একজন লোক সোফায় বসে নোটবুকে কি লিখছেন। গোল টেবিলের উপর তাঁরই ফ্ল্যাশবাল্ব লাগানো ক্যামেরাটা বসানো রয়েছে। আর রয়েছে অম্বরীষের সিগারেটের টিন এবং দেশলাই। লোকটি কোন্‌ এক বিখ্যাত সিনেমা ও মঞ্চ বিষয়ক পাক্ষিক-পত্রের বিশেষ-সংবাদদাতা। পরণে তাঁর খবরের কাগজ-মার্কা হাওয়াই শার্ট, এবং ফুস্‌প্যাণ্ট। পায়ে রবারের হাওয়াই চটি। সংবাদদাতাটি লেখা থামিয়ে জানালার দিকে ফিরে অম্বরীষকে বললেন,—)

সংবাদ-দাতা : থ্যাঙ্কিউ স্যার। আমার পরবর্তী প্রশ্ন,—বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টায় সঙ্গীতের অবদান কতখানি বলে আপনি মনে করেন অম্বরীষবাবু ?

(অম্বরীষ নীরব)

সংবাদ-দাতা : এবারও নীরব। অর্থাৎ,—(নোটবুকে লিখতে লিখতে) 'এ-বিষয়ে এক কথায় কিছু বলা সম্ভব নয়, তবে শিল্পী অম্বরীষবাবু

অত্যন্ত আশাবাদী।' থ্যাঙ্কিউ স্যার। আমার দ্বাবিংশ প্রশ্ন,—সঙ্গীতের সঙ্গে মূলোর উৎপাদন বৃদ্ধির যে একটা সম্পর্ক কৃষিবিদ্‌রা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছেন, সে বিষয়ে আপনার কী মতামত ?

(ঠিক এই সময় বাইরের দিকের দরজা দিয়ে একটি যুবক ঢুকল।)

যুবক : সঙ্গীতের সঙ্গে কিসের উৎপাদনের সম্পর্ক ?

সংবাদ-দাতা : সঙ্গীতের সঙ্গে মূলোর।

যুবক : বেসুরো গানের সঙ্গে তুলোর যে রকম নিবিড় সম্পর্ক, ঠিক তেমনি।

সংবাদ-দাতা : মানে ?

যুবক : আরো একটা উদাহরণ চান ? আপনাদের পিঠের সঙ্গে কুলোর যেরকম নিবিড় সম্পর্ক,—ঠিক তেমনি।

সংবাদ-দাতা : আপনি তাহলে গানের সুরে মূলোর ফলন-বৃদ্ধির কথাটা সমর্থন করেন ?

যুবক : অত্যন্ত দুঃখিত। করি না।

সংবাদ-দাতা : কেন ?

যুবক : কারণ, আমার পদবীটা হল সিংহ ;—গাধা নয়।

সংবাদ-দাতা : কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে···

যুবক : দেখুন, মূলোর ফলন-বৃদ্ধির জন্যে অম্বরীষবাবুদের অন্তরের জিনিস অর্থাৎ গানকে খরচ করতে আমি মোটেই রাজি নই। মূলোর জন্যে তো আপনাদের মগজের জিনিসই যথেষ্ট দাদা।

সংবাদ-দাতা : আমাদের মগজের জিনিস ? অর্থাৎ ?

(এই সময় অম্বরীষের বাড়ীর ভৃত্য প্রৌঢ় বিষ্ণুপদ কিছু বিস্কুট আর চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ঢুকল। এবং চায়ের পেয়ালাটা সংবাদ-দাতার সামনে রাখতে রাখতে যুবকটিকে দেখে বলল,—)

বিষ্ণুপদ : নরেনদাদাবাবু আবার ঘুরে এলে যে ?

নরেন : হ্যাঁ, স্টেথোস্‌কোপটা ওপরে ফেলে গেছি। এই বিষ্ণুদা, মুলোর ফসল বাড়ে কিসে রে ? বলে দে তো।

বিষ্ণুপদ : গোবরে।

নরেন : শুনলেন ?

(চা খেতে খেতে 'বিষম' খেয়ে নিজের মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে সংবাদ-দাতা বললেন—)

সংবাদ-দাতা : শুনলাম। (হঠাৎ মানেটা বুঝতে পেরে দাঁড়িয়ে উঠে) তার মানে আপনি বলতে চান,—

নরেন : আমি বলতে চাই যে, চা-টাকে অনর্থক ঠাণ্ডা হতে দিয়ে এবং বিস্কুটগুলোকে মিইয়ে যেতে দিয়ে লাভ নেই কোনো। বিষ্ণুদা তাতে অত্যন্ত দুঃখু পাবে। দয়া কোরে চায়ের কাপে গোটাকতক চুমুক এবং বিস্কুটে খানকতক কামড় দিলে আমরা আনন্দিত হব।

(সংবাদ-দাতা বসে পড়লেন)

নরেন : বিষ্ণুদা, স্টেথোস্‌কোপ টা ওপরে কোথাও ফেলে রেখেছি দেখে এনে দে না ভাই চট্‌পট্।

(বিষ্ণুপদ চলে গেল। জানালার কাছ থেকে অম্বরীষ বলল,—)

অম্বরীষ : বাধা যখন পড়ল, আজকের দিনটা তখন থেকেই যা না নরেন।

নরেন : উপায় নেই যে অম্বর। হাসপাতালের চাকরি তো। কাল তোর জোরজবরদস্তিতে কামাই করেছি একদিন, আজকে বর্ধমানে ফিরতে না পারলে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে একেবারে। কিন্তু তুই ওরকম করে থাকিসনি অম্বর। Please ! ইউরোপ ঘুরে এলি,

নামডাক হল,...(অম্বরের কাছে যেতে যেতে) জীবনে সব কিছুই কি পাওয়া যায় রে? এই আমারই কথা ভেবে ছাখ্,—বড় হয়ে রোজগার করে যেই না নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি, অমনি মা চলে গেল, ছোট ভাইটা চলে গেল। কিন্তু...তাই বলে কি...

সংবাদ-দাতা : (চা খাওয়া শেষ করে মুখ-টুক মুছে) থ্যাঙ্কিউ স্যার। আমার ত্রয়োবিংশ প্রশ্ন হল,—

নরেন : (চট্পট্ সাংবাদিকের কাছে এসে তাঁর খাতাটা তুলে নিয়ে) কী লিখলেন পড়ি আগে দাঁড়ান। (পড়তে লাগল) 'সদ্য ইউরোপ প্রত্যাগত তরুণ সুরকার অম্বরীষ রায়ের সহিত ছাঁওয়া-মাচা পত্রিকার নিজস্ব সংবাদ-দাতা শ্রীহলকর্ষণ ধাড়ার সাক্ষাৎকার!'—নিজের নামটি তো ভারি চমৎকার নিয়েছেন দাদা। শ্রীহলকর্ষণ মানেটাও পরিষ্কার। কিন্তু ছাঁওয়া-মাচাটা কী বস্তু?

সংবাদ-দাতা : আমাদের পত্রিকার নাম।

নরেন : তা তো বুঝেছি। মানেটা?

সংবাদ-দাতা : চিত্র ও মঞ্চ পত্রিকা। চিত্র ও মঞ্চ। চিত্র মানে ছায়া, অর্থাৎ ছাঁওয়া। মঞ্চ মানে মাচা। ছাঁওয়া-মাচা।

নরেন : দুর্দান্ত!

সংবাদ-দাতা : আজ্ঞে?

নরেন : ম্যাডাগাস্কার!

সংবাদ-দাতা : আজ্ঞে?

নরেন : মানে আধুনিকতার একেবারে চুড়োন্ত করে ছেড়েছেন দাদা!

সংবাদ-দাতা : (একগাল হেসে) ঐটেই তো আমাদের বিশেষত্ব।

(এই সময় স্টেথোস্কোপ্ নিয়ে বিষ্ণুপদ ঢুকল এবং স্টেথোস্কোপ্‌টা নিয়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে গেল।)

নরেন: (স্টেথোস্কোপ্‌টা নিয়ে) থ্যাঙ্কিউ বিষ্ণুদা। চলি রে অম্বর। (সংবাদ-দাতাকে) বিশেষ একটা খবর চান?

সংবাদ-দাতা: বিশেষ খবর?

নরেন: হ্যাঁ, মানে, Secret, সুরকার অম্বরীষ রায় কী দিয়ে ভাত খেতে ভালবাসে, মাছের কাঁটা গলায় আটকে গিয়ে কাঁটা বের করতে গিয়ে কেমন করে ওর গলা দিয়ে প্রথম গিট কিরি বেরিয়েছিল, এইসব গোপনীয় খবর যদি জানতে চান, তাহলে বাইরে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেইখানে খাতাপত্তর নিয়ে চুপচাপ বসুন গিয়ে;—আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

সংবাদ-দাতা: ভেরি কাইণ্ড্ অফ্ ইউ স্যার। (বলে ক্যামেরা ও খাতাপত্তর নিয়ে চলে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন।) কিন্তু ফোটো স্যার?

নরেন: ফোটো পরে হবে। যা বলছি শুনুন দিকিনি। চলুন।

(সংবাদ-দাতা চলে গেলেন। নরেন অম্বরীষের দিকে চেয়ে বলল—)

নরেন: চললুম রে। লোকটা তোকে বড্ড জ্বালাতন করছিল, তাই ভাগালুম। শোন্, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। একটা মেয়ে, সে তোকে ভালবাসত, তুই তাকে ভালবাসতিস,—কিন্তু শেষ অবধি তোর জন্যে অপেক্ষা না কোরে সে অন্য একজনকে বিয়ে করেছে,—তাইতেই সব শেষ হয়ে গেল তোর?

অম্বর: কিন্তু নরেন, তুই তো জানিস,—

নরেন: জানি। জানি রে অম্বর। কিন্তু কী করবি? কী করতে পারিস তুই? বল্?—তাই বলে কাঁদবি?—এই তোদের এখানে আসবার পথে ঐ মোড়ের মাথায় কিসের একটা মেলা বসেছে। সেখানে একটা ছেলেকে দেখলুম। একটা বেগুনি-ফুলুরির দোকানের

সামনে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে। পয়সা নেই।—একটি বুড়ো দাদুকে দেখলুম। নাতিটা তার ঘাড়-নড়া মাটির পুতুল চাইছে; আর বুড়ো তাকে প্রাণপণে আজেবাজে কথায় ভোলাতে চাইছে। পয়সা নেই।—এমন জীবনে কত দেখলুম, দুবেলা কত দেখছি। এতটুকু চেয়েছে,—তাও পাচ্ছে না। ঐ ওদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমরা যদি জীবনে ঠিক যাকে চেয়েছি, কিংবা ঠিক যেমনটি করে চেয়েছি তেমনটি করে পাইনি বলে কাঁদতে বসি, তাহলে সেটা যে কতখানি···সেটা কতখানি যে···

(এই মুহূর্তে সংবাদ-দাতার পুনঃ প্রবেশ)

সংবাদ-দাতা : কই স্যার ? এলেন না ?

নরেন : এই যে। চলুন দাদা। আমার সঙ্গে গাড়িতে যদি বর্ধমান অবধি যেতে পারেন না,—তাহলে এমন সব মাল-মশলা দোব যে, চারিদিকে সেন্‌সেসন পড়ে যাবে একেবারে।—চললুম রে অম্বর। আবার সুযোগ-সুবিধে পেলে আসব। মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে দে। বুঝলি ? চলুন।

(সংবাদ-দাতাকে সঙ্গে নিয়ে নরেন চলে গেল। অম্বরীষ আবার জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় বাইরের দিকের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে বিষ্ণুপদ বলল,—)

বিষ্ণুপদ : ও-বাড়ির হরিশবাবু আসছেন,—দরজাটা বন্ধ করে দেব দাদাবাবু ?

অম্বরীষ : দিবি ? তাই দে বিষ্টুদা।···কি থাক্। কিন্তু এর পরেও কী করে উনি এখানে আসেন বলতে পারিস বিষ্টুদা? আশ্চর্য ! ঠিক আছে। তুই যা।

(বিষ্ণুপদ অন্দরের দিকে চলে গেল। অম্বরীষ আবার জানালার দিকে ফিরে দাঁড়াল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরে ঢুকলেন একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, পরণে আধময়লা ধুতি পরিপাটি কোঁচা ক'রে কোমরে গোঁজা, গায়ে ফতুয়া, পায়ে চটি, হাতে লাঠি। নাম হরিশবাবু।)

হরিশবাবু : এই যে বাবা, অম্বরীষ।

(অম্বরীষ নীরব।)

হরিশ : আসব না, আসব না করেও শেষ অবধি এসেই পড়লুম।

(অম্বরীষ তবু নীরব।)

হরিশ : (বসতে বসতে) তা' ঐ সাহেবদের দেশগুলো সব লাগল কেমন বল ?

অম্বরীষ : (না তাকিয়েই) ভাল।

হরিশ : তোমার গানের সুরের নাকি খুবই সমাদর হয়েছে ও-দেশে ? কাগজে পড়েছিলুম যে, ওরা নাকি তোমার সুর শুনে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে ভীষণ · কি বলব···মানে নতুন করে ওদের নাকি খুব আগ্রহ জেগেছে ?

অম্বরীষ : কোনো কাজের কথা আছে ?

হরিশ : আছে মানে ? বিস্তর। প্রথমেই ধরো একটি বছর সাহেবদের দেশে কাটিয়ে তুমি ঘরে ফিরেছ হয়ে গেল আজ আট দিন ;—অথচ এই সামনা-সামনি বাড়িতে থেকেও এতদিন দেখা করতে পারিনি তোমার সঙ্গে,—সে এক লজ্জার কথা। তা' তুমিও তো পারতে বাবা একবার সামনের বাড়ির এই বুড়ো গরীব পাতানো কাকাটার সঙ্গে একবার দেখা করতে।

অম্বরীষ : আর কিছু আছে বলবার ?

হরিশ : হ্যাঁ, মানে আরেকটা বিশেষ দুঃখের কথা আছে। পরম পরিতাপের কথা।—মানে, সুমিতার আমার বিয়ে হয়ে গেল অথচ তুমিই এখানে রইলে না। সুমিতার বিয়ে হবে, অথচ তুমি উপস্থিত থাকবে না,—এ কেউ ভাবতে পেরেছিল কোনোদিন? হঠাৎ ঘটে গেল, বুঝলে। কোন্ মেয়ের চাল যে কোন্ বাড়ির হাঁড়িতে মাপা থাকে!—ঐ…ঐ…শ্যামপুরের কান্তবাড়ি গো…মস্ত বনেদী বড লোক।…তা' সেইখান থেকে একদিন হঠাৎ আমাদের দোরে এসে দাঁড়াল মস্ত একখানা গাড়ি।

অম্বরীষ : ও-গল্প আমার শোনা হয়ে গেছে।

হরিশ : তা' বিয়ের খবরটা বাবা তোমাকে আর জানাইনি তোমার বিলেতের ঠিকানায়। সুমির মা, মানে তোমার খুড়িমা তো রেগেই খুন। আমি বলি, নেমন্তন্নপত্তর পাঠালেই কি আর সেই বিলেত থেকে অম্বরীষ হাওয়াই জাহাজে চড়ে কলকাতায় আসবে তোমার মেয়ের বিয়ের কুমড়োর ছক্কা খেতে?

অম্বরীষ : আপনার অসীম বিচক্ষণতা।

(ইতিমধ্যে বিষ্ণুপদ সেল্‌ফের উপর থেকে জিনিস-পত্র সমেত ট্রে-টা উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হরিশবাবু দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন,—)

হরিশ : ও-ওটা কি নিয়ে যাচ্ছ বাবা বিষ্টু?

বিষ্ণু : কিছু না। এই—

হরিশ : (ততক্ষণে উঠে কাছে গেছেন) বাঃ! চমৎকার জিনিসগুলি! দাদাবাবু বিলেত থেকে এনেছেন বুঝি?

বিষ্ণু : আজ্ঞে।

হরিশ : তা' কতক্ষণ আর তুমি ট্রে ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে বিষ্টু। ওটা ঐ গোল-টেবিলের ওপর নামিয়েই রাখ ;—দেখি ভাল করে।

(বাধ্য হয়েই বিষ্ণুপদ নামিয়ে রাখল বিরস বদনে।)

হরিশ : (দেখতে দেখতে) বাঃ! ওদের দেশের জিনিসপত্তরের ঢপ্‌ই আলাদা! তা' তুমি আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে কেন বিষ্টু ;—ততক্ষণ তুমি বরঞ্চ এক কাপ বেশ কড়া চা বানিয়ে নিয়ে এস আমার জন্যে।

(বিষ্ণুপদকে অগত্যা বাড়ির মধ্যে ফিরে যেতে হয়।)

হরিশ : (জিনিসগুলি দেখতে দেখতে) সুমির মা বলে, এতদিন বিদেশে থেকে অম্বর নিশ্চয়ই আমাদের ভুলে গেছে। তা' আমি বললুম·· আমি বললুম যে, পাগল! ও' কি আমাদের সেই ছেলে! আমাদের দায়ে-দুর্দিনে অম্বরীষ যা করেছে, অতিবড় আপনারজনেও তা করে না। বললুম যে,—এই গ্যাখো না, আজ যাচ্ছি তো দেখা করতে, নিশ্চয়ই দেখব বিলেত থেকে আমাদের জন্যে কতো কী এনেছে শখ্‌ করে।···আহা, এই সিগ্রেট-লাইটারটা তো দিব্যি বাবা।

অম্বরীষ : ওটা আপনি নিয়ে যেতে পারেন।

হরিশ : হেঃ হেঃ! ওটা যে তুমি আমার জন্যেই এনেছ, তা আমি আন্দাজেই বুঝেছিলুম। তোমার কাকিমা মানুষ চেনে না বাবা।

অম্বরীষ : শুধু কাকীমা কেন, মানুষ চিনতে আমারও বড় কম ভুল হয়নি।

হরিশ : (জিনিসের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে) য়্যাঁ? হ্যাঃ।—মেয়েদের বুদ্ধি তো। বলে কি না, অম্বরীষ আমাদের ভুলে গেছে। আরে বাপু, ভোলা কি অত সহজ? আমাদের সুমিকে কি কম ভালবাসত অম্বরীষ? সে ভালবাসা কি···

অম্বরীষ : (এতক্ষণে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়াল) হরিশকাকাবাবু!

হরিশ : আরে! এই বাহারি ঘড়িটায় দেখছি স্মিতার নাম লেখা রয়েছে। আহা, বেড়ে জিনিস হে।···

অম্বরীষ : ঐ ঘড়িটা তুলে নিয়ে আপনি এখান থেকে চলে যেতে পারেন।

হরিশ : উঁ? আচ্ছা, বেশ বেশ,—বেড়ে ঘড়ি, বেড়ে ঘড়ি! চমৎকার জিনিস! হবে না কেন? খাঁটি বিলিতি জিনিস তো। (জিনিস দুটো নিয়ে চলে যেতে যেতে)—স্মির মা বলে, অম্বরীষ আমাদের ভুলে গেছে। আরে বাপু, ভুলে গেলেই কি আর হল? একি দুদিনের পরিচয়?—

(চলে গেলেন হরিশবাবু। অম্বরীষ আবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। চা নিয়ে বিষ্ণুপদ ঢোকে। হরিশবাবুকে দেখতে না পেয়ে ফিরে যায়। আবার ফিরে এসে ট্রে-টাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। স্টেজ ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে যায়। তারপর দেখা যায়, জানালার বাইরের আকাশে সন্ধ্যার রঙ। দূরের বাড়িতে-বাড়িতে সন্ধ্যার শাঁখ বাজে। অম্বরীষ তেমনি দাঁড়িয়েছিল জানালায়, এবার ফিরল। এগিয়ে এল গোল টেবিলের কাছে। টেবিলের ওপর সিগারেটের টিন ও দেশলাই ছিল। একটি সিগারেট ধরাল অম্বরীষ। আবার পিছন ফিরল। জানালার কাছে যেতে গিয়ে দেয়ালে টাঙানো তরুণীর ছবিটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। তারপর সেটাকে দেয়াল থেকে খুলে নিয়ে সোফা বা কৌচের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই ফিরে দেখল সালঙ্কারা স্বয়ং সেই তরুণীটি এসে হেঁট হয়ে তুলছে তার নিজেরই ছবি!)

অম্বরীষ : স্মিতা!

সুমিতা ঃ　এলাম।

(ফিরে দাঁড়াল আবার অম্বরীষ। সুমিতা ছবিটাকে নিয়ে দরজার ধারের সেল্ফের মাথায় শুইয়ে রেখে সেইখানেই দাঁড়িয়ে বলল—)

সুমিতা ঃ　কী? কথা বলবে না?—কী? তাকাবে না আমার মুখের দিকে? আমার মুখ দেখাও পাপ, না?—তুমি কিন্তু একটু রোগা হয়ে গিয়েছ। দেখ তো, আমি কেমন আছি?

অম্বরীষ ঃ　(ফিরে তাকিয়ে) তোমার গায়ের গয়নাগুলোর অনেক দাম।

সুমিতা ঃ　হ্যাঁ, অনেক। আরো আছে ওখানকার সিন্দুকে। অনেক দাম। অনেক ভার। বইতে বইতে হাঁপিয়ে উঠি। যাক্,—কেমন ঘুরে এলে বল?

অম্বরীষ ঃ　খু-উ-ব ভাল।—এ হয়েছে, তোমার কি কি সব জিনিস যেন পড়ে আছে এ-বাড়িতে। তোমার তানপুরো,—রবীন্দ্রসঙ্গীতের খানকতক বই,—ছবি আঁকার রঙতুলি,—

সুমিতা ঃ　আমার হাতে-পোঁতা ফুলের গাছ,—আমার তৈরি আচারের বয়েম,—আমার হাতে-বোনা টেব্‌লক্লথ,—আমার ফুলতোলা রুমাল,—আমার—

অম্বরীষ ঃ　হ্যাঁ, হ্যাঁ,—মনে পড়ছিল না সবগুলো, অনেকদিন আগেকার কথা তো,—তা' ওগুলো কি বিষ্টুদাকে দিয়ে তোমার বাবার কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দেব? না, তুমি নিজেই নিয়ে যাবে?

(বিষ্ণুপদর প্রবেশ।)

বিষ্ণু ঃ　আরে! দিদিমণি!

(বিষ্ণুপদ প্রণাম করতে গেল।)

সুমিতা ঃ　ও কী করছিস বিষ্টুদা? এই ত্যাখো, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! আমাকে পেন্নাম করছিস কী রে?

বিষ্ণু : এখন তো আর তুমি—

সুমিতা : কি হয়েছি এখন আমি ?—হাত গজিয়েছে দশটা ?

বিষ্ণু : এখন তুমি বড়ঘরের বৌ, রাজার ঘরের রাণী।

সুমিতা : ওঃ ! তাই তোর কাছেও পর হয়ে গেলুম ?

বিষ্ণু : না, না, তা কেন ?…

সুমিতা : তাহলে এই বিকেলবেলা আমি এলে আগে যা করতিস্, তাই কর্।—মনে আছে তো ? না, এই ক'মাসে সবকিছু ভুলে বসে আছিস ?

বিষ্ণু : স-ব মনে আছে দিদিমণি।

সুমিতা : কী বল্ দিকিনি ?

বিষ্ণু : এক কাপ চা, আর বাসি লুচি দিয়ে গরম পটোলভাজা।

সুমিতা : রাইট্।

বিষ্ণু : (যেতে গিয়ে গেল না) কিন্তু বাসি লুচি তো ঘরে নেই গো।

সুমিতা : নেই ?

বিষ্ণু : নাঃ। খায় কে ?

সুমিতা : তাহলে তৈরি কর্। (বসে পড়ল সোফায়।)

বিষ্ণু : ঠিক্ আছে। (বলে দৌড়ে যেতে গিয়েই থম্‌কে দাঁড়াল মাঝপথে) বাসি লুচি তো টাট্‌কা-টাট্‌কা তৈরি করা যায় না দিদিমণি।

সুমিতা : তাও তো বটে ! তাহলে বিষ্টুদা ? উপায় ?

বিষ্ণু : বাসি লুচি আর গরম পটোল ভাজার বদলে গরম লুচি আর বাসি পটোলভাজা আনব দিদিমণি ?

সুমিতা : (হেসে) গ্র্যাণ্ড ! ঠিক বুদ্ধি করেছিস।—রাজি। আন্।

(সানন্দে বিষ্ণুপদ চলে গেল। অন্দরীর নীরবতা ভেঙে বলল—)

অম্বরীষ : স্থমিতা ?

স্থমিতা : উঁ ?

অম্বরীষ : বাড়ি যাও।

স্থমিতা : কেন ?

অম্বরীষ : যাওয়া উচিত বলে।

স্থমিতা : কিন্তু আমার কি দোষ ?

অম্বরীষ : আমি তো জিজ্ঞেস করিনি সেকথা।

স্থমিতা : কেন করছ না ? কেন জানতে চাইছ না কি করে এমন হল ?

অম্বরীষ : লাভ ?

স্থমিতা : আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা পুষে রাখবে সারাজীবন ?

অম্বরীষ : ভুলই যদি হয়,—তাতে তোমার ক্ষতি ?

স্থমিতা : আমার আর নতুন কী ক্ষতি কে করতে পারে !—যাক্, শুনলাম আজ সকালে বাবা নাকি এসেছিলেন তোমার কাছে ?

অম্বরীষ : হ্যাঁ, এসেছিলেন। আমার সামনে এসে দাঁড়াতে বিন্দুমাত্র লজ্জা করেনি তাঁর ;—ঠিক তোমারই মতো।

স্থমিতা : কিন্তু আমার জিনিস তুমি কেন দিলে তাঁর হাতে ?

অম্বরীষ : দিইনি।—তিনিই হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে গেছেন।

স্থমিতা : কিন্তু ঐ একটিমাত্র ঘড়ি ছাড়া আর কিছুই আননি নাকি তুমি আমার জন্যে ?

অম্বরীষ : না।

স্থমিতা : কিছু না ?

অম্বরীষ : স্থমিতা বাড়ি যাও।

স্থমিতা : অমন করে তাড়িয়ে দিও না অম্বরীষদা। কতদিন পরে আজ একবেলা বাপের বাড়ি বেরিয়ে যাবার ছুটি মিলেছে। বাড়িতে পা:

দিয়েই মাব বাছে শুনলাম, তুমি ফিরে এসেছ।—শুনেই ছুটে এসেছি।

অম্বরীষ : কেন ?

সুমিতা : …তোমাকে দেখতে।…সব কথা বলতে…

অম্বরীষ : সব কথাই তো আমার জানা হয়ে গেছে। জানা হযে গেছে, শ্যামপুরের কান্তবংশের কুমারবাহাদুর তিনি। জানা হয়ে গেছে, তাঁর ফটকে থাকে বন্দুকধারী সেপাই, গ্যারেজে থাকে সাতখানা বড গাডি। আর যেটুকু জানতে হয়ত বাকি ছিল, তোমার গাযের গয়না দিয়েই তো তা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছ।

সুমিতা : যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি চলে। আমাকে তুমি ঘৃণা কোরো যত পার। শুধু…পুরোনো দিনের কথাগুলো মনে করে…শুধু আমার মাকে একটু দেখো।—বাবা একেবারে অমানুষ হয়ে গেছেন। পেন্‌সনের টাকায় কায়ক্লেশে সংসারটা হয়ত চলে,—রেসের মাঠের জুযার আড্ডার খরচ তো চলে না, নেশা তো চলে না। টাকার জন্যে বাবা আজ সবকিছু করতে পারেন।

অম্বরীষ : কেন ? তাঁর বডলোক জামাই ?

সুমিতা : হ্যাঁ হ্যাঁ, মেয়ে বেচে তাঁর কাছ থেকে টাকা কিছু পেয়েছিলেন বৈকি। সেটা ফুরিয়েছে বলেই তো তোমার কাছে এসে ঘডিটা চেয়ে নেবার দরকার পডল। জান, জান তুমি, তোমার সেই লাইটার আর ঘডি বাঁধা দিয়ে জুয়ার আড্ডার টাকা যোগাড় করতে এরই মধ্যে বেরিয়ে গেছেন তিনি ?

অম্বরীষ : সুমিতা !

সুমিতা : হ্যাঁ, হ্যাঁ অম্বরীষদা, বাবার নেশার খরচের টাকা জোগাতেই তো সুমিতাকে বিক্রী করা হল কান্তবংশের জমিদার বাড়িতে। আপত্তি ? —মা তুলেছিলেন একবার। বিলেত

থেকে এসে রাগ করে মার সঙ্গে তো একদিনও দেখা করনি তুমি ;—দেখা করলে দেখতে পেতে নতুন একটা মস্ত কাটার দাগ তাঁর কপাল জুড়ে। ঐ আপত্তির ফল।…আর আমি? আমি? মার ভবিষ্যতের কথা ভেবে, আমি পারিনি অম্বরদা, আমি…

(বিষ্ণুপদর প্রবেশ)

বিষ্ণু : দিদিমণি!

সুমিতা : কি রে? কই? চা? পটোল ভাজা? লুচি?

বিষ্ণু : লুচিটা (হাতের ভঙ্গীতে লুচি বেলার কথাটা বুঝিয়ে দেয়।)

সুমিতা : (লুচির বেলার পাল্টা ভঙ্গী করে) বেলতে হবে?

বিষ্ণু : রাঁধুনির আজ সকাল থেকে কম্পজ্বর।

সুমিতা : কিন্তু বিষ্ণুদা, আমি যে এখন বড ঘরের বৌ। দোরে আমার বন্দুকধারী সেপাই, গ্যারেজে সাতখানা গাড়ি,—গা ভর্তি জড়োয়া গয়না।

বিষ্ণু : ওদিকে ঘিয়ের কড়াটা পুড়ছে।

সুমিতা : নাঃ! অন্তত তোর কাছে আর বদলাতে পারলুম না রে বিষ্টুদা। সেই আগেকার সুমিতাই রয়ে গেলাম। 'চ'—লুচিই বেলি।

(বিষ্ণুপদ ও সুমিতা অন্দরের দিকে চলে গেল। অম্বরীষ সুমিতার গমন পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে সেল্‌ফের উপর থেকে সুমিতার ছবিটা তুলে নিয়ে সেটা পূর্বের স্থানে আবার টাঙিয়ে দিয়ে অন্দরের দিকে এগিয়ে গেল।)

প্রথম দৃশ্য (খ)

(অম্বরীষের সেই ড্রইংরুম। তফাতের মধ্যে সেই ইলেক্‌ট্রিক বাতিটা জ্বলছে, আর দেয়ালে সুমিতার ছবিটা নেই। দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল বিষ্ণুপদ বাইরের দিকের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেই সেল্‌ফে ঝোলানো একটা সোনা-বাঁধানো ছড়ি দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সেটাকে তুলে নিয়ে দৌড়ে বাইরের দিকে যেতে যেতে চেঁচিয়ে উঠল,—)

বিষ্ণু: বাবু, অ বাবু, আপনার ছড়িটা ফেলে গেছেন।

(বলতে বলতে ছড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল বিষ্ণুপদ এবং একটু পরেই ফিরল যখন খালি হাতে, দেখা গেলে, তার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলেন সকালবেলার সেই ছাঁওবা-মাচা পত্রিকার সংবাদ-দাতা শ্রীহলকর্ষণ খাড়া।)

বিষ্ণু: এই দ্যাখো! আপনি ওবেলা একবার এলেন, আবার এবেলাতেও এসে হাজির হয়েছেন?

হলকর্ষণ: আরে করি কি বল না ভাই,—সাক্ষাৎকারটা তো কম্‌প্লিট্ করতে হবে। দাদাবাবু কোথায়?

বিষ্ণু: বেরিয়েছেন।

হলকর্ষণ: ফিরবেন নিশ্চয়ই এখনি?

বিষ্ণু: হুঃ, ফিরলেই হল। এই তো এক বাবু বসেছিলেন অপেক্ষায়। ফিরে গেলেন শেষ পর্যন্ত। দেখতেই তো পেলেন।

হলকর্ষণ: ফিরতে দেরী হবে বলছ?

বিষ্ণু: হবে না? বলে আজ এক বছর বাদে দাদাবাবু আর সুমিতা-দিদিমণি গাড়ি নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন,—দেরী হবে না?

হলকর্ষণ : কী মুস্কিল ছ্যাখো দিকিনি। ঐ যে সেই সকালের সেই ডাক্তার লোকটা—?

বিষ্ণু : নরেন দাদাবাবু?

হলকর্ষণ : হ্যাঁ। একের নম্বর ধাপ্পাবাজ। করলে কি জান? আমাকে অম্বরীষবাবুর সম্বন্ধে সিক্রেট্ খবর দেবে বলে টেনে নিয়ে গিয়ে কী করলে জান?

বিষ্ণু : সিগ্রেট্ আবার নরেন দাদাবাবু দেবে কোত্থেকে? ও কি বিড়ি-সিগ্রেট টেনেছে কোনোকালে। বলে পান পর্যন্ত খেলে না কোনোদিন, তার আবার সিগ্রেট। হুঁঃ।

হলকর্ষণ : আহা, সিগ্রেট নয়, সিক্রেট ;—গোপন, লুকোনো, ভেতরকার খবর। তা গাড়িতে বসে যত বলি, কই মশাই? খবর? কেবলই বলে,—হচ্ছে। শেষ অবধি বালী ব্রিজে পৌঁছে বললে,—ছোটবেলায় অম্বরীষবাবু হামাগুড়ি দিতেন, লিখে রাখুন।

বিষ্ণু : তা' এর আবার ধাপ্পাটা কোথায় হল? সত্যিই দিতই তো হামাগুড়ি। আমি নিজে দেখেছি।

হলকর্ষণ : হা ভগবান!

বিষ্ণু : কি হল?

হলকর্ষণ : একটু জল খাব।

বিষ্ণু : তা' ঐ তো রয়েছে টেবিলে, খান্ না কেন। যে বাবু আপনার সামনে দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন একটু আগেই, তাঁর জন্যে এনেছিলুম, তা' তিনি তো না খেয়েই চলে গেলেন।

হলকর্ষণ : (জল খেয়ে) তারপর ঐ নরেনবাবু কী করল জান শেষ অবধি?

বিষ্ণু : কী?

হলকর্ষণ : রিষড়েয় পৌঁছে বললে,—এই পাঁচটাকার নোটটা ভাঙিয়ে

২

এক প্যাকেট্ সিগ্রেট্ এনে দিন না ভাই কাইগু্লি। আমি নোটটা নিয়ে গাড়ি থেকে নামতেই, গাড়ি নিয়ে একেবারে হাওয়া!—তুমি ভাই একটু উপকার কর আমার।

বিষ্ণু: বলুন না কেন।

হলকর্ষণ: তোমার দাদাবাবুর মা-বাবা সব কোথায়?

বিষ্ণু: ওপরে।

হলকর্ষণ: দোতলায়?

বিষ্ণু: আরো ওপরে।

হলকর্ষণ: তিনতলায়?

বিষ্ণু: আরো ওপরে।

হলকর্ষণ: কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ছে, এবাড়ির তো চারতলা নেই।

বিষ্ণু: স্বর্গে।

হলকর্ষণ: ভেরি স্যাড্। সে কতকাল হল?

বিষ্ণু: দাদাবাবু তখন এত্তটুকুনটি। বিধবা পিসির কাছে মানুষ হলেন,—আর ছিলুম এই আমি। তা' পিসিও বছর দুই হল দেহ রেখেছেন। বাকী আছি এই আমি।

হলকর্ষণ: (লেখে নিয়ে) ছোটবেলা থেকেই নিশ্চয়ই তাঁর গানের দিকে টান?

বিষ্ণু: ছাই! বাড়ীতে কত সব ভাল ভাল গানের রেকর্ড ছিল। ছোটবেলায়·সেসব তো ও-ই ভেঙেছে?

হলকর্ষণ: স্ট্রেঞ্জ! কী খেতে ভালবাসেন অম্বরীষবাবু?

বিষ্ণু: ইলিশের দইমাছ।—এই রে!

হলকর্ষণ: কী হল?

বিষ্ণু: আপনি এখন আসুন গো বাবু। রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ি বসিয়ে এসেছি অনেকক্ষণ। রাঁধুনির আজ কম্পজ্বর। এখন আর আমার

দাঁড়াবার সময় তো নাই।

হলকর্ষণ : আমি তাহলে এখন 'ছয় পায়ে পিল পিল চলি'।

বিষ্ণু : আসুন। পরে আরেকদিন আসবেনখন। যা জানতে চান, সব বলব।

(বলতে বলতে হলকর্ষণ ধাড়াকে ঘরের বাইরে এগিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে বিষ্ণুপদ ভিতরে চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজার কড়া নড়ে উঠল। বিষ্ণুপদ ফিরে এসে ঘরের আলো জ্বেলে দরজা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে ঢুকল সুমিতা এবং অম্বরীষ। অম্বরীষের হাতে নতুন একটা শাড়ির বাক্স।)

সুমিতা : আজ তোর দাদাবাবুর অনেকগুলো পয়সা খরচ করে দিলুম রে বিষ্টুদা।

অম্বরীষ : এবার দাড়ি রাখতে হবে।

সুমিতা : দাড়ি? কি দুঃখে?

অম্বরীষ : দমকা যে খরচটা করে দিলে,—ব্লেডের খরচ বাঁচিয়ে ওটা উসুল করতে হবে তো।

সুমিতা : ইয়ার্কি হচ্ছে?

অম্বরীষ : ইয়ার্কি করে কেউ দাড়ি রাখে? (শাড়ির বাক্সটা সেল্‌ফের ওপর রেখে) আসছি। এক মিনিট।

(অম্বরীষ অন্দরের দিকে ঢুকে গেল।)

সুমিতা : (সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে) বাব্বা! হাঁপিয়ে গেছি একেবারে।

বিষ্ণু : চা আনি?

সুমিতা : দূর্ চা।—পেট একেবারে দম্‌সম্ হয়ে আছে। কোথায় গেছলুম জানিস তো?—সেই আমাদের পুরোনো জায়গায়;—আউটরাম ঘাটের জেঠি। সেই আগে যেতুম রোববারে রোববারে?

বিষ্ণু: চা না খাও শরবৎ আনি? অরেঞ্জস্কোয়াশ্?

সুমিতা: হজমের বড়ি খাওয়ারও জায়গা নেই আর পেটে। গোড়াতে কিন্তু তোর দাদাবাবু না, চার পয়সার চিনেবাদাম দিয়ে সারতে চেয়েছিল, বুঝলি? বলে,—চিনেবাদাম খাবে সুমি? সেই কাগজে করে ঝালনুন? আগেকার মতন?

বিষ্ণু: খেলে?

সুমিতা: দূর্! আমায় কি তেমনি বোকা পেয়েছিস নাকি? চিনেবাদাম থেকে টেনে তুললুম একেবারে সেই আউটরাম ঘাটের দোতলার বুফেতে। মেনুকার্ড দেখে সবচেয়ে দামী দামী খাবারের অর্ডার দিলুম। আমার খাওয়া দেখে না,—ওধারের টেবিলের তিনটে সিড়িঙ্গে মেমের চোখ আশ্চর্যে একেবারে ড্যাবডেবে হয়ে গেছল! সে তাদের মুখচোখের ধরণ যদি তুই দেখতিস। (হাসি)

বিষ্ণু: আর ঐ বাক্সটা?

সুমিতা: ওটায় আছে শাড়ি। আমার বিয়েতে ফাঁকি দিয়েছিল তোর দাদাবাবু,—তার সুদ শুদ্ধু আদায় করে নিয়ে তবে ছেড়েছি। (হাসি)

বিষ্ণু: তুমি ঠিক সেই আগেকার মতই রয়ে গেছ দিদিমণি।

সুমিতা: নাঃ।—থাকতে আর দিলে কই রে?

বিষ্ণু: কেন?

সুমিতা: কেন? (কিছুক্ষণ থেমে) আগে ছোটবেলায় তোর কাঁধে চেপে বেড়াতে যেতুম;—এখন আর যাই? আগে সকালে উঠে এবাড়িতে এসে তোর দাদাবাবুকে ডেকে তুলে একসঙ্গে চা খেতুম;—এখন আর খাই? আগে সন্ধ্যেবেলা গান গাইতুম তোর দাদাবাবুর সঙ্গে;—এখন আর গাই?

বিষ্ণু: এখন কি কর ওখানে?

স্থমিতা : ওখানে ?—মস্ত দালান, মস্ত থাম, মস্ত ঘর, মস্ত ঝাড়লণ্ঠন ; —তার মধ্যে—হারিয়ে যাই।…(হঠাৎ সচকিত হয়ে কিসের ঘ্রাণ নিয়ে)…পোড়া চুরুটের গন্ধ পাচ্ছিস বিষ্ণুদা ?

বিষ্ণু : ঐ দেখেছ, ছাইদানীতে জল নেই গো।

(হলকর্ষণের পান করার পরে গ্লাসে কিছু জল ছিল ;—বিষ্ণুপদ সেই জল অ্যাশ্‌ট্রেতে ঢেলে দিল।)

স্থমিতা : কিন্তু এঘরে চুরুটের ধোঁয়া…… ?

বিষ্ণু : একজন বাবু এসেছিলেন যে।

স্থমিতা : বাবু ? আমরা আসবার সময় বেরিয়ে গেলেন যিনি ?

বিষ্ণু : না, না,—তিনি চুরুট খেতে যাবেন কেন ? সে আরেকজন বাবু।

স্থমিতা : আরেকজন বাবু ?—কিরকম চেহারা ?

বিষ্ণু : মস্ত মানুষ।

স্থমিতা : পাকানো গোঁফ ?

বিষ্ণু : হ্যাঁ হ্যাঁ।

স্থমিতা : সাহেবী পোশাক ?

বিষ্ণু : হ্যাঁ গো।

স্থমিতা : ফর্সা রং, টিকোলো নাক ?

বিষ্ণু : এই ছ্যাখো ! ঠিক তাই ! তুমি জানলে কেমন করে ?

স্থমিতা : কখন এসেছিলেন ?

বিষ্ণু : তোমরা বেরিয়ে যাবার একটু পরেই।

স্থমিতা : কী বললেন এসে ?

বিষ্ণু : দাদাবাবু আর তুমি বেরিয়ে গেছ শুনে কিছুক্ষণ বসে রইলেন এখানে। তারপর চলে গেলেন।

সুমিতা : (দাঁড়িয়ে উঠে নিজের মনে) কিন্তু রাত্তিরের দিকে গাড়ি পাঠিয়ে দেবার কথা ছিল তো আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে ;—নিজের আসবার কথা তো ছিল না ! সে এখানে এল কেন ?

বিষ্ণু : কে উনি দিদিমণি ?

সুমিতা : উঁ ? কি জানি। কে উনি, কেমন উনি, সেইটেই তো প্রাণপণে বোঝবার চেষ্টা করছি এই ক'মাস ধরে।

(হাতে একটা গহনার বাক্স নিয়ে অম্বরীষ ঢুকল।)

অম্বরীষ : সুমিতা।

সুমিতা : উঁ ? কি বলছ ?

অম্বরীষ : একটা অনুরোধ করব আজ তোমায় ?

সুমিতা : কী ? বলো ?

অম্বরীষ : এইটে তোমায় নিতে হবে।

সুমিতা : কী ওটা ?

অম্বরীষ : অনেক দিনের একটা সাবেকি গয়না।—গলায় পরবার।

সুমিতা : কিন্তু কেন ?

অম্বরীষ : তোমার বিয়ের দিন আমার মা কিংবা পিসিমা থাকলে এটা তোমায় দিতেন সুমিতা।

(সুমিতা হাত থেকে গহনার বাক্সটা নিয়ে হেঁট হয়ে প্রণাম করে।)

অম্বরীষ : আরে আরে, এ কী !

সুমিতা : গয়না পেয়ে গুরুজনদের প্রণাম করতে হয় ;—জান না বুঝি ? যাক।—চলি ? রাত আটটা বেজে গেছে। ফেরবার সময় হল।

অম্বরীষ : আবার কবে দেখা হবে ?

সুমিতা ঃ কে জানে! কে বলতে পারে। হয়ত কালই। হয়ত আর কোনোদিনই নয়।—বিষ্টুদা?

বিষ্ণু ঃ কি বলছ দিদি?

সুমিতা ঃ ঐ কাপড়ের বাক্সটা নিয়ে আমাকে একটু এগিয়ে দে না বাড়িতে।—চলি?

অম্বরীষ ঃ এসো।

সুমিতা ঃ মাকে একটু দেখো।

অম্বরীষ ঃ তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার সুমিতা।

সুমিতা ঃ আমি জানতুম, জানতুম তুমি দেখবে।

(একটা কান্নাকে চেপে তাড়াতাড়ি চলে যায় সুমিতা। বিষ্ণুপদ কাপড়ের বাক্স নিয়ে তাকে অনুসরণ করে। অম্বরীষ চুপচাপ বসে সোফায়। পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে ধরায়। দুবার টেনেই ভাল লাগে না। অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। জানালার কাছে এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে দেয়ালে সুমিতার ছবিটা নেই। এদিক-ওদিক তাকায়, সেলফটা খোঁজে। নিজের মনেই বলে,—)

অম্বরীষ ঃ ছবিটা? আরে! ছবিটা কোথায় গেল? বিষ্টুদা? ওঃ, বিষ্টুদা তো বেরিয়ে গেল।—আশ্চর্য! ছবিটাকে কে খুলে নিল ওখান থেকে?

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কান্ত-প্রাসাদের একতলার প্রশস্ত ঘর। ঘরের পিছন দিকে একটা সিঁড়ি দোতলার দিকে উঠে গেছে। এটা বার-বাড়ির অংশ। সিঁড়ির কাছাকাছি একটা খোলা দরজা; সেটা দিয়ে ভেতর-বাড়ির অংশে যাওয়া যায়। দেয়ালে মৃত জানোয়ারের মুখ, বাঘের ছাল ইত্যাদি টাঙানো। ঘরের মাঝ বরাবর দামী একটা গোল টেবিল এবং কুশনদেওয়া খানকয়েক চেয়ার। একধারে একটা ইজিচেয়ারও আছে। সিঁড়ির ধারে একটা স্ট্যাণ্ডে কাঁচের কুঁজোয় জল আছে।

দৃশ্যারম্ভে এ-ঘরের কিছুই দেখা যাবে না। অন্ধকারের মধ্যে আলো পড়বে শুধু দেয়ালে ঝোলানো একটি ছবির ওপর। সুমিতার ছবি। সেই ছবিটাই, যেটা অম্বরীষের ঘর থেকে উধাও হয়ে গেছে।—দর্শককে ঐ ছবিটা দেখিয়ে নিয়েই মঞ্চের স্বাভাবিক আলো জ্বলে উঠবে, এবং তখন দেখা যাবে কুমার হেমদাকান্তর ব্লাডপ্রেসার দেখছেন তাঁরই প্রায় সমবয়সী ডাক্তার সুধীর বসু। সুধীর বসু শুধু ডাক্তারই নন, কুমারবাহাদুরের বন্ধুস্থানীয়ও বটে।

ব্লাডপ্রেসার দু-বার কোরে দেখে যন্ত্রপাতি গুছোতে গুছোতে সুধীর ডাক্তার বললেন,—)

সুধীর : একেবারে নর্ম্যাল প্রেসার।

হেমদা : নর্ম্যাল? একটুও বেশি নয়?

সুধীর : হতাশ হলে? কিন্তু কোনোকালেই তোমার হাই-প্রেসার ছিল না হেমদা,—আজো নেই।

হেমদা : (চিন্তিত এবং গম্ভীর কণ্ঠে) তাহলে···তাহলে আমার মাথা ঘোরে কেন? (ঘাড়ের দিকে হাত দিয়ে) এইসব ব্যথা করে কেন? সব সময় মাথার মধ্যে অসম্ভব একটা চাপ, একটা বোঝা, একটা ভার বোধ হয় কেন?

সুধীর : তার কারণ আর যাই হোক্,—ব্লাড প্রেসার নয়।

হেমদা : নয়, নয়, তবে কী ? (উঠে দাঁড়ালেন। পায়চারি করলেন।) আমার কি মনে হয় জান ডাক্তার ?

(এই সময় বাইরের দিক থেকে হেমদাকান্তর দপ্তরের সরকার গোছের কোনো ছোক্‌রা কর্মচারী ঘরে ঢুকে দাঁড়ায়। সেইদিকে চেয়ে হেমদাকান্ত বলেন —)

হেমদা : এসময়ে আবার তোমার কী চাই ?

সরকার : আজ্ঞে, একটি বুড়ো মানুষ এসেছেন সদরঘরে। আপনাকে—

হেমদা : কোথা থেকে এসেছে ? কী নাম ? কী বলছে ?

সরকার : তাঁর মেয়ের নাকি বিয়ে দিতে পাচ্ছেন না, তাই কিছু—

হেমদা : আঃ ! এই কথাটা বলবার জন্যে আমাকে বিরক্ত করতে এলে এখানে ?

(ইতিমধ্যে সুধীর ডাক্তার তাঁর যন্ত্রপাতি গুছিয়ে রেখে সিগারেট ধরিয়েছেন একটা।)

সরকার : আজ্ঞে না, হয়েছে কি, তিনি বলছেন,—

হেমদা : (একটা কেমন অসুস্থ ক্লান্ত অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে) আঃ ! আউট্, আউট্,—ইডিয়ট্ !—তোমাকে বেরিয়ে যেতে বলেছি।

(ছোকরা কর্মচারীটি চলে যায় তাড়াতাড়ি। হেমদাকান্ত ঘুরে ইজিচেয়ারের কাছে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে' ডাক দেন হঠাৎ।)

হেমদা : বিনয়, বিনয়।

(বিনয়, অর্থাৎ সরকার আড়ষ্ট হয়ে ঢোকে আবার ঘরে। হেমদাকান্ত বসেছেন ততক্ষণে ইজিচেয়ারে।)

সরকার : কিছু বলছেন স্যার আমায় ?

হেমদা : হ্যাঁ।—এ হয়েছে, ঐ যে, যে বুড়ো লোকটির কথা বলছিলে—

সরকার : হ্যাঁ স্যার।

হেমদা : কপালে তার বড় আঁচিল আছে একটা ?

সরকার : আজ্ঞে হ্যাঁ।

হেমদা : পিঠটা বাঁকা ? চোখে দড়িবাঁধা চশমা ? পায়ে ছেঁড়া চটি ?

সরকার : আজ্ঞে হ্যাঁ।

হেমদা : কি বলছে ?

সরকার : আপনি নাকি গঙ্গার ধারে ওঁকে—

হেমদা : হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট্, রাইট্। গঙ্গার ধারে কাঁদছিলেন বসে বসে, মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না,—শুনে বলেছিলুম, কিছু দেব।··কিন্তু কত দেব বলেছিলুম, ভুলে গেছি। সেকথা বলছেন কিছু ? কত কিছু বলছে ?

সরকার : দুশো টাকার জন্যে মেয়ের বিয়ে আটকাচ্ছে ব'লে—

হেমদা : ইয়েস্ ইয়েস্, রাইট্। দুশো—দুশো—ঠিক।—ওটা দিয়ে দিও। আমিই আসতে বলেছিলুম।—

সরকার : আচ্ছা স্যার।

(নমস্কার ক'রে আড়ষ্ট হয়ে চলে গেল।)

হেমদা : বিনয় ?

(সরকার ফিরে এল আবার।)

সরকার : ডাকলেন ?

হেমদা : হুঁ।—শুধু শুধু তখন তোমাকে বকলুম।—কিছু মনে কোর না।

সরকার : না স্যার। আপনি তো—

হেমদা : যাও। সেই লোকটি দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

(সরকার চলে গেল আবার।)

হেমদা : এই যে অকারণ চেঁচিয়ে উঠলুম,—শুধু শুধু ছেলেটাকে বকে উঠলুম,—এগুলো—

স্থধীর : ওগুলো ব্লাডপ্রেসারের লক্ষণ নয়,—পাগলামীর লক্ষণ।

হেমদা : পাগলামী! (অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন হেমদাকান্ত।) ঠিক বলেছ ডাক্তার,—পাগলামী, পাগলামী! আমাদের বংশে অনেক পুরুষ আগে একজন ছিলেন প্রচণ্ড উন্মাদ। তার পর থেকে প্রতি একপুরুষ অন্তর এ-বংশে একজন করে পাগল হয়েছেন। আমার বাবা পাগল ছিলেন না স্থধীর, —আর,আমি আমার বাবার একমাত্র সন্তান।

স্থধীর : এই ছাখো!—ঠাট্টা করে বললুম, কি থেকে কী কথায় টেনে আনছ শুধু শুধু। চুপ করে ব'স তো। তোমার আর আমার চা আনতে বল,—হাতে আজ সময় আছে, একসঙ্গে চা খাব দুজনে।

হেমদা : জান স্থধীর,—আমার বাবা স্বর্গীয় বরদাকান্ত উন্মাদ ছিলেন না কিন্তু দুর্দান্ত উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন তিনি। বিবেক বলে কোনো পদার্থই ছিল না তাঁর। আর আমার মা; ঠিক উল্টো। ডানাভাঙা ছোট্ট একটা চড়ুইপাখির জন্যেও জল নামত তাঁর চোখে।—স্থধীর, স্থধীর, আমি প্রাণপণে আমার মার ছবিটাকে আঁকড়ে থাকতে চাই, কিন্তু কোথা থেকে বরদাকান্ত ছুটে আসেন,—আড়াল করে দাঁড়ান আমার মার স্মৃতিকে,—আমি পারি না, আমি পারি না, আমি পারি না।

স্থধীর : আচ্ছা, কী পাগলের মত যা-তা করছ বলত হেমদা?

হেমদা : তুমি ঠিক বলেছ স্থধীর, তুমি ঠিক বলেছ। পূর্বপুরুষের সেই

উন্মাদের রক্ত এক পুরুষ বাদ দিয়ে এবার আমার শিরায় শিরায় বাসা বেঁধেছে।

সুধীর : তুমি থামবে ?

হেমদা : (রুদ্ধকণ্ঠে) পাগলটা প্রথম যখন আত্মপ্রকাশ করেছিল, একদিন রাগের মাথায় আমার মার কপালে পাথরের পেপারওয়েট্ ছুঁড়ে মেরেছিলুম।

সুধীর : আচ্ছা, তোমার কী হল বলত আজ ?

হেমদা : আমার মার পোর্ট্রেটে দেখেছ নিশ্চয়ই কপালের সেই কাটার দাগ ? আর্টিস্ট বলেছিল, ছবিতে রাখবে না কাটার দাগটা। আমি তা' করতে দিইনি।—যদি ছবির ঐ কাটার দাগটা দেখেও আমার ভেতরকার পাগলটা লজ্জায় একটু শান্ত হয়।

সুধীর : (চেঁচিয়ে) হেমদা ! (অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে) ডাক্তারের কথাই যদি শুনবে না, তো ডাক্তারকে ডাকা কেন ?

হেমদা : তুমি ডাক্তার নও শুধু,—বন্ধুও। ডাক্তারী ব্যাগটা সরিয়ে রেখে বন্ধু হয়েই না হয় শোনো।

সুধীর : আমাকে আজ ডেকে পাঠিয়েছিলে কিন্তু ডাক্তার হিসেবেই।

হেমদা : আমি ডাকি এক হিসেবে, শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় অন্য। এ আমার ভাগ্য।—আমি বরাবরই দেখেছি—

(একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে নিয়ে একটি লোকের প্রবেশ।)

হেমদা : কে ?

আগন্তুক : আজ্ঞে আমি শশিপদ। ঘড়ির মিস্ত্রি। কর্তামা ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাই—

হেমদা : ওঃ,—এই সিঁড়ি দিয়ে সোজা ওপরে উঠে যাও। কর্তামা বাড়ি নেই ; কিন্তু অন্য লোকজন আছে।

(লোকটি নমস্কার জানিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।)

হেমদা : (সুধীর ডাক্তারকে) মাধুবীকে এ বাড়িব সবাই কর্তামা বলে ডাকে।

(বাড়ির অন্দরের দিক থেকে এই সময় শ্রীনিবাস ভৃত্য একটা ট্রেতে দু-পেয়ালা চা নিয়ে এসে নামিয়ে রেখে যায়। হেমদাকান্ত চায়ের পেয়েলায় চামচ নাড়তে নাড়তে বলে—)

হেমদা : দেখছ তাকে কোনোদিন ?

সুধীর : উঁ ?—হ্যাঁ, বাব দুয়েক হবে। ঐ যে কিসেব সময় যেন ইঞ্জেক্‌সন দিতে হয়েছিল দুটো।

হেমদা : জান ? ও' এ-বাড়িব কে ?

সুধীব : জানই ত হেমদা, অযথা কৌতূহলাক্রান্ত হওয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ।

হেমদা : বছরখানেক আগে ওকে পেয়েছি দুর্গাপুরের জঙ্গলের রাস্তায়। জীপ নিয়ে চলেছি, সঙ্গে বন্দুকটা ছিল, তখন সন্ধে। হঠাৎ অন্ধকারে জঙ্গলেব মধ্যে শুনতে পেলুম স্ত্রীলোকের গলার আর্তনাদ।—হাত-পা বেঁধে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল ওকে কজনে। বন্দুক উঁচিয়ে ধবতেই তারা পালাল। ওকে তুলে নিলুম জীপে। সিঁথিতে ওর সিঁদুর ছিল।

সুধীর : পরিচয় জিজ্ঞেস কর নি ?

হেমদা : তখন ওর চেতনা ছিল না। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

সুধীর : আর তুমি ?

হেমদা : স্বীকার করছি, আমিও তখন অজ্ঞান হয়েছিলুম ;—ওর রূপে।

সুধীর : তারপর ?

হেমদা : জ্ঞান হয়ে অবধি চিৎকার করে কেঁদেছে ও',—বদ্ধ দরজায় আছড়ে পড়েছে,—অনুরোধ করেছে,—অভিশাপ দিয়েছে

আমার ভেতরকার পাগলটা শুধু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্বিকার চিত্তে শুনেছে সবকিছু।—আমি না দিতে পেরেছি ওকে মুক্তি, না যেতে পেরেছি ওর সামনে।

সুধীর: না হতে পেরেছ দানব,—না হতে পেরেছ মানুষ।

হেমদা: সাত সাতটা দিন ধরে নিজের ঘরে বসে' মনের ভেতরকার পাগলটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছি শুধু।

সুধীর: শেষ অবধি জিতল কে? তুমি? না পাগলটা?

হেমদা: আটদিনের দিন এক ঝটকায় পাগলটাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে প্রথম দাঁড়ালুম গিয়ে ওর মুখোমুখী। বললুম,—ভয় নেই; বল কী তোমার নাম? কী তোমার ঠিকানা?...ঠিকানা জেনে নিয়ে ছুটলুম ওর শ্বশুরবাড়ি, ওর বাপের বাড়ি।

সুধীর: কিন্তু কেউই আর তখন ওকে গ্রহণ করতে রাজি হল না। এই ত?

হেমদা: ঠিক তাই। ওদের প্রশ্ন,—এতদিন মাধুরী কোথায় ছিল? কেমন ছিল?—আমার আট দিনের সেই সংগ্রামের কথা তাদের বোঝাতে পারা বিশ্বাস করাতে পারা সম্ভব হয় নি।—তাই, তাই, তাই তো ওকে স্থান দিলুম নিজের বাড়িতে। দিলুম মর্যাদা, দিলুম সংসারের কর্তৃত্ব। যদি নাকের বদলে নরুণ পেয়ে সুখী হতে পারে তবু। কিন্তু...কিন্তু...সুধীর, আমি বেশ টের পাই, ও' মনে মনে আরো চায়,—আরো কিছু! নাকের বদলে পুরো একটা মানুষকে, একটা গোটা মানুষকে।

(ভৃত্য শ্রীনিবাসের প্রবেশ।)

হেমদা: কী রে?

শ্রীনিবাস: কর্তামাকে আনবার জন্যে ঠাকুরবাড়িতে কি গাড়ি পাঠাব এখন?

হেমদা : যে রকম বলে গেছে সেই রকম করবি।—আবার কি? দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

শ্রীনিবাস : আজ্ঞে কাল আপনি কোন্ বাক্সটা সঙ্গে নেবেন? বাঘছালেরটা না লাল-চামড়ারটা?

হেমদা : লালটা। বুচন বন্দুকগুলোকে পরিষ্কার করছে?

শ্রীনিবাস : আজ্ঞে।

(শ্রীনিবাস চলে গেল।)

সুধীর : হঠাৎ বাক্স-বন্দুক গোছগাছ হচ্ছে যে? যাচ্ছ নাকি কোথাও?

হেমদা : হ্যাঁ। কাল যাচ্ছি; শিকারে।

সুধীর : বাঃ! আজ আমায় ডেকে পাঠালে ব্লাড্‌প্রেসার দেখতে, আর কালকেই চলেছ শিকারে?

হেমদা : ব্লাডপ্রেসার আছে বললে যাওয়া বন্ধ করে দিতুম।

সুধীর : আজকাল তুমি যেন একটু ঘন ঘন বাইরে যাচ্ছ।

হেমদা : হ্যাঁ,—যাচ্ছি।

সুধীর : বেড়াচ্ছ? না, পালাচ্ছ?

হেমদা : তোমার কাছে লুকোব না;—পালাচ্ছি।

সুধীর : কেন?

হেমদা : একদিকে মাধুরী, অন্যদিকে সুমিতা। আমি···আমি··· আমার মাথার মধ্যে সব ওলোট-পালোট হয়ে যায়!

সুধীর : কিন্তু হেমদা, সুমিতা দেবী তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার সহধর্মিণী।

হেমদা : সেই আমার আর এক পাগলামী! এক গানের জলসায় সুমিতার গলার গান শুনে কী যে হল মনে! মনে হল, ওর গান না হলে আমার চলবে না, ওকে না হলে আমার চলবে না।

অথচ…অথচ জান সুধীর, আজ এই ক'মাসের মধ্যে একদিনও ওর গান শুনতে পাইনি।

সুধীর : কেন?

হেমদা : আমার দিক থেকে সঙ্কোচ। আর, ওদিক থেকে হয়ত অশ্রদ্ধা।

সুধীর : মাধুরী দেবীর ব্যাপারটার কথা স্পষ্ট করে খুলে বল না কেন তাঁর কাছে? যেমন আমাকে আজ বললে।

হেমদা : মাধুরীর স্বামী আর বাপের বাড়ির লোকেদের মতো সুমিতাও আমার গল্পকে বিশ্বাস করতে পারত না।

সুধীর : কেন? আমি তো করলুম।

হেমদা : বিশ্বাস করা এবং না-করায় তোমার কিছুই এসে যায় না বলেই বিশ্বাস করা তোমার পক্ষে সহজ হয়েছে ডাক্তার। তুমি সুমিতা হলে বিশ্বাস করতে পারতে না।…উফ্!…সুধীর, তুমি মিথ্যে করেও বললে না কেন যে আমার হাই ব্লাডপ্রেসার আছে? আমি তাহলে বেঁচে যেতুম। সত্যি বেঁচে যেতুম।

(বলতে বলতে হেমদাকান্ত কাঁচের কুঁজো থেকে জল নিয়ে নিজের ঘাড়ে থাবড়াতে থাকে। সুধীর-ডাক্তার সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে,—)

সুধীর : হেমদা, চলো দিকিনি বাড়ির বাইরে। বেড়িয়ে আসবে খানিকটা গঙ্গার খোলা হাওয়ায়। চলো।

হেমদা : (ম্লান হেসে) কী হিসেবে বলছ? ডাক্তার? না, বন্ধু?

সুধীর : (হেমদার হাত ধরে) ডাক্তার, এবং বন্ধু। চলো।

(দুজনে বেরিয়ে গেলেন।)

তৃতীয় দৃশ্য

(সকাল। অম্বরীষের পূর্ববর্ণিত সেই ড্রইংরুম। সোফায় ব'সে খবরের কাগজ পড়ছেন একজন। মেলে-ধরা খবরের কাগজের আড়ালে ভদ্রলোকটি অদৃশ্য হলেও তাঁর পরণের পায়জামার কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর। বাড়ির অন্দরের দিকের দরজা দিয়ে বিষ্ণুপদ প্রবেশ করে ডাকল,—)

বিষ্ণু: বাবু?

(ডাক শুনে খবরের কাগজ পাঠরত লোকটি মুখের সামনে থেকে কাগজটা সরাতেই দেখা গেল, লোকটি আর কেউ নয়,—পূর্ববর্ণিত সেই শ্রীহলকর্ষণ ধাড়া। আজ তাঁর গায়ে কাঁধে-বোতাম পাঞ্জাবি, পরণে পায়জামা।)

হলকর্ষণ: উঁহু-উঁহু-উঁহু!—এ বেশে চলবে না বিষ্ণুপদ। চলতে পারে না। কিছুতেই চলতে পারে না। তুমি হলে গিয়ে বিখ্যাত সদ্য-বিদেশপ্রত্যাগত তরুণ সুরকার শ্রীঅম্বরীষ রায়ের বিষ্ণুদা। তাঁকে তুমি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছ। তোমারই স্নেহে, তোমারই যত্নে···মানে, তুমি তাঁর শৈশবে জেগেছ কত বিনিদ্র রজনী,···কেচেছ কত কাঁথা,···দিয়েছ অন্তরের ভালবাসা···দিয়েছ বুকের দুধ! (বলেই একহাত জিভ্ কেটে) থুড়ি,—সম্ভব নয়। বুকের, বুকের, বুকের,··· মোটকথা এ-বেশে চলবে না। তোমার মাথায় থাকবে পাগড়ি, বুকে ঝকঝকে চাপরাশ, গালে গালপাট্টা, ঠোঁটে গোঁফ···

বিষ্ণু: পাগড়ি-চাপরাশ নাহয় চেষ্টা-চরিত্তির করে যোগাড় হয়ে যেতে পারে কোনরকমে, কিন্তু (নিজের গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন তোবড়ানো মুখে হাত বুলিয়ে) গোঁফ গালপাট্টা এখন কোথায় পাই বাবু?

হলকর্ষণ: হুঁ;—সম্ভব নয়। ঠিক আছে। পাগড়ি-চাপরাশটাই লাগিয়ে এস চট্‌পট। বুঝতে পারছ কাণ্ডটা! আজ আমি এসেছি তোমার দাদাবাবুর 'খাচ্ছেন', 'দাঁত মাজছেন,' 'হাই তুলছেন' এই সবের অন্তত আটখানা ফোটো তুলে নিয়ে যেতে। কিন্তু কখন যে তিনি বেড়িয়ে ফিরবেন! যাই হোক, সেই সঙ্গে আজ তোমারও ফোটো তুলে নিয়ে গিয়ে ছাপিয়ে দেব আমাদের ছাঁওয়া-মাচা কাগজে। তলায় লেখা থাকবে,—অম্বরীষ রায়ের বিষ্ণুদা,—যে বিষ্ণুদা আজকের এই বিখ্যাত সুরকারের শৈশবে জেগেছে কত বিনিদ্র রজনী, কেচেছে কত কাঁথা, দিয়েছে অন্তরের ভালবাসা, দিয়েছে বুকের (জিভ কেটে)—সম্ভব নয়!

(বলেই চেয়ে দেখলেন, ইতিমধ্যে বিষ্ণুপদ কখন্ ঢুকে গেছে বাড়ির অন্দরের দিকে। অগত্যা বসে পড়লেন শ্রীহলকর্ষণ;—এবং পুনরায় খবরের কাগজের আড়ালে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। —একটু পরেই বাইরের দিক থেকে অম্বরীষ ঘরে ঢুকেই শ্রীহলকর্ষণকে দেখতে পেয়ে পা টিপেটিপে নিঃশব্দে অন্দর-মহলের দিকে পালিয়ে গেল চুপিসাড়ে;—কাগজের আড়াল থেকে শ্রীহলকর্ষণ তা দেখতেও পেলেন না। অম্বরীষ চলে যাবার পরমুহূর্তেই শ্রীহলকর্ষণ কাগজ নামিয়ে নিজের হাতঘড়ি দেখে নিজের মনেই বললেন,—)

হলকর্ষণ: অম্বরীষবাবু কখন যে ফিরবেন!—

(আবার কাগজের আড়ালে চলে গেলেন; এবং ঠিক তার পরেই বাইরের দিক থেকে মাথায় পাগড়ি, বুকে চাপরাশ, গালে গালপাট্টা, মস্ত পাকানো গোঁফ নিয়ে বাস্তু-প্রাসাদের দারোয়ান শিউনন্দন এসে ডাকল,—)

শিউনন্দন: বাবুজী?

(সাড়া নেই)

শিউনন্দন : বাবুজী।

(এইবার শুনতে পেয়েছেন শ্রীহলকর্ষণ। কাগজ টেবিলে রেখেছেন।)

হলকর্ষণ : উঁ ?—আরে !

(শিউনন্দন পায়ের জুতো ঠুকে মস্ত একটা সেলাম ঠোকে।)

হলকর্ষণ : (হাহা কোরে হেসে) বাহা রে, বাহা ! এর মধ্যেই গোঁফ-গালপাট্ট' জোগাড় করে ফেলেছ ! এক লহমায় একেবারে ভোজবাজী করে দিলে যে হে বিষ্ণুপদ, য়্যাঁ ?

শিউনন্দন : হামি বিষ্ণু-উষ্ণু নেহি আছে জী। হামি শিউনন্দন আছে।

হলকর্ষণ : (দম ফেটে হেসে ওঠে) হা-হা-হা-হা !—হামি শিউনন্দন আছে। হে-হে-হে-হে। বলিহারি, বলিহারি বিষ্ণুপদ ! তোমার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে !

শিউনন্দন : আপ্‌কো এক চিঠ্‌ঠি আছে বাবুজী।

(শিউনন্দন একটা চিঠি এগিয়ে দেয়। চিঠিটা নিয়ে কিছু না দেখেই টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে আরো জোরে হেসে ওঠেন শ্রীহলকর্ষণ।—)

হলকর্ষণ : হো-হো-হো-হো ! শুধু শিউনন্দনই নয়, আবার চিঠ্‌ঠি ! য়্যাঁ ? বলি ও বিষ্ণুপদ, দেশে কি আগে যাত্রা-টাত্রা করা হত নাকি গো ?

শিউনন্দন : হামি বিষ্ণু না আছে বাবুজী, হামি শিউ আছে।

হলকর্ষণ : নামটাও চট্ করে বদলে নিয়েছ বেশ, য়্যাঁ ? বিষ্ণু থেকে শিব ;—হরি থেকে হর।—যাক্, এসো তাহলে, এবার তোমার ফোটোটা তুলে ফেলি।

(শ্রীহলকর্ষণ নিজের ক্যামেরাটা নিতে সেল্‌ফের কাছে গেলেন এবং ক্যামেরাটা নিলেন।)

শিউনন্দন : হামারা ফোটো খিঁচেগা বাবুজী ?

হলকর্ষণ : হাঁ গো বাবুজী। নাও,—ঐ জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াও তো বিষ্ণুপদ।

শিউনন্দন : লেকিন্ বাবুজী—

হলকর্ষণ : আর রঙ্গ কোর না বাবা বিষ্ণুপদ, দাঁড়াও চট্পট্ ফোটোটা তুলে নিই তোমার।

শিউনন্দন : ফোটো কাঁহেকো বাবুজী ?

হলকর্ষণ : হয়েছে! আর হিন্দি কপ্চাতে হবে না।—বললুম না, ছাঁওয়া-মাচাতে তোমার ফোটো বের করে দেব।—কই দাঁড়াও গো।

(ভ্যাবাচাকা খেয়ে শিউনন্দন দাঁড়াল গিয়ে জানলার কাছে। শ্রীহলকর্ষণ ফ্ল্যাশবাল্ব জ্বালিয়ে একটা ফোটো তুলে নিলেন তার। তারপর এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ তার গোঁফ ধরে মারলেন এক টান।)

শিউনন্দন : এ কেয়া অত্তিয়াচার! আরে রাম! আরে রাম!

হলকর্ষণ : আর অ্যাক্টিং থাক্ বাবা বিষ্ণুপদ, এবার গোঁফজোড়াটি খোলো, তোমার আসল শ্রীমুখখানি আবার দেখি।

(বলে আবার একটা টান দেবার উপক্রম করতেই পালায় শিউনন্দন।)

শিউনন্দন : আরে! এ তো বিল্কুল্ পাগল মালুম হোতা হ্যায়।

(বলতে বলতে দৌড়ে পালাল; এবং ঠিক সেই সময় অন্দরের দিকের দরজা দিয়ে আসল বিষ্ণুপদ মাথায় পাগড়ি আর গায়ে ঢলঢলে একটা পাঞ্জাবির ওপর একটা লাল গামছাকে চাপরাশের মতো কোরে বেঁধে এসে ডাক দিল—)

বিষ্ণু : বাবু।

(ডাক শুনে পিছন ফিরেই বিষ্ণুপদকে দেখে চমকে উঠলেন শ্রীহলকর্ষণ খাড়া।)

হলকর্ষণ : আরে ! তাহলে ওটা কে ?

বিষ্ণু : কোন্‌টা ?

হলকর্ষণ : ঐ যে-লোকটা চিঠি দিয়ে গেল ?

বিষ্ণু : কে আবার চিঠি দিয়ে গেল বাবু ?

হলকর্ষণ : আরে, আমি যে শুধুমুধু তার ফোটো তুলে একটা ফ্ল্যাসবাল্ব খরচ করলুম গো ! এই ছ্যাখো—(শ্রীহলকর্ষণ ক্যামেরা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায় চেঁচাতে চেঁচাতে)—আরে ও' শিউনন্দন,—ও' দরোয়ানজী,—

(শ্রীহলকর্ষণের প্রস্থান ।)

বিষ্ণু : এই ছ্যাখো কাণ্ড !—সেজেগুজে এলুম, ফটোক্ না তুলেই যে চলে গেল বাবু !—ও বাবু, আরে—ও বাবু—

(বিষ্ণুপদও বেরিয়ে গেল বাইরে । এবং পর মুহূর্তেই ফিরে এল যখন, অন্দরের দিক থেকে তখন অম্বরীষ ঢুকছে ঘরে ।)

অম্বরীষ : চলে গেছে ?—আরে ! (হেসে) তুই হঠাৎ এমন কিম্ভুত সাজ করে মরেছিস কেন রে বিষ্টুদা ? মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে তোর ?

বিষ্ণু : মাথা-খারাপই বটে ! পাগল ! বদ্ধ পাগল !

অম্বরীষ : কে রে ?

বিষ্ণুপদ : ঐ যে,—ঐ যে ঐ ছাঁওয়া-মাচা !—আমাকে শুদ্ধু পাগল বানিয়ে তবে ছাড়লে !—ঐ নাও, টেবিলে কী বুঝি চিঠি আছে একটা ছ্যাখো । আমি ততক্ষণ এই সঙের পোষাকটা ছেড়ে আসি । (যেতে যেতে) চা খাবে এখন ?

অম্বরীষ : উঁহু,—না । ওঃ হোঃ, ঠাকুরকে যে বলেই এলুম চা করতে । অসুবিধে না হলে চা-টা এখানে একটু এনে দিস না বিষ্টুদা ।

(বিষ্ণুপদ চলে গেল বাড়ির অন্দরের দিকে । অম্বরীষ

সোফায় ব'সে খামের ছাপ দেখেই ব্যগ্রহাতে খাম ছিঁড়ে চিঠিটা পড়তে লাগল। —অম্বরীষের চিঠি পড়া শেষ হ'তে না হ'তেই বিষ্ণুপদ চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকল আবার। হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিয়ে অম্বরীষ বলল,—]

অম্বরীষ : বিষ্টুদা, চিঠিটা কোথা থেকে এসেছে বল্ দিকিনি ?

বিষ্ণুপদ : আমি গণৎকার নই।

অম্বরীষ : তোর সুমিতা দিদিমণির শ্বশুরবাড়ি থেকে।

বিষ্ণুপদ : কে লিখেছেন ? দিদিমণি ?

অম্বরীষ : উঁহু। কুমার হেমদাকান্ত।

বিষ্ণুপদ : দিদিমণির সোয়ামী ?

অম্বরীষ : কী লিখেছেন শোন্,—'প্রিয় অম্বরীষবাবু, আমার চিঠিটা পেয়ে খুব অবাক হয়ে গেছেন নিশ্চয়ই।—কাজকর্মের তাগিদে বাইরে বাইরে প্রায়ই ঘুরতে হয়, তার ওপর শিকার করবারও প্রকাণ্ড একটা বদ্ নেশা আছে। একসঙ্গে বেশিদিন তাই বাড়িতে থাকা ঘটে ওঠে না ভাগ্যে। সুমিতা বেচারা একদম একা পড়ে যায়। তাই বলছিলুম, মাঝে মাঝে সুবিধেমতো সন্ধ্যার দিকে যদি আসেন, তাহলে সুমিতা সঙ্গীও পায়, আর সঙ্গীতবিদ্যাটায় কিঞ্চিৎ ঝালিয়ে নিতে পারে। আসতে আপত্তি আছে কি গরীবের বাড়িতে ? নিজে না গিয়ে চিঠিতে নিমন্ত্রণ জানালুম বলে অপরাধ নেবেন না যেন। কবে নাগাদ আসছেন ? প্রীতি-নমস্কার নেবেন। ইতি।

কুমার হেমদাকান্ত।'

(পড়া শেষ করে') আজই গেলে বড্ড হ্যাংলামী হয়ে যাবে, তাই না রে বিষ্টুদা ? ঠিক আছে, কাল যাব, কি বল্ ? তুই এক কাজ কর্, ও-বাড়ির খুড়িমাকে জানিয়ে আয়। কিংবা থাক্,—আমি নিজেই বরং খবরটা জানিয়ে আসি, বুঝেছিস।

(তাড়াতাড়ি চা-টা শেষ ক'রে অন্দরের দিকে ঢুকে গেল অম্বরীষ। বিষ্ণুপদ চায়ের কাপ উঠিয়ে অন্দরের দিকে যাচ্ছে, এমন সময় বাইরের দিকের দরজা দিয়ে উঁকি মারলেন শ্রীহলকর্ষণ খাড়া।]

হলকর্ষণ : বিষ্ণুপদ।

বিষ্ণু : আবার! আবার আপনি এসেছেন?

হলকর্ষণ : (ঢুকতে ঢুকতে) রাগ করছ কেন বিষ্ণুপদ।

বিষ্ণু : করব না? আমাকে খামোকা পাগড়ি-টাগড়ি বাঁধিয়ে শেষকালে কি না—

হলকর্ষণ : আহা, একটু মিস্-ক্যালকুলেশান্ হয়ে গেছে!—মিস্-টাইমিং, মিস্-যাজ্‌মেণ্ট, মিস্-আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং, মিস্-ফরচুন্!—এই মিস্-ক্যালকুলেশানেই আমার সারাজীবনটা মিস্-ফরচুনে ভরে গেল বিষ্ণুপদ। যৌবনে ভালবেসেছিলুম ললিতা বলে একটি স্কুলের মেয়েকে। তাকে ভালবাসার চিঠি লিখতে গিয়ে মিস্-রাইটিং কোরে ললিতার বদলে ভুল কোরে চিঠিতে লিখে ফেললুম তাদের স্কুলের বাসের মোট্‌কা কেয়ার-টেকার মিস্ কালীতারা মাইতির নাম।—ব্যস্! সঙ্গে সঙ্গে মানহানির ভয় দেখিয়ে সেই মিস্ কালীতারা মাইতিই জোর কোরে বিয়ে করে ফেলল আমায়।—সেই থেকে আজ আঠারোটি বছর সেই তাঁকে নিয়ে ঘর করছি!

বিষ্ণু : আহা!

হলকর্ষণ : তবে সত্যি কথা কী জান বিষ্ণুপদ, এই আঠারো বছর ঘর করবার পর এখন আর তাকে নেহাৎ মন্দ লাগছে না।

বিষ্ণুপদ : লাগবেই তো। নারায়ণ সামনে রেখে মন্তর পড়ে বিয়ে-করা বৌ; ভাল না লেগে যায় কোথায়। ভাল শেষ অবধি লাগতেই হবে।

হলকর্ষণ: আমাকে একটু জল খাওয়াতে পার বিষ্ণুপদ? ঐ ব্যাটা শিউনন্দনের পেছনে ছুটে ছুটে হাঁফিয়ে গেছি একেবারে।

বিষ্ণু: এখুনি এনে দিচ্ছি।

[ধপাস্ করে সোফায় বসে পড়লেন শ্রীহলকর্ষণ। বিষ্ণুপদ জল আনবার জন্তে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।]

চতুর্থ দৃশ্য

(সন্ধ্যা। দ্বিতীয় দৃশ্যে বর্ণিত কান্ত-প্রাসাদের সেই একতলার প্রশস্ত ঘর। পরিবর্তনের মধ্যে দেয়ালে সুমিতার সেই ছবিটা নেই। দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল অম্বরীষ একটা চেয়ারে ব'সে এদিক-ওদিক সব তাকিয়ে দেখছে। কিছুক্ষণ পরে সে টেবিলের ওপর থেকে ইংরেজি সচিত্র কোনো সাপ্তাহিকপত্র গোছের বই তুলে নিয়ে পাতা উল্টে তার ছবি দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে দোতলা থেকে সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় নেমে দাঁড়িয়েছে একটি সুন্দরী সালঙ্কারা রমণী। অম্বরীষের দৃষ্টির আড়ালে থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে তাকে। কিছুক্ষণ পর রমণী সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে এসে অম্বরীষের ঠিক পিছন বরাবর দাঁড়িয়ে দুহাত জোড় করে বলল,—

মাধুরী: নমস্কার।

অম্বরীষ: (স্ত্রীকণ্ঠের সাড়া পেয়ে চমকে এবং দাঁড়িয়ে উঠে) নমস্কার।

মাধুরী: (হাসিমাখা মধুর কণ্ঠে) বসুন, বসুন। আমাকে দেখে আর উঠে দাঁড়াতে হবে না। আপনি বসুন।

অম্বরীষ: ঠিক আছে, মানে......

মাধুরী: (নিজে অদূরবর্তী ইজিচেয়ারে বসে') এবার তো বসুন। কী আশ্চর্য!

অম্বরীষ ঃ　(বসে') আমি এসেছিলুম···(চোখ তুলে ভ্যাখে রমণীটি ওরই দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে)···কুমারবাহাদুর······

মাধুরী ঃ　কুমারবাহাদুর তো নেই কলকাতায়। হঠাৎ কাল দলবল নিয়ে কেওঞ্জরগড়ের ওদিকে কোন্ জঙ্গলে শিকার করতে বেরিয়ে গেছেন। ফিরতে দিন পনের দেরি হবে।

অম্বরীষ ঃ　(উঠে দাঁড়ায়।) ওঃ ! আজ তাহলে···

মাধুরী ঃ　বসুন।

(বসে অম্বরীষ। কিণ্ড কেমন আড়ষ্ট লাগে। ইতস্তত করে। চোখ তুলে ঠিক তাকাতে পারে না রমণীটির দিকে। রমণীটি কিন্তু পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে অম্বরীষের দিকে তাকিয়ে বলে,—)

মাধুরী ঃ　আপনার নাম নিশ্চয়ই অম্বরীষ রায় ?

অম্বরীষ ঃ　আজ্ঞে হঁ্যা।

মাধুরী ঃ　কাগজে সেদিন আপনার সম্বন্ধে কত কী পড়লুম। কী সৌভাগ্য, পরিচয় হয়ে গেল আপনার সঙ্গে।

অম্বরীষ ঃ　দেখুন, কুমার হেমদাকান্ত আমাকে······

মাধুরী ঃ　একখানা চিঠি দিয়েছিলেন এখানে আসবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে। —জানি।—তা' এসেই অমন করে চলে যেতে চাইছেন কেন ? এমনভাবে চলে গেলে সুমিতা দেবীর মনে কত কষ্ট হবে বলুন তো। —সুমিতা দেবীকে আপনি খুব ছোটবেলা থেকেই জানেন,— তাই না ?

অম্বরীষ ঃ　খুব ছোটবেলা থেকে। একসঙ্গে খেলা করেছি।

মাধুরী ঃ　(উঠে দাঁড়িয়ে) আসুন, সুমিতা দেবীর ঘরে পৌছে দিই আপনাকে। শিউনন্দন ?

[শিউনন্দন এসে দাঁড়ায়]

মাধুরী : বাবুকে তোদের অন্দরমহলে বৌরাণীর ঘরে পৌছে দিয়ে আয়।—যান ওর সঙ্গে।

অম্বরীষ। দেখুন, আজ থাক্, কুমারবাহাদুর নেই, তাছাড়া আমারও আজ একটু—

মাধুরী : কর্তার অনুপস্থিতিতে তাঁর অন্দরমহলে ঢুকতে দ্বিধা হচ্ছে? আমার নাম মাধুরী। আমার ওপর কুমারবাহাদুরের নির্দেশ আছে, আপনাকে যেন যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গেই সুমিতা দেবীর ঘরে পৌছে দেওয়া হয়।—শিউনন্দন…

(সঙ্গে সঙ্গে শিউনন্দন হেঁট হয়ে সিঁড়ির সেই দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, যে দিকে অন্দরমহলে যাবার দরজাটা রয়েছে। অম্বরীষ দু-এক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে' বলে—)

অম্বরীষ : আপনি…মানে আপনার…

মাধুরী : আমার পরিচয়? (সপ্রতিভ হাসি) পরে যথাসময়েই পাবেন জানতে। শিউনন্দন, বাবুকে ভেতর-মহলে তোদের বৌরাণীর কাছে পৌছে দিয়েই এখানে চলে আসবি, একটা জরুরি দরকার আছে আমার।—(অম্বরীষের দিকে চেয়ে দুহাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গিতে)—আচ্ছা।

অম্বরীষ : নমস্কার।

(অম্বরীষকে নিয়ে শিউনন্দন অন্দরমহলের দিকে চলে যেতেই মাধুরী ডাক দিল—)

মাধুরী : শ্রীনিবাস!

(শ্রীনিবাস ঢুকল)

মাধুরী : গঙ্গার ধারের সেই সাধুটা এসেছে না কি যেন বলছিলি তখন?

শ্রীনিবাস : আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তামা, অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন বাইরের দালানে। আপনি তখন ওপরে ব্যস্ত ছিলেন, তাই—

মাধুরী ঃ ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে তুই বাইরের দালানে থাক্। কেউ যেন বিরক্ত না করে এখন আমায়।

শ্রীনিবাস ঃ আজ্ঞে আচ্ছা।

(শ্রীনিবাস চলে গেল। তারপরেই ঢুকলেন রক্তাম্বর পরিহিত কালীমন্দিরের এক দরিদ্র পুরোহিত কিংবা তান্ত্রিক গোছের ব্যক্তি।)

তান্ত্রিক ঃ নমস্কার মাঠাকৃরুণ।

মাধুরী ঃ আবার কী করতে এসেছেন?

তান্ত্রিক ঃ আজ্ঞে, আপনাদের দয়াতেই তো আমাদের নির্ভর মা।

মাধুরী ঃ বাঃ! চমৎকার কথা!—ওদিকে কবচ তৈরী ক'রে দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত সুখৈশ্বর্য এনে দেবার ব্যবসা করছেন, আবার এদিকে বলছেন কিনা 'আপনাদের দয়াতেই তো আমাদের নির্ভর মা'! সুন্দর!

তান্ত্রিক ঃ কেন মা? বৃহৎ মহাদেবী কবচে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি হয়নি? মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি?

মাধুরী ঃ ছাই হয়েছে।—

তান্ত্রিক ঃ আপনার মনোবাসনাটা ঠিক কী,—কী আপনি চান,—আমাকে জানালে আমি নতুন করে আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে পারি মা।

মাধুরী ঃ আমি একজনকে কাঁদাতে চাই।

তান্ত্রিক ঃ কাঁদাতে?

মাধুরী ঃ হ্যাঁ। কাঁদাতে। তাকে কাঁদাতে চাই, তাকে হারাতে চাই। আমি চাই, নিঃসঙ্গ জীবনের ক্লান্তি ঘোচাবার জন্যে সে একটা চরম কিছু করে বসুক। এমন কিছু, যার পর আর তার ঠাঁই না থাকে এই কান্ত-প্রাসাদে। আর, তা যদি না পারি, যদি

হেরে গিয়ে ভেসেই যেতে হয় আমাকে, তাহলে আমি যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারি তার সুখ, তার হাসি, তার আনন্দ।—পারবেন আমাকে এমন কিছু দিতে যাতে আমি তাকে হারাতে পারি ?

তান্ত্রিক : আমি আপনার কথা তো ঠিক বুঝতে পারছি না মা।

মাধুরী : বুঝতে হবে না আপনাকে। কিছু করতে হবে না আপনাকে। সমস্ত মিথ্যে, ভুয়ো, বুজরুকি আপনাদের।

তান্ত্রিক : দেখুন, আপনার যিনি শত্রু, তাঁর নাম-ধাম-গোত্র না জানালে—

মাধুরী : (উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ) চাই না। চলে যান আপনি। চলে যান এই মুহূর্তে। এই নিয়ে যান আপনার কবচ। (কবচটা হাত থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে মেঝেয়।) সমস্ত মিথ্যে, সমস্ত ফাঁকি !

তান্ত্রিক : (কবচটা কুড়িয়ে নিতে নিতে) দেখুন মালক্ষ্মী, আমরা হলুম—

মাধুরী : আঃ ! বেরিয়ে যান আগে।

তান্ত্রিক : প্রণাম মা-লক্ষ্মী।

(তান্ত্রিক বেরিয়ে গেল আড়ষ্ট ভাবে। মাধুরী নিজের মনেই গজরে উঠল,—)

মাধুরী : কাঁদতে হবে ঐ সুমিতাকে। যেখানে যেটুকু ওর সুখ, সব কেড়ে নিতে হবে। সব কেড়ে নিতে হবে। যেমন করেই হোক্।

(শ্রীনিবাসের প্রবেশ)

শ্রীনিবাস : কর্তামা, সেই যাঁকে ডেকে আনতে বলেছিলেন,—তিনি এসেছেন। নিয়ে আসব এখানে ? না কি ওদিকের বসবার ঘরে বসাব ?

মাধুরী : এইখানেই ডাক্।

(শ্রীনিবাস আবার বেরিয়ে যায়। মাধুরী নিজের উত্তেজনার ভাবকে সংহত করে নিয়ে শান্ত ভাবে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে ইজি চেয়ারটায়।—কমবয়সী একটি অত্যন্ত সুদর্শন ছেলেকে নিযে ঢোকে শ্রীনিবাস। ছেলেটির বয়স ২০।২২। পরণে তার সাবান-কাচা ইস্ত্রিহীন ধুতি ও সার্ট। এতবড় বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে ছেলেটি কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকেই সে হাত তুলে নমস্কার জানায় মাধুরীকে। শ্রীনিবাস ইতি মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে যায়। মাধুরী প্রতি-নমস্কার না জানিয়ে বেশ একটা কর্ত্রীজনোচিত ভঙ্গিতে বলে—)

মাধুরী : বোসো, বোসো।

অসিত : আজ্ঞে......

মাধুরী : আরে বোসো, বোসো,—লজ্জার কি আছে?

(অসিত অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বসে।)

মাধুরী : অসিত তোমার নাম ;—তাই না?

অসিত : আজ্ঞে।

মাধুরী : এখানকার দপ্তরে কী কাজ কর যেন তুমি?

অসিত : আজ্ঞে বাড়িভাড়ার টাকা জমা করি, মিস্ত্রি খাটানোর খরচের হিসেব রাখি, ট্যাক্স জমা দিই......

মাধুরী : বেশ। আমায় দেখেছ তুমি এর আগে?

অসিত : (লজ্জায় কোনোমতে ঘাড় তুলে মাধুরীর দিকে তাকিয়ে) আজ্ঞে না।

মাধুরী : আমি কিন্তু তোমাকে রোজ দেখতে পাই।—দুপুরে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি, তুমি বাইরের উঠোনের কলে হাত-মুখ

ধুয়ে এলুমিনিয়মের কৌটো থেকে খাবার নিয়ে খাচ্ছ ;—তোমার ফর্সা সুন্দর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে রোদ্দুরে······

অসিত : না, না,—আমি—

মাধুরী : কৌটোয় খাবার কে ভরে দেন ? মা বুঝি ?

(অসিত 'না' সূচক ঘাড় নাড়ে)

অসিত : আমার মা নেই।

মাধুরী : ও ! (একটু থেমে) আমাদের শ্রীনিবাস সেদিন দরজী নিয়ে তোমার গায়ের মাপ নিয়েছিল বলে, খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলে, —না ? আমিই পাঠিয়েছিলুম ওকে।

(সিঁড়ি দিয়ে ওপর থেকে নিচে নামল শ্রীনিবাস, হাতে দরজীর দোকানের কাগজের বাক্স নিয়ে।)

মাধুরী : অসিতকে দিয়ে তুই যা।

(শ্রীনিবাস বাক্সটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অসিতের হাতে দিয়ে ঢুকে যায় অন্দরের দিকে। বাক্সটা নিয়ে কী করবে বুঝতে পারে না বেচারা অসিত।)

মাধুরী : ওটার ভেতরে খানচারেক শার্ট আর ট্রাউজার আছে। কাল থেকে ঐ পোশাকে কাজে আসবে, আমি দোতলা থেকে দেখব। বুঝলে ?

অসিত : আজ্ঞে, এসব···আমি ঠিক···

মাধুরী : কুণ্ঠা হচ্ছে ? সঙ্কোচ হচ্ছে নিতে ?—বড় দিদি নেই তোমার ?

(অসিত ঘাড় নেড়ে জানায়, না।)

মাধুরী : যদি থাকতো ?

(অসিত তাড়াতাড়ি উঠে প্রণাম করতে আসে। মাধুরী তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বলে,—)

মাধুরী : আরে ওকি ! না, না। ভাল করে মন দিয়ে কাজ কর। কেমন ?

(অসিত তবু প্রণাম করে।)

পঞ্চম দৃশ্য

(সুমিতার ঘরের কোলের ঢাকা বারান্দা। স্টেজের সুমুখের দিকে বারান্দার রেলিঙ। বারান্দার পিছনেই সুমিতার ঘরে যাবার পর্দা-দেওয়া দরজা এবং তার পাশেই ঘোলা-কাঁচের সার্সি দেওয়া একটা জানালা। বারান্দায় খানদুই বেতের চেয়ার, একটা বেতের টেবল্। বারান্দায় একটা দামী বেতারযন্ত্রও রয়েছে।

দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল অম্বরীষ একা ব'সে ব'সে সেই বেতার যন্ত্রের কাঁটা এলো-মেলো ঘুরিয়ে সমুদ্রপারের বিভিন্ন কেন্দ্রের গান, কথা, নাটক ও বক্তৃতার একটা জগাখিচুড়ি শুনছে। এমন সময় চায়ের কাপ নিয়ে সুমিতা ঢুকতেই বেতারযন্ত্রের চাবি বন্ধ করে দিয়ে সুমিতার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিতে নিতে অম্বরীষ বলল,—)

অম্বরীষ: আমার কিন্তু এখনও ভারি অবাক্ লাগছে সুমিতা,—কুমারবাহাদুর আমাকে এখানে আসবার জন্যে চিঠি লিখলেন,—তোমারই জন্যে,—অথচ তুমিই কিনা তার কিছুই জানতে না ?

সুমিতা: এখানকার সবকিছুই আমার অজান্তে হয় ;—ওতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অন্তত আমি আর আশ্চর্য হই না। চা-টায় চুমুক দাও ;—ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

(অম্বরীষ চায়ে চুমুক দিল।)

সুমিতা: মা কেমন আছে ?

অম্বরীষ: ভাল। এই তো আসবার আগেই দেখা করে এলুম।

সুমিতা: সেদিন আসবার সময় মার বুকের যন্ত্রণাটা বড় বেড়েছিল দেখে এসেছিলুম।

অম্বরীষ: তার পরদিনই ডাক্তার দেখিয়েছি। ওষুধ দিয়েছেন।

সুমিতা: মার বড় কষ্ট অম্বরদা।

অম্বরীষ: আমি তো আছি।

সুমিতা : (কান্নার সুরে) সেই তো আমার একমাত্র ভরসা।

অম্বরীষ : আমি আজ বরং উঠি সুমিতা।

সুমিতা : এখনি? এসেছ যখন, আরেকটু বোসো। এতবড় বাড়িটাতে একটা কথা বলবারও লোক নেই। দিনরাত শুধু মুখ বুজে বসে থাকা। আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।

অম্বরীষ : কুমারবাহাদুর বাড়ি নেই। তাঁর অনুপস্থিতিতে······

সুমিতা : (ম্লান হেসে) উপস্থিতিটা কদিন কতক্ষণ ঘটে বলো?— অনুপস্থিতিটাই আটপৌরে;—উপস্থিতিটা পোশাকী।—ওদিকের ঐ দক্ষিণের ছাতে অদ্ভুত সূক্ষ্ম কারুকার্য-করা মেহগ্‌নি কাঠের একটা পালঙ্ক পড়ে আছে। কবে বুঝি কোথাকার এক নিলেমে গিয়ে পালঙ্কটা হঠাৎ কিরকম চোখে লেগে গিয়েছিল এবাড়ির কর্তার। শুনেছি, ডাকের পরে ডাক চড়িয়ে প্রচুর টাকায় কিনে আনেন ওটা। পালঙ্কের ওঁর অভাব ছিল না, তাই ওটা কিনেই এনেছেন, ব্যবহার করবার দরকার হয়নি। ওটা তাই রোদে পুড়ছে, জলে ভিজছে।— খুব যখন হাঁপিয়ে উঠি, আমি তখন ঐ পালঙ্কটার ওপরে গিয়ে চুপচাপ একলা বসে থাকি।

অম্বরীষ : সুমিতা, সুখ জিনিসটা সকলের ভাগ্যেই তো আর সহজে এসে হাজির হয় না। কাউকে বা ও-জিনিসটাকে নিজে নিজে একটু একটু করে গড়ে তুলতে হয়।

সুমিতা : কিন্তু, কিছু গড়তে গেলে কিছু তো অন্তত পাওয়া চাই।— যাক্, তুমি এলে, আর কী সব নিজের কথাই বলে যাচ্ছি। কেমন আছ বলো?

অম্বরীষ : ভাল।—আচ্ছা সুমিতা, একটি মহিলাকে দেখলুম এবাড়িতে;—তিনিই আমাকে ওপরে পাঠিয়ে দিলেন। নাম বললেন,—মাধুরী দেবী। কে উনি ঠিক বুঝতে পারলুম না তো?

সুমিতা : আমি নিজেই এতদিনেও ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারিনি। এ-বাড়ির সঙ্গে ওঁর যে ঠিক কিসের সম্পর্ক, তাও জানি না। শুধু দেখেছি, এ-বাড়ির কর্তা যখন এখানে থাকেন, তখন তাঁর স্নানাহার ইত্যাদি সবকিছুরই তদারক করেন ঐ মাধুরী। এ-বাড়ির সব চাবি ওঁর আঁচলেই বাঁধা।

অম্বরীষ : কুমারবাহাদুরের কাছে শুনতে চাওনি ওঁর পরিচয় ?

সুমিতা : না। চাইনি।—আর, চাইলেই কি পাওয়া যায় সব ?

অম্বরীষ : বয়েসে তোমার চেয়ে খুব বড় বলে তো মনে হল না। পরিচয় হয়নি এখনো তোমার সঙ্গে ?

সুমিতা : পরিচয় ? কার সঙ্গেই বা পরিচয় হল এবাড়ির ? এই প্রকাণ্ড বাড়িটার সবকটা ঘরের সঙ্গেও আজো পরিচয় হয় নি আমার ;— মানুষ তো ছার। আজও জানতে পেলুম না, এর রান্নাঘরটা কেমন।

অম্বরীষ : জোর করে জান, জোর করে পরিচয় করে নাও,—এগিয়ে গিয়ে সবকিছু তুলে নাও হাতে করে।

সুমিতা : না চাইতেই সব কিছু দিয়ে দিয়ে তোমরাই যে ছেলেবেলা থেকে আমার বদ-অভ্যেস করে দিয়েছ অম্বরদা।

অম্বরীষ : তোমার সঙ্গে ঐ মাধুরী দেবীর একদিনও কোনো কথা হয়নি ?

সুমিতা : না।—প্রথম যেদিন বিয়ের কনে হয়ে এ-বাড়িতে এসে একটিও সমবয়সী মেয়েকে দেখতে না পেয়ে একলা বসে কান্না পাচ্ছে আমার, ঠিক সেই সময় এক গা গয়না আর ঐ রূপ নিয়ে আমার ঘরের দোরে এসে দাঁড়িয়ে মুচ্‌কি হেসে বললে,—পুতুলটি তো বেশ। তারপর সেই যে চলে গেল, এই ক'মাসে আর একবারো সামনে আসেনি আমার।

অম্বরীষ : ওঃ ! (আবহাওয়াটাকে এক লহমায় সহজ করে নেবার চেষ্টা করে)—যাক্‌গে, এ হয়েছে, সুমিতা, তোমার গানের স্বরলিপির খাতাগুলো এনেছ তো এখানে ?

সুমিতা : (ম্লান হেসে) গান ? এ-বাড়িতে ?

অম্বরীষ : হ্যাঁ। বাঃ ! তোমাকে গানের তালিম দেবার জন্যেই তো মাঝে মাঝে এখানে আসবার নেমন্তন্ন করেছেন কুমারবাহাদুর। তখন চিঠি পড়ে শোনালুম না তোমায় ?

সুমিতা : শুনেছি।—কিন্তু তবু আমি এখনো ভাবতেও পারছি না যে, —এ-বাড়িতে আমি গলা ছেড়ে গান গাইছি।

অম্বরীষ : (গভীর কণ্ঠে) সব কি মানুষ ভাবতে পারে ?—ভাবতে পেরেছিলে কি, তোমাকে এ-বাড়িতে আসতে হবে কোনোদিন ?

সুমিতা : (অম্বরীষের দিকে তাকাল) সেই ভাল। ভাবব না আর কিছু। এসো তুমি। কালই এসো। কিংবা পরশু। কিংবা যেদিন যখন তোমার খুশি।—তবে তাই হোক্। তাই হোক্। এনো তুমি স্বরলিপির খাতা।—আবার আমি গাইব, আবার আমি গাইব, এ-ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমার।

(বলতে বলতে বুকের ভেতরকার ব্যথা আর চোখের জলটাকে লুকোবার জন্য অম্বরীষের দিকে পিছু ফিরে দাঁড়াল সুমিতা—অম্বরীষও সুমিতার খানিকটা কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে কেমন ধরা-ধরা গলায় বলল,—)

অম্বরীষ : এ-ছাড়া আমারও আর উপায় নেই যে সুমিতা।

(এইটুকু বলে ফেলেই অম্বরীষ জোর কোরে নিজেকে সহজ করে নিয়ে বলল,—)

অম্বরীষ : আজকের মতন চললুম সুমিতা।—এ-বাড়িতে কেউ হাসে না বলছিলে না তখন ? দেখব, এ-বাড়ির সবাইকে আমি হাসাতে

পারি কি না। একদিন অন্তর আমি আসব। উঁ?—একা চুপচাপ বসে না থেকে রেডিওটা শুনলেও তো পার।

(রেডিয়োর চাবিটা খুলে দেয় অম্বরীষ। তারপর বলে,—)

অম্বরীষ: চললুম। পরশু আবার আসছি।

(সুমিতা সাড়া দিতে পারে না। অম্বরীষ চলে যায়। সুমিতা এবার বারান্দার রেলিং-এর ধারে একলা এসে দাঁড়ায়। এতক্ষণে বেতারে স্ত্রীকণ্ঠে বেজে ওঠে গ্রামোফোন-রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের গান,—"কত আর সেতু বাঁধি।")

ষষ্ঠ দৃশ্য

(কান্ত-প্রাসাদের পূর্ববর্ণিত সেই একতলার প্রশস্ত ঘর। রাত্রি। সুমিতাকে গান শিখিয়ে অম্বরীষ অন্দর-বাড়ি থেকে বার-বাড়িতে আসছে সিঁড়ির পাশের দরজাটা দিয়ে। বাইরের দিক থেকে শিউনন্দন সেই সময় অন্দর-বাড়ির দিকে যাচ্ছিল, অম্বরীষকে আসতে দেখে সেলাম ঠুকে বলল,—)

শিউনন্দন: আজ এত্না জল্‌দি জল্‌দি চলিয়ে যাচ্ছেন বাবুজী?

অম্বরীষ: বাড়িতে আমার বিষ্টুদা বোল্‌কে একজন হ্যায়, বুঝলে শিউনন্দন,—রোজ রোজ রাত্তির করে বাড়ি ফিরলে এবার কোন্‌দিন আমার পিঠে গুম্ করকে এক কিল বসায়গা সে।

শিউনন্দন: উন্‌হি আপনার বড়া ভাই আছেন?

অম্বরীষ: বড় ভাই হলে তো তবু রক্ষে ছিল গো,—এ হচ্ছে গিয়ে বড় জ্যাঠামশাই।—যাক, এ হয়েছে, তোমার গলার সেই খাঁশিটা আজ কেমন আছে বল?

শিউনন্দন : আচ্ছা আছে বাবুজী, বহুত কম্ আছে। যো দাওয়াই আপনি বাৎলেছেন, বহুৎ বড়িয়া দাওয়াই। লেকিন্ বাবুজী, উস্‌সে ভি বড়িয়া আপকো গানা।

অম্বরীষ : এই মরেছে! তোমাকেও গানে পেয়েছে?

শিউনন্দন : বাবুজী, সন্‌সারমে গানা তো সবকে লিয়েই আছে। এ কয়রোজ আপ্ আসছেন, গানা গাইছেন, বৌরাণী ভি গানা গাইছেন,—ইয়ে মোকান্ তো জিন্দা মালুম হচ্ছে। ফির্ আপ্ চলে যায়, গানা বন্ধ হয়ে যায়, বৌরাণী ভি চুপ্‌সে বৈঠে রহে,—ইয়ে কোঠী, ইয়ে মকান্ ভি তব্ মুর্দা মালুম পড়ে। আচ্ছা নেহি লাগে বাবুজী।—আচ্ছা বাবুজী, নমস্তে।

অম্বরীষ : ঠিক আছে।

শিউনন্দন : কল্ ফির আইয়ে গা তো বাবুজী?

অম্বরীষ : (হেসে) হ্যাঁ গো, আসব।

(শিউনন্দন সিঁড়ির পাশের দরজা দিয়ে অন্দর-বাড়ির দিকে চলে গেল। অম্বরীষ বাইরের দিকে যাচ্ছে, এমন সময় অন্দর-বাড়ির দিক থেকে একটা শান্তিনিকেতনী থলে নিয়ে ডাকতে ডাকতে ঢুকল শ্রীনিবাস।)

শ্রীনিবাস : বাবু, বাবু,—

অম্বরীষ : (ফিরে) কী রে?

শ্রীনিবাস : এইটে পাঠিয়ে দিলেন বৌরাণী। তাঁর ঘরে ফেলে এসেছিলেন।

অম্বরীষ : (নিতে নিতে) ভুলেই গিয়েছিলুম রে। কাল কী করেছিলুম জানিস না তো, জুতোটায় পা না গলিয়েই চলে আসছিলুম তোদের বৌরাণীর ঘর থেকে।

শ্রীনিবাস : গেইয়ে-বেজিয়ে মানুষদের ভুল ওরকম হয়েই থাকে বাবু।

অম্বরীষ : তাই নাকি ?

শ্রীনিবাস : আজ্ঞে হ্যাঁ। ও একেবারে হতেই হবে। ও আমি সব জানি। আমার তিনপুরুষ গেইয়ে-বেজিয়ে কি না।

অম্বরীষ : তাই নাকি ?

শ্রীনিবাস : হ্যাঁ বাবু। আমার ঠাকুর্দা ছেল আপনার, ভূষণ কবিয়ালের দলের ডুগি-বাজিয়ে। তার ডুগি শুনলে পরে বুকের মধ্যে ভাতের ফ্যান্ ফোটার মত টগাবগ্-টগাবগ্ শব্দ হত মান্সের।

অম্বরীষ : আচ্ছা !

শ্রীনিবাস : হ্যাঁ বাবু। আর আমার বাবা ? ওরে বাপরে বাপ, রাত্তিরে তার মুখের সামনে কেউ যদি দইয়ের ভাঁড়টি ধরেছ তো ব্যাস্ ! চড়ের চোটে মুণ্ডু একেবারে ঘুরিয়ে দেবে তার।

অম্বরীষ : কেন ?

শ্রীনিবাস : রাত্তিরে দই খেলে গলা বসে যাবে না ?

অম্বরীষ : (অতিকষ্টে হাসি চেপে) ঠিক। তা' হ্যাঁরে চিনিবাস, তুইও ভুল করিস খুব ?

শ্রীনিবাস : করি না আবার ? বাপ্রে ! একবার সরষের তেলের বদলে ভুল করে টিন্চের-আইটিন্ টেনেছিলুম নাকে।

অম্বরীষ। (সিগারেট ধরাতে ধরাতে) তারপর ?

শ্রীনিবাস : পুরো দেড়টি বছর অপিদেব্ তার গলায় কথা বলেছি।

অম্বরীষ : (হেসে) কী হল ? কী হল ?—বুঝলুম না ঠিক।—অপিদেব্ তার গলায় কথা বলেছিস মানে ?

শ্রীনিবাস : (নাকিস্বরে) মানে,—এঁই যেঁ, কেঁমঁনঁ আঁছঁ ? ভাঁলঁ আঁছিঁ। ঐঁ মাঁছঁটা কঁত কঁরে কিঁনঁলেঁ ?...

(অম্বরীষ হেসে ওঠে হো-হো করে। সেই ফাঁকে "আসছি বাবু" বলে পালায় শ্রীনিবাস অন্দর-বাড়ির দিকে এবং সিঁড়ির

মাঝ বরাবর থেকে সেই মুহূর্তে মাধুরীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে,—)

মাধুরী : শুনুন।

(যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে অম্বরীষ। মাধুরী সিঁড়ি দিয়ে নেমে অম্বরীষের সামনে এসে দাঁড়ায়।)

মাধুরী : না ডাকলে দেখা করতে নেই বুঝি ?

অম্বরীষ : না-না, তা কেন ?

মাধুরী : ডেকে ডেকে তবে তো দেখা পেলুম তিন দিন। একদিনও তো যেচে দেখা করলেন না। ভারি লাজুক কিন্তু আপনি। কই, চলুন ওপরে আমার ঘরে।

অম্বরীষ : আজ একটু রাত হয়ে…

মাধুরী : (হেসে) ওটা খাটল না। অন্যদিনের চেয়ে আজ আপনার অনেক সকাল সকাল গান শেখানো হয়ে গেছে।—আচ্ছা মশাই আচ্ছা, আমার ঘরে যেতে হবে না,—দাঁড়িয়ে না থেকে এখানেই নাহয় বসুন একটু।

(অম্বরীষ বসল। মাধুরী বসল গিয়ে তফাতের ইজিচেয়ারটায়।)

মাধুরী : আচ্ছা, আমি কি বাঘ না ভাল্লুক ? আমাকে এমন এড়িয়ে চলেন কেন বলুন তো ?

অম্বরীষ : (হেসে) বাঘ-ভাল্লুকের চেয়ে আরশোলা-টিকটিকিতে আমার কিন্তু বেশি ভয়।

মাধুরী : (হেসে) আমি কোন্‌টা ? আরশোলা না টিকটিকি ?

(অম্বরীষ নীরব)

মাধুরী : (ঢং কোরে) বেশ মশাই বেশ,—ভাল করে আলাপ-পরিচয় হতে না হতেই একটা মেয়েকে আরশোলা-টিকটিকি এইসব যা-তা গালাগাল দিয়ে বসলেন।—খুব ভদ্দরলোক।

অম্বরীষ : ছোটবেলায় আমার এক মাষ্টারমশাই ছিলেন, আদর্শবাদী মাষ্টারমশাই। তিনি আমাকে গোটাকতক গালাগাল শিখিয়েছিলেন।

মাধুরী : মাষ্টারমশাই গালাগাল শেখাচ্ছেন? ভারি মজার কথা তো!—তা আরশোলা আর টিকটিকি বুঝি তারই মধ্যে দুটো?

অম্বরীষ : না। এলাটিং আর বেলাটিং।

(হেসে উঠল মাধুরী।)

অম্বরীষ : হাসবেন না। মানে, মাষ্টারমশাইয়ের বোধহয় প্ল্যানটা ছিল এই যে, ঝগড়ার মাথায় ছেলেরা গালাগাল একটা খুঁজবেই। তাই তাঁর ছাত্র উল্লুক-গাধা-বাঁদর ইত্যাদি ব্যবহার করবার আগেই তার মুখে নিতান্ত নিরীহ এলাটিং-বেলাটিং গুঁজে দিলেন।

(বলে হেসে উঠল নিজেই অম্বরীষ। সেই সঙ্গে মাধুরীও। হাসতে হাসতেই অম্বরীষ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলল,—)

অম্বরীষ : আচ্ছা, চলি।

মাধুরী : (উঠে দাঁড়িয়ে) আমাকে কিন্তু একটা গান শেখাতে হবে। বলুন শেখাবেন?

অম্বরীষ : আচ্ছা! আপনি গান গাইতে পারেন নাকি?

মাধুরী : পারি কিছুকিছু।

অম্বরীষ : প্রায় দিন পনের এ-বাড়িতে আসছি,—কই শুনতে পাইনি তো কোনোদিন।

মাধুরী : (হেসে) গান কেন? আমার কোনো কথাও কি কোনোদিন শোনবার চেষ্টা করেছেন?—যাক্, বলুন শেখাবেন?

অম্বরীষ : বেশ তো!

মাধুরী : স্মিতাকে আজকে যে গানটা দিয়েছেন, ঐ গানটা। ঐ যে 'আপেল রাঙা কপোল্‌ তোমার টোল্‌ খেয়ে যায় লজ্জাতে।' —ঐটা।

অম্বরীষ : দেখুন, যে-ছাত্রীটিকে গান শেখাচ্ছি, তার দক্ষিণাটাই এখনো আদায় করতে পারিনি কুমারবাহাদুরের কাছ থেকে। আবার নতুন ছাত্রী ধরতে ভরসা পাচ্ছি না ঠিক।

মাধুরী : আমার কাছ থেকে ভাল দক্ষিণাই পাবেন।

অম্বরীষ : পেশাদার লোক আমরা ;—আন্দাজটা পেলে খুশি হতুম।

মাধুরী : যা পাবার আশায় স্মিতা দেবীকে গান শেখাতে আসছেন,—চাইলে আমার কাছ থেকে হয়ত তার চেয়ে অনেক বেশি পেতে পারেন।

অম্বরীষ : (মাধুরীর কথাটার গূঢ় অর্থটা বোঝবার চেষ্টা কোরে) —ওঃ! (একটু থেমে হাতজোড় কোরে।)—আচ্ছা।

(দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেল অম্বরীষ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(সকাল। সুমিতার ঘরের সামনের সেই পূর্ববর্ণিত ঢাকা বারান্দা। বেতের চেয়ারে ব'সে সুমিতা সোয়েটার না কি একটা বুনছিল। পরণে তার বাঘরঙা হলুদে শাড়ি। শ্রীনিবাস একটা ঝাড়ন নিয়ে এটাওটা ঝাড়পোঁছ করছিল,—নিচে মোটরের হর্ন শুনতে পেয়ে বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকিয়েই বলে উঠল,—)

শ্রীনিবাস : হুজুরের গাড়ি বৌরাণীমা।

সুমিতা : সে কী চিনিবাস, এরই মধ্যে শিকার থেকে ফিরে এলেন তোমাদের হুজুর! এত তাড়াতাড়ি তো ফেরেন না কখনো শুনেছি।

শ্রীনিবাস : তাই তো অবাক লাগছে মা।—দপ্তরে চিঠি নেই, খবর নেই,—এমনকি কর্তামা পর্যন্ত কোনো খবর জানেন না,—হঠাৎ ঝুম্ করে এসে পড়লেন!—এমন তো হয় না কখনো।

সুমিতা : (হাতের কাজ থামিয়ে) কেন এমনটা হল বল তো?—হ্যাঁ চিনিবাস, উনি সুস্থ শরীরে ফিরেছেন তো? ছাখো, ছাখো ভাল করে। তুমি নিচে গিয়ে খবর জেনে এস বরং।

(বলতে বলতে সুমিতা নিজে উঠে এসে দাঁড়ায় বারান্দার রেলিঙের ধারে।)

শ্রীনিবাস : (বারান্দা থেকেই দেখতে দেখতে) না, না,—ঐ তো, ঐ তো হুজুর নামলেন গাড়ি থেকে। ঐ দেখুন,—হুজুরকে এমন

হঠাৎ আসতে দেখে বার-বাড়ির দোতলার বারান্দায় কর্তামাও কেমন অবাক হয়ে গেছেন।—হুজুরের ফেরবার খবর সবার আগে কর্তামার কাছেই আসত কি না অন্ত-অন্তবাব।

সুমিতা : তাই বুঝি ?

শ্রীনিবাস : হ্যাঁ।—ফিরে এসেই সবার আগে দোতলায় কর্তামাব ঘরে গিয়ে বাদামের সরবৎ খেতে খেতে গল্প করেন শিকারের। তারপর, ……আমি চলি মা, এক্ষুণি ডাক পড়বে কর্তামার।

(শ্রীনিবাস চলে গেল। সুমিতা আরো কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল রেডিওটাকে খুলে দিয়ে। ভেসে এল রবীন্দ্রনাথের গান—"পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে।"—গানের কিছুটা হতে না হতেই শিকারের পোশাকেই ধীর পদক্ষেপে হেমদাকান্ত এসে ঢুকলেন বারান্দায়। দাড়ালেন। রেডিওটাকে বন্ধ করে দিয়ে বসলেন। রেডিওটাকে হঠাৎ বন্ধ হতেই সুমিতা বেরিয়ে এল ঘর থেকে, এবং হেমদাকান্তকে দেখে চমকে উঠল মনে মনে।)

হেমদাকান্ত : আশ্চর্য হচ্ছ সুমিতা আমাকে দেখে ?—বাইশ দিন পরে কলকাতায় ফিরে পোশাক বদল না করেই একেবারে সটান্ তোমার ঘরে।—নিজেরই আশ্চর্য লাগছে।

সুমিতা : না, না, তা কেন। আশ্চর্য কেন হব ?

হেমদা : আমি জানি সুমিতা, হচ্ছ। সবাই হচ্ছে। নিচের লোকজনদের মুখগুলো যদি দেখতে পেতে এখন,—তাহলে দেখতে, চোখগুলোকে বড় বড় করে তারা এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

সুমিতা : কেন ?

হেমদা : কেন ?—নিচের উঠোনে দাঁড়িয়ে মরা জানোয়ারের চামড়া ট্যান্ করতে পাঠাবার হুকুম না দিয়ে হেমদাকান্ত কোনোদিন অন্দরে ঢোকেনি। ওদের মনিবের জীবনে এ-অনিয়ম এই প্রথম ঘটল।

স্মিতা : তাই বুঝি?—তোমার অতীতের সঙ্গে তো পরিচয় নেই আমার।

হেমদা : (ম্লান হেসে) বর্তমানের সঙ্গেই বা কতটুকু!—জান স্মিতা, তিন দিন তিন রাত্তির হাতির পিঠে চড়ে' কেওঞ্জরগড়ের জঙ্গলে একটা বাঘিনীর পিছনে ঘুরেছি, তবু তার হদিস্ পাইনি। জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের ফাঁকেফাঁকে তার হলুদ-কালোয় ডোরা-ডোরা দেহটা মাঝে মাঝে দেখতে পেয়েছি চকিতের জন্যে। বন্দুক তোলবার আগেই সে উধাও হয়ে গেছে।—আজ বাড়ির দেউড়িতে পা দিয়েই চোখে পড়ল, তিনতলার বারান্দায় তুমি দাড়িয়ে আছ,—সবুজ লোহার রেলিঙের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে তোমার বাঘরঙা হলুদে শাড়ি।—সটান্ ওপরে চলে এলাম।

স্মিতা : কিন্তু বন্দুকটা যে ফেলে এলে নিচে। (বলেই সম্পূর্ণ অন্য স্বরে বলল)—শরীর ভাল আছে তো?

হেমদা : (ক্লান্ত স্বরে) মন্দ নেই।—তুমি কেমন আছ?

স্মিতা : খুব ভাল আছি। তুমি তো এসময় বাদামের শরবৎ খাও। করে আনি?

হেমদা : জেনে ফেলেছ?

স্মিতা : হ্যাঁ। একটু আগেই চিনিবাস বলছিল কি না।

হেমদা : জেনে নাও, জেনে নাও।—যদি পারো, আমার সবকিছু জেনে নিয়ে আমাকে···আমাকে আমার এই······আমার অনেক ত্রুটি, অনেক অসংলগ্নতা···যদি পারো······

স্মিতা : এখন কথা থাক্। তোমাকে বড় ক্লান্ত লাগছে।

হেমদা : ক্লান্ত? (চোখ বুজে কী যেন ভাবলেন। তারপর চোখ খুলে) সেই গানের আসরের পর তোমার গান আর কোনোদিন

শোনাই হল না। যদি কষ্ট না হয়, বিরক্তি না আসে, একদিন আমাকে একা বসে গান শোনাবে ?

সুমিতা : তুমি বললেই শোনাই। এর আগে বলনি তো কোনোদিন। —তোমার বাদামের শরবৎটা করে আনি ?

হেমদা : (চোখ বুজে কিসের যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে) উঁ ?—সুমিতা তুমি রাঁধতে জান ?

সুমিতা : গরীবের ঘরের মেয়ে আমি। জানি বৈকি কিছু কিছু।

হেমদা : যদি কষ্ট না হয়, একদিন নিজে হাতে রেঁধে আমায় খাইয়ো তো। আমার ছোটবেলায় মা শখ্ করে রাঁধতেন।—ছাঁচি কুমড়োর সুক্তো, বড়িবেগুন ভাতে, ভেট্‌কিমাছের ঘণ্ট।—কতকাল যে এমন খাইনি।

সুমিতা : যদি বলো, আজই খাওয়াই তোমায় রেঁধে।

হেমদা : আজই ? (কী যেন ভাবলেন। তারপর বড় একটা নিশ্বাস ফেলে বুকটাকে হাল্কা করে নিয়ে)—সেই ভাল, সেই ভাল,—তাই হোক্। আজই কর। আজ থেকেই রুচি-বদল হোক।

সুমিতা : চলো। ঘরের ভেতরে ঠাণ্ডায় গিয়ে বসবে চল। এদিকে রোদ এসে পড়বে এখনি। তোমার কষ্ট হবে।

হেমদা : ও !—আচ্ছা।

(উঠলেন হেমদাকান্ত। ধীরে ধীরে ঢুকলেন গিয়ে ঘরের মধ্যে। সুমিতা বারান্দা থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাক দিল,—)

সুমিতা : শ্রীনিবাস, শ্রীনিবাস, চট্ করে একবার ওপরে এস তো।

(বলেই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল একবার সুমিতা। পরক্ষণেই দরজার পর্দাটা ভাল করে ছড়িয়ে দিয়ে বারান্দায় এসে পৌঁছতেই শ্রীনিবাস এসে ঢুকল।)

সুমিতা : এই যে চিনিবাস। বাদাম বাটতে হবে যে।

শ্রীনিবাস : বাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে বোধহয় বৌরাণীমা। হুজুরের গাড়ির আওয়াজ পেয়েই শিউনন্দন বাটতে বসে গেছে।

সুমিতা : ঠিক আছে। আমি গিয়ে শরবৎ করে নিয়ে আসছি। আর, রান্নাঘরের মিশীরকে বলে দিও যে, বাবুর রান্না আজ আমিই রাঁধব, —সে যেন কিছু না চড়ায়। আর তুমি একটু আমার কাছে কাছে থেকো চিনিবাস।—তোমাদের বাবু কি-কি খেতে ভালবাসেন জানা আছে তো তোমাদের।

শ্রীনিবাস : তা' আর জানা নেই বৌরাণীমা!

সুমিতা : ঠিক আছে। তুমি চলে যাও তাহলে রান্নাঘরে। আর শোনো,—হুজুরের চানের জল তিনতলায় আমার গোসলখানায় দিয়ে যেতে বল কাউকে। আমি শরবৎটা নিয়ে আসি ততক্ষণ।

(সুমিতা ও শ্রীনিবাস চলে যায়। যাবার সময় রেডিওটাকে আবার খুলে দিয়ে যায় সুমিতা।—বেজে ওঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত,—"বঁধু কোন্ আলো লাগল চোখে।" একটু পরে শ্রীনিবাস এবং শিউনন্দন এসে ঢোকে। শ্রীনিবাস বারান্দার একধারে দাঁড়িয়ে পড়ে। শিউনন্দন ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। শ্রীনিবাস এবার দরজার পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে একবার উঁকি মেরে যেদিক দিয়ে এসেছিল, সেই দিকেই প্রস্থান করে আবার। গান তখনো চলেছে।

তারপরেই ফলের থালা এবং বাদামের শরবৎ নিয়ে সুমিতা এসে ঢুকে যায় ঘরের মধ্যে। বেরিয়ে আসে তখনই। ম্লান মুখ তাকায় এদিক-ওদিক। রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে ডাকে,—)

সুমিতা : শ্রীনিবাস।—শ্রীনিবাস।

(শ্রীনিবাস এসে ঢোকে আবার।)

সুমিতা : তোমাদের হুজুর কোথায় গেলেন জান? ঘরের মধ্যে, ওদিকের ছাতে, কোথাও দেখতে পেলুম না তো?

শ্রীনিবাস : শিউনন্দন এইমাত্র এসে খবর দিলে যে, বাবুর চানের জল বার-বাড়ির দোতলার বাথ্‌রুমে দেওয়া হয়েছে। আর জলখাবার গোছানো হয়েছে কর্তমার ঘরে। কর্তামা ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁকে।

সুমিতা : ওঃ! –তাই বুঝি ?

শ্রীনিবাস : হ্যাঁ বৌরাণীমা,—একটু আগেই পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন হুজুর।

সুমিতা : ওঃ!—ঠিক আছে, ঠিক আছে।—এই এগুলো তুমি খাবার-ঘরে নামিয়ে নিয়ে যেয়ো তো চিনিবাস।

(কোনো কথা না বলে শ্রীনিবাস ফল ও শরবৎ নিয়ে চলে গেল। সুমিতা একলা চুপচাপ দাঁড়াল বারান্দায়। একটু পরেই মিশীর অর্থাৎ হিন্দুস্থানী পাচক এসে দাঁড়াল।)

মিশীর : বহুমা।

সুমিতা : ওঃ, মিশীর ?

মিশীর : বাবুর খানা আজ আপনি বানাবেন বহুমা ?

সুমিতা : য়্যাঁ ?—না মিশীর, না। শেষ পর্যন্ত আর একটুও দরকার হল না আমাকে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সকাল। মাধুরীর ঘরের সংলগ্ন বসবার ঘর। একধারে একটা আর্সি লাগানো ড্রেসিং টেবল্। ঘরের মাঝ বরাবর একটা টেবলের উপর মস্ত একটা গড়গড়া বসানো। লম্বা তার নল। টেব্লের আরেক পাশে রুপোর ট্রের উপর পাথরের গ্লাসে বাদামের সরবৎ রাখা। ঘরের পিছন দিকে একটা খোলা জানালা আছে। ঘরের একধারে কিছুর উপর একটা গ্রামোফোন আছে। ড্রেসিং টেব্লের পাশেই একটা টেবল্ফ্যান।

মাধুরী ঢুকল। হাতে তার একখানা কুঁচোনো ধুতি, গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি, আর একখানা ধব্‌ধবে তার্কিশ তোয়ালে। পিছু পিছু ঢুকল শিউনন্দন একজোড়া জরির কাজ-করা সাদা চটি এবং ছড়ি হাতে নিয়ে।)

মাধুরী : চটিজোড়া চেয়ারের তলায় রাখ্। ছড়িটা টেব্লের ওপর। (শিউনন্দন যথাস্থানে রাখবার পর) হ্যাঁ, ঠিক আছে।—আমার গোসলখানায় গরম জল দিয়েছিস ?

শিউনন্দন : জী।

মাধুরী : গরম আর ঠাণ্ডা জল আলাদা করে রাখতে বলেছিস তো রঘুয়াকে।

শিউনন্দন : জী হাঁ।

মাধুরী : রামভজনকে বলিস, গোসলখানার দরজার কাছে থাকতে। যদি তেল মাখতে চান, তেল মাখাবে।—বুঝলি ?

শিউনন্দন : জী ঠিক্।

মাধুরী : (ধুতি, পাঞ্জাবি, আর তোয়ালে দিয়ে) এগুলো নিয়ে যা। রঘুয়াকে বলিস গোসলখানার আলনায় টাঙিয়ে রাখতে। আর,

ওকে একটু দেখে নিতে বলিস তো, আমলা আর তিল তেলের দুটো বোতলই গোসলখানায় ঠিক আছে কি না।

শিউনন্দন : জী।

(কাপড়-জামা-তোয়ালে নিয়ে চলে যায় শিউনন্দন। মাধুরী এবার ড্রেসিং-টেবলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। নিজেকে ছাখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। পাউডার পাফ্ নিয়ে নাকের ওপর ঘসে নেয় বার কয়েক। হাত দিয়ে মাথার চুলটাকে ঠিকঠাক্ করে নেয়। তারপর গ্রামোফোনটার কাছে গিয়ে তাতে যে রেকর্ডটা আগে থাকতেই লাগানো ছিল, তার ওপর সাউণ্ডবক্সের পিন্‌টা ছুঁইয়ে দেয়।

বেজে ওঠে গান। আনন্দের গান। খুশির গান। মাধুরী শোনে দাঁড়িয়ে। গানটার দুটো লাইন শুনেই সাউণ্ডবক্স উঠিয়ে নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে বলে,—)

মাধুরী : রাখোর মা,—পান সাজা হয়ে গেলে ডিবেটা পাঠিয়ে দিও আমার ঘরে।

(জানালার কাছ থেকে ফিরে এসে মাধুরী আবার গ্রামোফোন রেকর্ডটাকে গোড়া থেকে বাজাতে সুরু করল এবং নিজে ড্রেসিং টেব্‌লের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে লাগল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। একটু পরেই আয়নার ভিতর দিয়েই শ্রীনিবাসকে ঘরে ঢুকতে দেখে পিছু ফিরে শ্রীনিবাসের দিকে তাকিয়ে বলল,—)

মাধুরী : কী রে শ্রীনিবাস ?

শ্রীনিবাস : আজ্ঞে…ঐ…ঐ গড়গড়াটা নিতে এলুম কর্তামা।—হুজুর চাইলেন।

(ভাল করে কথাটা শুনতে না পেয়ে মাধুরী গ্রামোফোন-রেকর্ডটা বন্ধ করে দিয়ে বলল,—)

মাধুরী ঃ　শুনতে পেলুম না ঠিক।　কী বললি ?

শ্রীনিবাস ঃ　ঐ গড়গড়াটা নিতে এলুম কর্তমা।—হুজুর চাইলেন।

মাধুরী ঃ　হুজুর ?　কোথায় তিনি ?　শিউনন্দন গিয়ে বলেনি যে আমি ডাকছি ?

শ্রীনিবাস ঃ　আজ্ঞে হ্যাঁ।—সেই শুনেই তো তিনতলা থেকে নিচে নামলেন···তারপর দোতলায় না দাঁড়িয়ে সটান একেবারে একতলার সদরঘরে নেমে গেছেন।　ওর চানের জল নিচের গোসলঘরে, আর গড়গড়াটা সদরঘরে নামিয়ে দিতে হুকুম করেছেন।

মাধুরী ঃ　ওঃ !—ঠিক আছে।　(পরাজয়ের উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে)—নিয়ে যা নামিয়ে, সব নিয়ে যা।

(শ্রীনিবাস গড়গড়া নিয়ে বেরিয়ে গেল।　মাধুরী টেবলফ্যানটা ফুলস্পীডে খুলে দিয়ে দাঁড়াল তার সামনে।　তার চুল উড়ছে, শাড়ি উড়ছে, তবু তার বুকের ভেতরকার উত্তেজনাটা শান্ত হচ্ছে না কিছুতেই।

এই সময় শিউনন্দন ঢুকল পানের ডিবে হাতে নিয়ে।　পানের ডিবেটা টেব্‌লের উপর রেখে সে চলে যেতেই মাধুরী টেব্‌লের ওপর থেকে পানের ডিবেটা তুলে নিয়ে মেঝেতে সজোরে আছড়ে ফেলে নিজে টেব্‌লে মাথা দিয়ে কাঁদতে লাগল ফুলেফুলে।)

তৃতীয় দৃশ্য

(সন্ধ্যা। কান্তপ্রাসাদের পূর্ববর্ণিত সেই প্রশস্ত ঘর। কুমারবাহাদুর এবং সুধীর ডাক্তার ঢুকলেন। কুমার হেমদাকান্ত ক্লান্ত অবসন্নভাবে একটা চেয়ারে বসে বললেন,—)

হেমদা : বোসো সুধীর।

সুধীর : (বসতে বসতে) তা' বসছি। কিন্তু তুমি সারাক্ষণ যেরকম গুম হয়ে রয়েছ, তাতে আমার আসল কথাটা বলতে তো ভরসাই পাচ্ছি না। শুনলুম আজ শিকার থেকে ফিরে এসে তুমি নাকি চান করেই বেরিয়ে গিয়েছিলে আবার গাড়ি নিয়ে ?

হেমদা : হ্যাঁ। এই তো খানিক আগে ফিরলুম।—আজ অনেকদূর গিয়েছিলুম। সেই পিটুলির রাধাশ্যামের মন্দিরের দিকে। আমাদের পূর্বপুরুষদের নামলেখা পাথরগুলো দেখতে বড ভাল লাগছিল।—জানো সুধীর, কতদিন পর আজ আবার মাকে মনে পড়ে গেল।—ওঃ, নিজের কথাই বলছি, তোমার কথাটাই শোনা হচ্ছে না।

সুধীর : কিছু না। আমার কথাটা খুবই সংক্ষিপ্ত ; এবং এমনকিছু তাড়া নেই আমার।—বলো। তোমারটাই শুনি।

হেমদা : তখন আই-এস-সি পরীক্ষা দিচ্ছি। ফিজিক্সের পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে এসে ছট্‌ফট্ করছি বিছানায় শুয়ে। মাথার মধ্যে যেন কিসের বোঝা, কিসের যন্ত্রণা। ওডিকোলোন ঢেলেও ঠাণ্ডা হয় না মাথা। কিছুক্ষণ পর ঠাকুরঘরের কাজ সেরে মা এসে বসলেন মাথার কাছে,—দক্ষিণের জানলাটা নিজে হাতে দিলেন খুলে,—দুধের মতন সাদা নরম হাতখানি রাখলেন মাথায়,—এক মাথা চুলের মধ্যে তাঁর চাঁপার কলির মত আঙুলগুলো দিলেন বুলিয়ে।—সে কী

অপূর্ব আরাম! সে কী অপরিসীম শান্তি!—সুধীর, যার সংস্কার করে দেওয়া ঐ রাধাশ্যামের মন্দিরের চাতালে ব'সে আজ আমি ছেলেমানুষের মত কেঁদেছি।

সুধীর : কিসের তোমার কষ্ট?

হেমদা : আমি অসুস্থ সুধীর।

সুধীর : কিচ্ছু না। দেহে তোমার কোনো অসুখ নেই। তোমার সমস্ত অসুখটাই হচ্ছে মনের। কিংবা আরো ভাল করে বলতে গেলে মনের ভুলের।

হেমদা : তুমি তো সার্জারীও কর। ঐ…ঐ মন নামক বস্তুটাকে দেহ থেকে অ্যাম্পুটেট্ করে বাদ দেওয়ার কোনো উপায় নেই ডাক্তার?

সুধীর : এই করতে করতে একদিন তুমি দেখছি মেলাঙ্কোলিয়ায় ভুগবে।

হেমদা : আর, মেলাঙ্কোলিয়া থেকে একদিন মেণ্টাল ডিরেঞ্জমেণ্ট্।—আমার ঠাকুর্দা নাকি ঠিক এইভাবেই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন শুনেছি।

সুধীর : তোমার এই ভুল ধারণাটা ত্যাগ কর দিকি হেমদা।—ঠাকুর্দা পাগল হলেই নাতি পাগল হবে, কে বলেছে এ কথা?

হেমদা : এ-বংশে তাই যে হয়ে চলেছে।—আর, আমি বেশ টের পাচ্ছি, ঘটনাগুলোও যে ঠিক সেই দিকে টেনে নিয়ে চলেছে আমাকে।

সুধীর : আচ্ছা, আজ তুমি কতদিন পর শিকার থেকে ফিরলে, কোথায় হৈ-হৈ করে শিকারের গল্প করবে,—তা নয় যতসব মনগড়া আজগুবি ভাবনা নিয়ে…শোনো, শোনো,—আমি আজ তোমার কাছে যে জন্যে এসেছি, সেই কথাটাই বলে নিই আগে। (হাতঘড়ি দেখে) হাতে আবার রুগী আছে দুটি।—শোনো, সোমবার আমাদের সেই

ছোট্ট হাসপাতালটার বার্ষিক উৎসব। বুঝলে?—এই ছোটোখাটো নাচ-গান-ম্যাজিকের একটা মামুলি ব্যবস্থা আর কি। যেমন হয় প্রতিবছর। এবারে সেই সঙ্গে হাসপাতালের স্পোর্টসের প্রাইজগুলোও দেওয়া হবে।—তা তোমাকে ভাই সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করতে হবে।

হেমদা : দ্যাখো সুধীর…

সুধীর : (হাত তুলে হেমদাকে থামিয়ে) কোনো কথা নয়। আর, মিসেস হেমদাকান্ত উইল গিভ্ অ্যাওয়ে দি প্রাইজেস্।

হেমদা : সুমিতা!

সুধীর : হ্যাঁ। সুমিতা দেবী পুরস্কার বিতরণ করবেন।—উঁহু-হু, বলেছি তো আগেই, কোনো কথা নয়। আমাদের ঐ ছোট্ট হাসপাতালটার জন্যে দয়া করে আমরা তোমার কাছ থেকে অনেক টাকার সাহায্য নিয়েছি। কাজেই তোমার ওপর এটুকু জোর হাসপাতালটার নিশ্চয়ই আছে। (হাতঘড়ি দেখে) চললুম আজ। —যথাসময়েই মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্র পাবে।

(বলতে বলতে সুধীর ডাক্তার যখন ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়েছেন, হেমদাকান্ত আরেকবার চেষ্টা করেন,—)

হেমদা : শোনো সুধীর, আমার—

সুধীর : (দরজার কাছে থেকে, হেমদার দিকে ফিরে না তাকিয়েই) বলেছি তো, কোনো কথা নয়।

(সুধীর ডাক্তার চলে যান। হেমদাকান্ত একা বসে থাকতে থাকতে পকেট থেকে চুরুটের কেস্ বের কোরে একটা চুরুট ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা টেব্‌লের উপরকার অ্যাশ্‌ট্রেতে ফেলতে গিয়ে দেখতে পেলেন অ্যাসট্রেতে একটা আধপোড়া সিগারেট।)

হেমদা : (গোড়ায় আস্তে) কে আছিস? (হঠাৎ জোরে) কে আছিস এখানে?

(শ্রীনিবাস এসে ঢোকে)

হেমদা : আমার এই অ্যাশ্‌ট্রেতে সিগারেট কোথা থেকে এল?

(ঠিক এই মুহূর্তে সিঁড়ির মাথার এসে দাঁড়ায় মাধুরী। বলে,—)

মাধুরী : তুই যা শ্রীনিবাস। আমি বলছি।

(শ্রীনিবাস চলে যায়। মাধুরী নেমে এসে দাঁড়ায় হেমদাকান্তর সামনাসামনি। হেমদাকান্ত মাধুরীর দিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকেন চুপচাপ।)

মাধুরী : সকালে দেখা পাওয়া গেল না যে?

হেমদা : সুমিতা শিউনন্দনকে ডেকে জল রাখতে বলেছিল তিনতলায়।

মাধুরী : আমিই বারণ করেছিলুম।

হেমদা : কেন?

মাধুরী : এতকাল যা হয়েছে, আজও তাই হবে বলে।

হেমদা : এতকাল সুমিতা ছিল না।

মাধুরী : আমাকে এখানে বেঁধে আনা হয়েছিল।

হেমদা : আমার একদিনের সেই হঠাৎ অপরাধের জের তো আজও টেনে চলেছি তাই। এ-বাড়ির সবকিছুই তো আজও তোমার হুকুমেই চলে।

মাধুরী : আজও সেটা ঠিক চলে কিনা জানবার জন্যেই আপনার চানের জল আমার দোতলার গোসলখানায় আনতে বলেছিলুম। —যাক্, আপনার অ্যাশ্‌ট্রেতে সিগারেট এলো কোথা থেকে জানতে চাইছিলেন না? ও সিগারেটটা অম্বরীষবাবুর।

হেমদা : অম্বরীষবাবু!

মাধুরী : হ্যাঁ। সুমিতা দেবীর বাড়ির সামনেকার খ্যাতনামা সুরকার শ্রীঅম্বরীষ রায়। সুমিতাকে গান শেখান। প্রায় রোজই আসেন। আজও এসেছেন।

হেমদা : কবে থেকে আসছেন ?

মাধুরী : আপনি যেদিন শিকারে গেলেন, তার পরদিন থেকেই।

হেমদা : হঠাৎ এমনি এলেন, না, ডেকে পাঠানো হয়েছিল ?

মাধুরী : ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব ?

হেমদা : আঃ! যা বলবার বলো।

মাধুরী : যদি বলি আমিই চিঠি দিয়ে অম্বরীষবাবুকে ডাকিয়ে আনিয়েছিলুম ?

হেমদা : বিশ্বাস করব না।

মাধুরী : সত্যিই আমি। (হেমদাকান্তের গায়ে হাত দিয়ে) গা ছুঁয়ে বলছি।

হেমদা : (হাতটা সরিয়ে দিয়ে) তুমি!

মাধুরী : হ্যাঁ। অবশ্য চিঠির তলায় নামটা লিখেছিলুম আপনারই।

হেমদা : আমার নামে চিঠি দিলে তুমি ? (উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ান।)

মাধুরী : হ্যাঁ ;—নিজের নামে চিঠি লিখি কি করে বলুন ? কী পরিচয় লিখব ?

(উত্তেজনায় পায়চারি করতে করতে হেমদাকান্ত বলেন,—)

হেমদা : চিঠি লেখবার প্রয়োজনই বা কী ঘটেছিল ? আমার অনুমতি নেবার জন্যেই বা অপেক্ষা করা হয়নি কেন ?

মাধুরী : আপনি শিকারে যাবার আগে বলেছিলেন,—সুমিতা দেবীর জন্যে একটা গ্রামোফোনেডিয়ো কিনে ওপরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে।

হেমদা : হ্যাঁ ;—ও একা থাকে, সঙ্গী নেই, গান ভালবাসে ;—তাই।

মাধুরী : গ্রামোফোনের বদলে তাই অম্বরীষবাবুকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালুম আপনার নামে। ভাবলুম, সুমিতা দেবী সঙ্গী আর সঙ্গীত দুটোই পাবে একসঙ্গে।—

(পায়চারি করতে করতে হেমদাকান্ত দাঁড়িয়ে পড়লেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপর আবার অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। মাধুরী সেই দিকে তাকিয়ে বলল,—)

মাধুরী : অবশ্য প্রতিদিন এসে গান শেখাবার কথাটা চিঠিতে ছিল না। ওটা অম্বরীষবাবু আর সুমিতা দেবী নিজেরাই ঠিক করে নিয়েছেন। এখনও ভেতর-বাড়ির ওপরেই আছেন তিনি।

হেমদা : (থেমে দাঁড়িয়ে, একটু জোরে) স্টপ্! (তারপর ক্লান্ত কণ্ঠে) আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

(মাধুরী ধীরে ধীরে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। উঠতে উঠতে বার বার তাকিয়ে দেখতে লাগল। মাধুরী চলে গেল। হেমদাকান্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন এতক্ষণ কাঠের মতন;—এবারে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে কাঁচের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ঘাড়ে জল দিচ্ছেন, এমন সময় ভেতর-বাড়ি থেকে সিঁড়ির তলার দরজা দিয়ে শ্রীনিবাসের সঙ্গে ঢুকল অম্বরীষ। শ্রীনিবাস ইঙ্গিতে কুমার-বাহাদুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই চলে গেল। অর্থাৎ চিনিয়ে দিয়ে গেল হেমদাকান্তকে। অম্বরীষ দাঁড়িয়ে রইল। ঘাড়ে জল দিয়ে হেমদাকান্ত ফিরতেই চোখাচোখী হল। অম্বরীষ হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে তাড়াতাড়ি বলল,—)

অম্বরীষ : নমস্কার কুমারবাহাদুর।

হেমদা : (গম্ভীর কণ্ঠে) নমস্কার।

অম্বরীষ : (বেশ হাল্কামনে) চিনতে পারছেন না তো?

(ইতমধ্যে কুমার হেমদাকান্ত অম্বরীষকে বসতে না বোলে নিজেই গিয়ে বসেছেন ইজিচেয়ারে।)

হেমদা : (প্রাণহীন) আন্দাজে চিনেছি। ভাল আছেন ?

(ততক্ষণে অম্বরীষও বসেছে একটা চেয়ারে।)

অম্বরীষ : হ্যাঁ।—আপনি কেমন আছেন বলুন ?

হেমদা : ভালই। (সিগারের কেস্ বের কোরে) সিগার ?

অম্বরীষ : (হাত জোড় কোরে) আমার সিগারেট।

(হেমদাকান্ত ও অম্বরীষ যে যার কেস্ থেকে সিগার ও সিগারেট্ বের কোরে ধরায়।)

অম্বরীষ : আপনার সেই চিঠি পেয়ে অবধি দিনের পর দিন এ-বাড়িতে আসছি,—অথচ বাড়ির খোদ কর্তার সঙ্গেই পরিচয় নেই। কী আশ্চর্য কাণ্ড দেখুন !

হেমদা : হুঁ ;—আশ্চর্য বৈকি !

অম্বরীষ : রোজই জিজ্ঞেস করি, কবে আসছেন কুমারবাহাদুর ;—সুমিতা কিছুই বলতে পারে না।—আজ বলল, আপনি এসেছেন। কিন্তু এসেই সকালবেলা গাড়ি নিয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গেছেন, এখনো ফেরেননি।

হেমদা : হ্যাঁ ;—এই খানিক আগে ফিরেছি।

অম্বরীষ : কেমন শিকার করলেন বলুন এবারে ?

হেমদা : মোটামুটি ভালই।

অম্বরীষ : আমার দূরসম্পর্কের এক মাসতুত দাদা খুব ভাল শিকারী, বুঝলেন।—একবার হয়েছে কি, শিকার দেখবার শখ হয়েছে আমার। বগোদরের ওদিকের একটা বাংলোয় আমাকে যেতে লিখেছেন দাদা। সেখান থেকে দলবল নিয়ে সব জঙ্গলে যাওয়া হবে। আমার তখন নতুন বন্দুকের লাইসেন্স হয়েছে।—গেছি। গিয়ে দেখি দাদারা তখনো এসে পৌছননি। একটা বুড়ো গাইড্ দাদার অপেক্ষায় বসে আছে বাংলোর চাতালে। নাম বলল

ভুরুয়া। সে যা সব গল্প বলল না,—বুঝলুম, একটা পাকা ঝাছু গাইড্। কী খেয়াল হল,—ভাবলুম···অবাক হচ্ছেন? আমার নিজেরও একটু-আধটু শিকারের শখ আছে যে।

হেমদা : বুঝতেই পারছি।

অম্বরীষ : কী করে বুঝলেন?

হেমদা : চেহারায়। আচরণে।

অম্বরীষ : এবার কোথাও শিকারে যাবার সময় আমাকেও সঙ্গে নিতে হবে কিন্তু কুমারবাহাদুর! বন্দুকটা আমার কতোকাল যে ব্যবহারই করা হয়নি!

হেমদা : (বাঁকা চোখে তাকিয়ে) বন্দুক ছাড়াও তো দেখি অনেকে দিব্যি শিকার করতে পারে।

অম্বরীষ : পারে বৈকি! আমি নিজের চক্ষে দেখেছি। ঐ যে ভুরুয়ার কথা বলছিলুম,—একটা কুড়ুলের ঘায়ে একটা বাঘ মেরেছিল। মানে সে অদ্ভুত···বুঝেছেন···সে চোখে না দেখলে ··

হেমদা : (দাঁড়িয়ে উঠে) আমি একটু উঠব। বাইরে যাবার আছে।

অম্বরীষ : এই তো ফিরলেন, আবার?

হেমদা : হ্যাঁ।—আবার, এবং আবার, এবং আবার।

(বলেই হঠাৎ হো-হো করে হাসতে সুরু করে দেন। অম্বরীষের অবাক লাগে। অম্বরীষকে সেই অবাক অবস্থাতে রেখেই বেরিয়ে যান হেমদাকান্ত হাসতে হাসতে। অম্বরীষ হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটাকে অ্যাশ্‌ট্রেতে গুঁজে দিয়ে চলে যাবার উপক্রম করছে, এমন সময় ভেতর-বাড়ির দরজা দিয়ে শ্রীনিবাস একটা ছেঁড়া ছাতা হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকেই ডাকলে,—)

শ্রীনিবাস : বাবু,—

অম্বরীষ : কি রে?

শ্রীনিবাস : আজ আবার আপনি আপনার ব্যাগটা (বলেই শতচ্ছিন্ন ছাতাটা চোখের সামনে তুলে ধরেই)…আমি ব্যাগটা এনে দিচ্ছি… এটা, এটা ঠাকুরের ছাতা · মানে…(বলতে বলতে লজ্জায় পালাল দৌড়ে।)

অম্বরীষ : (হো-হো করে হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে) গেইয়ে-বেজিয়ে লোকেদের ভুল ওরকম হয়েই থাকে শ্রীনিবাস।

(সিঁড়ির ওপরে মাধুরীর আবির্ভাব।)

মাধুরী : (কথা বলতে বলতে নেমে আসে) গাইয়ে-বাজিয়েদের যে ভুল হয়, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

অম্বরীষ : নমস্কার। ভাল আছেন ?

মাধুরী : আপনি যে আমায় গান শেখাবেন বলেছিলেন, ভুলেই গেলেন তা' ?

অম্বরীষ : যে-টিউশনীটা অল্‌রেডি নিয়েছি, সেইটাই এবার ছেড়ে দেব ভাবছি।

মাধুরী : কেন ?

অম্বরীষ : (আঙুলে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করে) মিলছে না কিছুই। এক-কাপ চা পর্যন্ত পাই না ; ছাত্রী এমন কৃপণ।

মাধুরী : চা না কফি, কোন্‌টা পছন্দ করেন ?

অম্বরীষ : কফি। কড়া। হট্‌।

মাধুরী : আসুন ওপরে আমার ঘরে। আমার তৈরী কফি আজ আপনাকে না খাইয়ে ছাড়ব না। কিছুতেই না।

অম্বরীষ : বাড়িতে আমার বিষ্টুদা বলে একজন আছেন, বুঝেছেন। আরো রাত করে বাড়ি ফিরলে আমার পিঠে নির্ঘাৎ তিনি একটি· চ্যালা কাঠ ভাঙবেন। আরেকদিন হবে।

মাধুরী : মনে থাকবে ?

অম্বরীষ : নিশ্চয়ই।—

মাধুরী : আর আমার গানের কথা ?

অম্বরীষ : সেটাও।

মাধুরী : সুমিতাকে শেষ যে গানটা দিয়েছেন, ঐটা চাই কিন্তু।

অম্বরীষ : (মৃদু হেসে) ঠিক ঐটাই কেন বলুন তো ?

মাধুরী : সুমিতাকে যা দেওয়া যায়, তা' বুঝি আমাকে দেওয়া চলে না ?

অম্বরীষ : চলে কি ?

(বলেই হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে এত তাড়াতাড়ি বিদায় নেয় অম্বরীষ যে আর কোনো কথা বলবার সুযোগ পায় না মাধুরী। মাধুরী চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।)

চতুর্থ দৃশ্য

(অন্যদিন। সন্ধ্যা। পূর্বের দৃশ্যের সেই প্রশস্ত ঘর। শিউনন্দন অসিত নামক সেই সুদর্শন তরুণ কর্মচারীটিকে নিয়ে বাইরের দিক থেকে ঢোকে।)

শিউনন্দন : আপ্ এঁহা খাড়া হো জাইয়ে, হাম্ উপর আভি খবর পৌছা দেতা।

(শিউনন্দন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায়। অসিত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। আজ তার পরণে মাধুরীর দেওয়া ভাল পোশাক। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিঁড়ি দিয়ে শিউনন্দন এবং শ্রীনিবাস একসঙ্গে নেমে আসে।)

শ্রীনিবাস : কর্তামার শরীর ভাল নেই, দেখা হবে না আজ।

অসিত : ওঃ! কী হয়েছে তাঁর ?

শ্রীনিবাস : তা তো জানি না বাবু, গায়ে বুঝি জ্বর এসেছে।

অসিত : ওঃ!—আচ্ছা, চলি তাহলে। ওঁকে একটা প্রণাম করতে এসেছিলুম। হল না।—ওকে বোলো, অসিত এসেছিল। সেই অসিত, যে জীবনে ওঁকে কোনোদিন ভুলবে না।—একটা চাকরির জন্যে ওঁরই দেওয়া পোশাক পরে ইণ্টারভিউ দিতে গিয়েছিলুম, সেটা পেয়ে গেছি। এই এতবড আনন্দের খবরটা দেবার মত তো কেউ নেই আমার,—তাই ছুটে এসেছিলুম ওঁর কাছে, খবরটা দিতে। খবরটা দিও। উনি নিশ্চয়ই খুব আনন্দিত হবেন।—বোলো, কাল সকালেই আমাকে বাইরে চলে যেতে হচ্ছে কিনা, তাই আজ মনে মনে এখান থেকেই ওঁকে প্রণাম জানিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে যাচ্ছি।· এতগুলো কথা নিশ্চয়ই তুমি গুছিয়ে বলতে পারবে না।

শ্রীনিবাস : খুব পারব। বলে যাত্রাদলে যখন ছিলুম, তখন কত বড বড লম্বা লম্বা সব অ্যাক্টো মুখস্থ করতুম। ঠিক বলে দেব সব। আপনি কিছু ভাববেন না।

অসিত : বোলো।—আমিও বরং একটা চিঠি দেব আমার চাকরির জায়গা থেকে।—আচ্ছা।

(শিউনন্দন অসিতকে নিয়ে বাইরের দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। শ্রীনিবাস সিঁড়ির নিচের ধাপে বসে থাকে চুপচাপ গালে হাত দিয়ে। এমন সময় অম্বরীষ বাইরের দিকের দরজা দিয়ে ঢোকে।)

শ্রীনিবাস : এই যে এসেছেন বাবু? আপনার জন্যেই বসে আছি এখানে।

অম্বরীষ : কেন রে ? কি হয়েছে রে শ্রীনিবাস ?

শ্রীনিবাস : কর্তামার কী যেন হয়েছে এই আধঘণ্টাটেক আগে থেকে। কেমন ছট্‌ফট্‌ করছেন বিছানায় শুয়ে। গায়ে বুঝি কিসের জ্বর এসেছে।

অম্বরীষ : কুমারবাহাদুর বাড়ি নেই?

শ্রীনিবাস : না বাবু।—আজ সকালেই বেরিয়ে গেছেন কোথায়। বলে গেছেন, ফিরতে অনেক রাত হবে।—তাই কর্তামা বললেন কি যে, আপনি যখন গান শেখাতে আসবেন, তখন আপনাকে যেন খবর দেওয়া হয়।

অম্বরীষ : আমাকে?

শ্রীনিবাস : আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু,—দয়া করে আপনি একবার কর্তামার ঘরে যান। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানদিকের ঘর। আমি রান্নাঘরের মিশীরকে দিয়ে কর্তামার দুধ-বার্লিটা করে নিয়ে যাচ্ছি—এখনি।

(শ্রীনিবাস চলে যাচ্ছে)

অম্বরীষ : এই, শোন্ শ্রীনিবাস। তোদের বাড়ির ডাক্তারের ফোননম্বর তোর জানা আছে?

শ্রীনিবাস : আজ্ঞে সরকারমশাইয়ের জানা আছে।

অম্বরীষ : আচ্ছা, ঠিক আছে।—তুই আয় তাড়াতাড়ি। ডানদিকের ঘর বললি?

শ্রীনিবাস : আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। সেটা হল বসবার ঘর। তার ভেতর দিয়েই শোবার ঘর।

(শ্রীনিবাস চলে গেল। অম্বরীষ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মাঝপথে একবার দাঁড়াল একটু থেমে। কি ভাবল। তারপর আবার উঠে গেল।)

পঞ্চম দৃশ্য

(মাধুরীর ঘর। সম্পূর্ণ অন্ধকার। শুধু বাইরের দালানের আলোটা খোলা-দরজার ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে পড়েছে একটুখানি। সেই দরজায় অম্বরীষ দাঁড়াল এসে। কালো ছায়ামূর্তির মতো দেখাচ্ছে তাকে। অম্বরীষ দাঁড়াল কিছুক্ষণ দরজার কাছে। বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকল একবার,—)

অম্বরীষ : শ্রীনিবাস?

(সাড়া না পেয়ে অম্বরীষ ভেতরে ঢুকল প্রায় হাতড়াতে হাতড়াতে। একটা কিছুতে হোঁচট্ খেয়ে নিজেকে সামলে নিয়েই শুনতে পেল মেয়েলী গলার খিল্‌খিল্ হাসির শব্দ।)

অম্বরীষ : কে?

(ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে সরে এসে মাধুরী দরজা আড়াল করে দাঁড়াল। এতক্ষণ অন্ধকারে মাধুরীকে দেখা যায়নি, এবার তার ছায়ামূর্তি দেখা গেল। মাধুরী বলল,—)

মাধুরী : আমি।

(অম্বরীষ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল,—)

অম্বরীষ : এই আপনার অসুখ?

মাধুরী : সত্যি অসুখ।

অম্বরীষ : আমায় এভাবে ডাকলেন কেন?

মাধুরী : অন্যভাবে ডাকলে তুমি কি আসতে? কতবার কত ভাবেই তো ডেকেছি। এসেছ?

অম্বরীষ : মাধুরী দেবী!

মাধুরী : সত্যি আমার অসুখ; পুড়ে যাচ্ছে গা। দেখ গায়ে হাত দিয়ে!

অম্বরীষ : পথ ছাড়ুন। আমাকে যেতে দিন।

মাধুরী : না।

অম্বরীষ : আলো জ্বালুন ঘরের।

মাধুরী : জ্বালব।—বল, তাকাবে আমার মুখের দিকে ?

অম্বরীষ : দরজা ছাড়ুন।

মাধুরী : ছাড়ব।—বল, বসবে আমার ঘরে ?

অম্বরীষ : ছিঃ।

(এক হাতে মাধুরীর প্রসারিত হাতটা দরজা থেকে সরিয়ে দিয়ে অম্বরীষ বেরিয়ে যায় দ্রুতপদে। মাধুরী পরাজয়ের গ্লানিতে টলতে টলতে এসে অন্ধকারেই দাঁড়ায় ঘরের মধ্যে মাঝখানের টেবিলে ভর দিয়ে।

ঠিক এমনি সময় অকস্মাৎ জ্বলে ওঠে ঘরের আলো। মাধুরী সচকিত হয়ে ত্থাখে দরজার পাশের সুইচবোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন হেমদাকান্ত।

হেমদাকান্ত ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে মাধুরীর কাছাকাছি দাঁড়ান এবার।)

হেমদাকান্ত : মাধুরী।

মাধুরী : বলুন কি বলতে চান ?

হেমদাকান্ত : এবার তোমাকে এবাড়ি ছেড়ে যেতে হবে।

মাধুরী : কেন ?

হেমদাকান্ত : তোমাকে যে মর্যাদা দিয়েছিলুম, তার অসম্মান করেছ।

মাধুরী : মর্যাদা ? (তাচ্ছিল্যের হাসি) কিসের মর্যাদা ?

হেমদাকান্ত : এবাড়ির কর্তৃত্বের অধিকার দিয়েছিলুম।

মাধুরী : নসীবপুরের ছোট্ট সংসারে আমার ছিল গৃহিনীর আসন, বধূর আদর, মায়ের মর্যাদা।—তা' থেকে কে ছিনিয়ে এনেছিল আমায় ?

হেমদা : আমি নয়। দুর্বৃত্তরা।

মাধুরী : সাতদিন ধরে কে আটকে রেখেছিল আমাকে নিজের বাগান-বাড়িতে? কেন রেখেছিলেন? কী ছিল আপনার চোখে? কী ছিল আপনার মনে?

হেমদা : আমার সেই কদিনের হঠাৎ ভুলের···

মাধুরী : হঠাৎ ভুল? আপনার সেই কদিনের হঠাৎ ভুলের ফলে আমার জীবনের সব দিনগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কী দিয়েছেন আমার সেই চরম ক্ষতির খেসারৎ?—এ বাড়ির কর্তৃত্ব? সুমিতাকে গৃহিনীর আসন থেকে টেনে নামিয়ে—দিন এই কর্ত্রীর অধিকার। দেখুক কত সুখ এই কর্তৃত্বে!—কর্তৃত্ব!

তীব্র আক্রোশে হাঁপাতে হাঁপাতে মাধুরী আঁচলের গিঁট খুলে রিংএ বাঁধা চাবির গোছাটা মেঝের উপর আছড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিযে বলে উঠল,—)

মাধুরী : চাই না, চাই না, চাই না এই চাবির গোছা। এই নিন, সব ফেলে দিলুম। দিন, দিন, দিন ফিরিয়ে আমার সেই সংসার, আমার স্বামী, আমার স্বামীর ভালবাসা। দিন ফিরিয়ে আমার শাশুড়ি-শ্বশুর, আমার দেওর-ননদ, আমার গোয়ালের গরু, আমার তুলসীতলা।—পারেন দিতে? তা' যখন পারেন না, তখন আমার কাজের কৈফিয়ৎ নিতে আসেন কোন্ অধিকারে?

হেমদা : লজ্জা করছে না তোমার?

মাধুরী : লজ্জা? কার কাছে? আপনার?—না।

হেমদা : অম্বরীষবাবুর কাছে এর পর মুখ দেখাবে কেমন করে?

মাধুরী : যেমন করে সুমিতা দেখায়।

হেমদা : মাধুরী!

মাধুরী : এবাড়ির বৌরাণীকে রোজ গান শেখাতে আসেন অম্বরীষবাবু। কেন আসেন ? কে কদিন কতক্ষণ শুনেছে গানের সুর ?

হেমদা : (সরোষে) মাধুরী !

মাধুরী : এবাড়ি ছেড়ে আমায় চলে যেতে হবে ;—এই তো ? সে আমি সুমিতা যেদিন থেকে এবাড়িতে এসেছে, সেইদিন থেকেই জানি।

হেমদা : আমার হঠাৎ একটা অন্যায়ের সুযোগ নিয়ে সুমিতার সর্বনাশ করবার চেষ্টা কোরো না মাধুরী। দু-এক দিনের মধ্যেই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাও তুমি।

মাধুরী : দু-একদিন ! এতখানি সময় দিচ্ছেন ! অসীম দয়া আপনার। ভয় নেই, আমি কালই যাব।

হেমদা : সেই ভাল। তোমার নামে ব্যাঙ্কে যে টাকাটা আছে, তার চেক বইটা নিয়ে যেয়ো সঙ্গে কোরে।

মাধুরী : অসীম করুণা।—আমার স্থান হল না এখানে। কিন্তু সুমিতার স্থানটা বজায় থাকবে তো ?

হেমদা : মাধুরী !

মাধুরী : একদিন এমনি অন্ধকারে সুমিতার মুখের ওপর আলো ফেলে বলতে হবে না তো আপনাকে,—'সুমিতা এবাড়িতে স্থান নেই তোমার' ?

হেমদা : (তীব্র চিৎকারে) স্টপ্, স্টপ্, স্টপ্ আই সে !

ষষ্ঠ দৃশ্য

(সন্ধ্যা। সুমিতার ঘরের সামনের পূর্ববর্ণিত ঢাকা-বারান্দা। সুমিতা একলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বারান্দার ধারে। রেডিয়োতে খুব চাপা শব্দে বাজছে রবীন্দ্রসঙ্গীত,—"পথের শেষ কোথায় কী আছে শেষে।"

(অম্বরীষ ঢুকল। বন্ধ করল রেডিয়োটা। বলল,—)

অম্বরীষ : বারান্দায় দাঁড়িয়ে ?

সুমিতা : এমনি। কী করি ?—কদিন আসনি যে ?

অম্বরীষ : য়্যাঁ ? এমনি।…হঠাৎ একটু…

সুমিতা : শরীর খারাপ হয়েছিল বুঝি ?

অম্বরীষ : না,—মোটেই না,—

সুমিতা : কাজ ?

অম্বরীষ : না, না,…রেডিয়োটা খুলে দিই বরং। গানটা গাইছিল বেশ। দেব ?

সুমিতা : না, থাক্।—ঘরে গিয়ে বোসো। তোমার চা করে আনি।

অম্বরীষ : না, না,—চা নয়। আজ আর চা খাব না,—শুধু পান। আর, একটু জর্দা। ব্যস্।

(সুমিতা চলে গেল। অম্বরীষ বেতের চেয়ারে বোসে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে উইংসের দিকে তাকিয়ে ডাক দিল,—)

অম্বরীষ : শ্রীনিবাস, শোন্ শোন্।

(শ্রীনিবাসের প্রবেশ।)

অম্বরীষ : নীচে বাড়ির সামনের গঙ্গারঘাটে জটলা কিসের রে ?

শ্রীনিবাস : একটা হাঙর উঠেছে জেলেদের জালে, তাই।—ওরা আশা করেছিল হাঙর দেখিয়ে এ-বাড়ি থেকে কিছু বক্‌শিস পাবে। তা আর হল কৈ।

অম্বরীষ : কেন?

শ্রীনিবাস : দেবে কে? বাবু তো সকাল থেকেই বাড়ির বাইরে। আর কর্তামা তো চলেই গেছেন।

অম্বরীষ : চলে গেছেন? কবে?

শ্রীনিবাস : দিন চারেক হয়ে গেল।

অম্বরীষ : কোথায় গেলেন?

শ্রীনিবাস : রাখোর মাকে নিয়ে চলে গেলেন। বললেন তো তীর্থে যাচ্ছি।

অম্বরীষ : ও,—ঠিক আছে; তুই যা।

(শ্রীনিবাস চলে গেল। অম্বরীষ বসে রইল একা। তারপর এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে একটা ইনভিটেশনকাড তুলে নিয়ে পড়ছে, এমন সময় পানের ডিবে আর জর্দার কৌটো নিয়ে ঢুকল স্থমিতা। দুটোই রাখল স্থমিতা টেব্‌লের ওপর।)

অম্বরীষ : সেই মাধুরী দেবী তীর্থে চলে গেলেন?

স্থমিতা : চলে গেছেন যে সেটা টের পেয়েছি। কোথায় এবং কেন গেছেন জানি না।

অম্বরীষ : যাক্,—আজ তাহলে চলি আমি?

স্থমিতা : কেন?

অম্বরীষ : বাঃ! তোমরা বেরোবে না?

স্থমিতা : কোথায়?

অম্বরীষ: (কার্ডটা তুলে) এই যে,—to give away the prizes. পুরস্কার বিতরণ করতে।

সুমিতা: যাবার কথা তো আধঘণ্টার মধ্যেই।

অম্বরীষ: (কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে) আরে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও তো বটে। এখনো সাজগোজ করনি যে তুমি!

সুমিতা: আমি যাচ্ছি না।

অম্বরীষ: মানে?—কুমার হেমদাকান্ত সভাপতি, তুমি পুরস্কারদাত্রী, —সোনারজলে ছাপা রয়েছে নাম। যাচ্ছ না মানে?—কেন?

সুমিতা: এমনি।

অম্বরীষ: বুঝলুম না। কুমারবাহাদুর কি……

সুমিতা: না।—তিনিই আমাকে কার্ডটা দিয়ে গেছেন, এবং জানিয়ে দিয়েছেন আজ যথাসময়ে তৈরী হয়ে থাকতে।

অম্বরীষ: তবে?

সুমিতা: তবু আমি যাচ্ছি না।

অম্বরীষ: ছেলেমানুষী কোর না সুমিতা।

সুমিতা: ছেলেমানুষী নয়,—স্টেজে উঠে অভিনয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

অম্বরীষ: অভিনয়ের কথা কেন উঠছে এর মধ্যে?

সুমিতা: অভিনয় ছাড়া আর কী?—যে পরিচয়, যে সম্পর্ক ঘরে পাইনি;—বাইরে স্টেজের ওপর উঠে গলায় ফুলের মালা দিয়ে সেই সম্পর্কের নকল অভিনয় করতে আমার আত্মসম্মানে বাধে।

অম্বরীষ: সুমিতা, যে সম্পর্কটা ঘরের মধ্যে গড়ে ওঠেনি বলে অভিমান করছ,—কে বলতে পারে, আজ বাইরে থেকেই হয়ত সেটা ঘরে এসে পৌছবে।

সুমিতা: স্বপ্ন আর দেখি না অম্বরীষদা।

অম্বরীষ : সুমিতা, সম্পর্ক গড়ে ওঠে একদিকের টানে, আর আরেকদিকের এগিয়ে যাওয়ায়। ওদিক থেকে টান যদি নাই এসে থাকে,—তোমার দিক থেকে এগিয়ে যাওয়াও কি ঘটেছে ঠিকমতো ?

সুমিতা : এমন করে আমি আর পারছি না, পারছি না, পারছি না। —আমি খারাপ, আমি মন্দ,—যাই বল আমাকে। কিন্তু এমন করে আমি আর পারছি না।

(সুমিতা ফুঁপিয়ে ওঠে। অম্বরীষ বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে শান্ত ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলে,—)

অম্বরীষ : সুমিতা, আমার কথাগুলো হয়ত উপদেশের মতন শোনাবে, নাটকের মতন শোনাবে,—তবু বলছি, তবু আমাকে বলতে হচ্ছে, —দূরের মানুষটা আজ যখন যেচে কাছে আসতে চাইছে,—তাকে ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। সুমিতা, আমাদের সেই পুরোনো দিনের যা-কিছু স্মৃতি……

সুমিতা : আমি পারব না। আমি পারছি না।

(সুমিতা কান্না চাপতে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়। অম্বরীষ কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত দিয়ে বলে,—)

অম্বরীষ : সুমিতা, শোনো। ফেরো আমার দিকে। কথা শোনো।

(সুমিতা ফুঁপিয়ে উঠে ছুটে পালিয়ে যায় ঘরের মধ্যে। দেখা যায় ঘরের জানালায় ঘোলা-কাঁচের সার্সিতে পড়েছে ওর ছায়া।)

অম্বরীষ : সুমিত ,—ছিঃ,—এ কী করছ,—শোনো,—

(বলতে বলতে অম্বরীষও ঢুকে যায় ঘরের মধ্যে। জানালায় দুজনের ছায়া পড়ে। ছায়ায় দেখা যায়, কাঁধে হাত দিয়ে অম্বরীষ নিজের মুখোমুখি ফিরিয়ে ধরেছে সুমিতাকে।

ঠিক এই সময় ঢোকেন হেমদাকান্ত বারান্দায়। তাকান জানালার দিকে। একটু দাঁড়ান। তারপর নিঃশব্দে ফিরে যান।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(আগ্রা হোটেলের একটি ঘর। হাল-ফ্যাশানের আদব-কায়দায় সোফা-সেটিতে সাজানো ঘর। দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল কুমার হেমদাকান্ত অম্বরীষকে নিয়ে ঘরে ঢুকছেন। পিছনে হোটেল-বয়ের মাথায় অম্বরীষের স্যুটকেশ এবং হোল্ড-অল্। অম্বরীষের হাতে তার খাপে ঢাকা শিকারের বন্দুক।)

হেমদাকান্ত: সামান্ ওহি কোণাওয়ালা কামরেমে ধর্ দেও।

(হোটেল-বয় হেমদাকান্ত-নির্দিষ্ট ঘরের দিকে নিক্রান্ত হয়ে গেল।)

হেমদা: এটা হল আমাদের কমন্ ড্রইংরুম;—বুঝেছেন। ঐ কোণের দিকের ঘরটা আপনার, আর ওদিকের ঘরটা আমাদের। বসুন।

(বসলেন উভয়ে। বসেই হেমদাকান্ত নিজের সিগারের কেস্‌টা খুলে ধরলেন অম্বরীষের সামনে।)

অম্বরীষ: আমার সিগারেট।

হেমদা: তাও তো বটে। বড্ড ভুল হয়ে যায়।

(দুজনে যে যার ধূমপানের বস্তুতে অগ্নি-সংযোগ করলেন।)

অম্বরীষ: তারপর? হঠাৎ ঝুম্ করে কলকাতা থেকে একেবারে আগ্রায় এসে আস্তানা গাড়লেন যে?

হেমদা: আমার জীবনে সবই এমনি হঠাৎ হয়। ভেবেচিন্তে ভাল-মন্দ বিচার করে জীবনে আমার কোনো কাজটা হয়ওনি, কোনোকালে হবে বলেও মনে হয় না।—খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তো আমাদের কোনও খবর না পেয়ে?

অম্বরীষ: তা' একটু হয়েছিলুম বৈকি। সন্ধের সময় প্রায়ই যেমন যেতুম আপনাদের ওখানে, তেমনি গিয়ে শুনি, আপনারা কেউই নেই। কোথায় কি বৃত্তান্ত কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ নাকি গাড়ি নিয়ে সোজা চলে গেছেন কলকাতার বাইরে।

হেমদা: শুনে কী মনে হল? ভাবনা হল তো খুব?

অম্বরীষ: না, না,—ভাবনার কী আছে? কর্তা-গিন্নীতে বেড়াতে বেরিয়েছেন, এতে আর ভাববার কী আছে? কিন্তু সেকথা বোঝাই কাকে মশাই। খুড়িমা, মানে সুমিতার মা তো শুনে ভেবেই অস্থির।—তাঁরই তাগাদায় পনেরোটা দিন রোজ টেলিফোনে খবর নিয়েছি যে, আপনাদের কোনো খবর-টবর এল কি না। তারপর হঠাৎ পরশুর আগের দিন আপনার চিঠিটা গিয়ে হাজির।

হেমদা: গোড়াতে ভেবেছিলুম, চিঠি-ফিঠি না দিয়ে স্রেফ্ টেলিগ্রাম করে দিই,—"কাম্ শার্প উইথ্ ইয়োর গান্, হেমদা।"—তারপরে ভাবলুম, কী জানি কী উল্টোপাল্টা ভেবে বসবেন;—শেষ অবধি তাই চিঠিতেই নিমন্ত্রণ জানালুম।

অম্বরীষ: তা তো বুঝলুম। কিন্তু এখানে (বন্দুকটা দেখিয়ে) ওটাকে আবার আনতে লিখলেন কেন, সেইটেই বুঝতে পারলুম না ঠিক।

হেমদা: আপনার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন বহুকাল বন্দুক ব্যবহার করতে পারেননি বলে আফশোস্ করেছিলেন মনে পড়ে?

অম্বরীষ: সে-আফশোস্ মেটাবার কোনো ব্যবস্থা করেছেন নাকি এখানে?

হেমদা: এখনো পাকা করে উঠতে পারিনি কিছু। তবে, মেটাতে পারব বলেই আশা করি।—যাক্, শুনুন, আপনার জন্যে গরমজল দিতে বলেছি বাথ্রুমে। এতখানি ট্রেনজার্নির পর গায়ে বেশি জলটল ঢালবেন না কিন্তু;—চট্ করে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

অম্বরীষ : সুমিতাকে দেখতে পাচ্ছি না যে ?

হেমদা : সে গেছে ঐ ওদিকের বারো নম্বর রুমের ফ্যামিলির সঙ্গে আগ্রাফোর্টে বেড়াতে। আরেকটু পরেই ফিরবে।—(উইংসের দিকে ফিরে) রামভরুসা।

(হোটেল বয় ঢুকল।)

হেমদা : এখন বাথ্‌রুমে যাবেন ? না, চা-টাই আগে দিতে বলি ?

অম্বরীষ : বাথ্‌রুমের তেমন তাগিদ নেই কিছু। না হলেও চলবে।

হেমদা : (বয়ের প্রতি) এক বড়া পট্‌ চায়ে।

বয় : জী বড়া সাব্।

(হোটেল-বয়ের প্রস্থান।)

হেমদা : আগ্রায় কি এর আগে কখনো আসা হয়েছে ? না এই প্রথম ?

অম্বরীষ : প্রথম। দিল্লীতে এসেছি বার তিনেক। নানা কারণে আগ্রাটা আর কোনও বারেই হয়ে ওঠেনি। ঐ ফাংশান্‌-টাংশানের ব্যাপারে অন্যলোকের সঙ্গে এসেছি, তাঁদের সঙ্গেই তাড়াহুড়ো করে চলে যেতে হয়েছে। এইবারে দেখে নেব সব।

(এমনি সময় পায়ের তোড়া বাজিয়ে পশ্চিমা কোনো এক হিন্দু রমণী ওড়নায় মুখের একাংশ আবৃত রেখে প্রবেশ করেন ঘরে। শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ান হেমদাকান্ত।)

হেমদা : আসুন, আসুন, কৃষ্ণাবাঈ। বৈঠিয়ে।

(কৃষ্ণাবাঈ একটু দূরের কোনো সোফায় বসলেন।)

হেমদা : আলাপ করিয়ে দিই।—আপ্ হ্যায় শ্রীযুক্ত অম্বরীষ রায়··· বাঙলাতেই বলি, কৃষ্ণাবাঈ নিজে বাঙলা বলতে না পারলেও চমৎকার বুঝতে পারেন।···ইনি হলেন বাঙলাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্রীঅম্বরীষ রায়, আমার স্ত্রীর বাল্যবন্ধু, বর্তমানে আমার

অতিথি এবং আজই মাত্র কিছুক্ষণ আগে এখানে এসে পৌঁছেছেন,—এখনো ট্রেনের পোষাক ছাড়া হয়নি।

অম্বরীষ: (হাতজোড় কোরে) নমস্কার।

(কৃষ্ণাবাঈ হাতজোড় করেন।)

হেমদা: আর, কৃষ্ণাবাঈ-এর নাম আশা করি আপনি শুনে থাকবেন অম্বরীষবাবু।

অম্বরীষ: (কুণ্ঠিত ভাবে) আজ্ঞে না,—আমি নিতান্তই আনকোরা নতুন লোক। সকলের নামও ঠিক···

হেমদা: সঙ্গীতজগতের লোক হয়ে আগ্রার কৃষ্ণাবাঈ-এর নাম শোনেননি, খুবই আশ্চর্যের কথা।—উত্তর ভারতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা কথক নর্ত্তকী উনি।

(কৃষ্ণাবাঈ আবার একবার হাত তুলে নমস্কার জানান।)

অম্বরীষ: নমস্কার। অপরাধ নেবেন না কৃষ্ণাবাঈ। নাচের দিকটায় আমার জানাশোনা বড় কম। আমার বিশেষ সৌভাগ্য যে আগ্রায় পা দিয়েই আপনার মতন একজন শিল্পীর দেখা পেয়ে গেলুম। আর, এজন্যে কুমারবাহাদুরকেও বোধহয় আমার মস্ত একটা ধন্যবাদ জানানো দরকার।

(এই সময় চায়ের পট্ নিয়ে ঢোকে বয়।)

হেমদা: টেবল্‌পর রাখকে তুম্ যা সক্‌তা।

(টেব্‌লে চায়ের পট্ ইত্যাদি রেখে বয় চলে যায়।)

অম্বরীস: সুমিতা কখন নাগাদ ফিরবে ?

হেমদা: ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরবে। আপনি যে আজকেই আসছেন, সে কথাটা তো জানাইনি তাকে। আপনার টেলিগ্রামটা দেখাইনি ওকে, হঠাৎ চম্‌কে দেব বলে। কিন্তু এই পট্ থেকে চা

ঢালাঢালির ব্যাপারটা তো ঠিক আসে না আমার। কৃষ্ণাবাঈ আপনি যদি মেহেরবানী করে এ-ব্যাপারে এই দুই হতভাগ্য পুরুষকে একটু সাহায্য করেন।

(কৃষ্ণাবাঈ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান সঙ্গে সঙ্গে।)

অম্বরীষ : না, না, ওঁকে আবার কষ্ট দেওয়া কেন। আমিই···

হেমদা : পরিবেষণ করে পুরুষদের খাওয়াতে মেয়েদের কোনোদিনই কষ্ট হয় না অম্বরীষবাবু। কী বলেন কৃষ্ণাবাঈ ?

(কৃষ্ণাবাঈ নীরবে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানান।)

হেমদা : আপনি তাহলে চা-টা ঢালুন, আমি এক মিনিটের জন্যে নিচে ম্যানেজারের সঙ্গে একটু কথা কয়েই আসছি।

(হেমদাকান্ত চলে যান। কৃষ্ণাবাঈ টেব্‌লের কাছে এসে দাঁড়ান। অম্বরীষ কেমন যেন একটু আড়ষ্ট বোধ করে। কৃষ্ণাবাঈ এবার মুখের ওড়নাটা সরিয়ে ফেলতেই অম্বরীষ সবিস্ময়ে ছাখে যে, বাঈজীর বেশভূষায় সজ্জিতা মহিলাটি আর কেউ নয়, স্বয়ং সুমিতা।)

অম্বরীষ : সুমিতা !

সুমিতা : (হেসে) চম্‌কে গেছ তো ?

অম্বরীষ : (হেসে) তা' গেছি।—কিন্তু হঠাৎ এরকম দুষ্টুমী ?

সুমিতা : (চা ঢালতে ঢালতে) আমার নয়, কুমারবাহাদুরের। তিনদিন থেকে রিহার্সাল দিয়েছেন, যেন হেসে না ফেলি।

অম্বরীষ : (হেসে) কী কাণ্ড !

সুমিতা : হিন্দী বাৎচিৎও শিখিয়েছিলেন খানকতক, রপ্ত করতে পারিনি।

অম্বরীষ : গলার আওয়াজ শুনলে ঠিক ধরে ফেলতুম।

সুমিতা : আর থাক্। মানুষটাকে চোখের সামনে দেখেও চিনতে পারলে না, তার আবার গলার আওয়াজ।—যাক্, মা কেমন আছে বল আগে।

অম্বরীষ : ভাল আছেন সুমিতা।—কিন্তু কী কাণ্ডটা হল বলতো? কুমারবাহাদুর আমাকে একেবারে বোকা বানিয়ে ছেড়েছেন!

সুমিতা : কেমন মজা! চিনতে পারনি তো।

অম্বরীষ : চিনতে আর কাকেই বা পেরেছি ঠিক। এই যে কুমার-বাহাদুর। ওঁকেই কি চিনতে পেরেছিলে তুমি ঠিক। বাইরে থেকে মানুষটার একটা দিক দেখে আমরা কত ভুল বিচার করে বসি বলো তো।

সুমিতা : (চায়ের কাপ এবং খাবারের প্লেট্ এগিয়ে দিয়ে)—এই রে! লেকচার সুরু হল।

অম্বরীষ : না, না, লেকচার নয়। কুমারবাহাদুরের সম্বন্ধে কী ভুল ধারণাই না আমরা সবাই মনে মনে পুষে রেখেছিলুম বলো দিকিনি। —কতো দুশ্চিন্তা, কত মিথ্যে দুর্ভাবনা, কত ভয়, কত ভুল বোঝা-বুঝি।—সত্যি সুমিতা, আজ তোমাকে এ-বেশে দেখে কী আনন্দই যে আমার লাগছে কী বলব!

সুমিতা : হয়েছে, হয়েছে, বাব্বা! তোমার নিজের কথা বলো। খেতে খেতে কলকাতার গল্প করো।

অম্বরীষ : (এতক্ষণে প্লেটের দিকে চেয়ে) আরে, এই এতসব কী?

সুমিতা : আমাকে কিছু বলে কোনো লাভ নেই। কিছু বলতে হয়, তাঁকে বোলো। তুমি তো আর আমার অতিথি নও;—কুমার-বাহাদুরের।

অম্বরীষ : ঠিক আছে। মনে থাকবে। (কামড় দিল কোনো একটা খাদ্যবস্তুতে)

সুমিতা : এই ঝলমলে পোষাকগুলো বদলেই আসছি। খাবারগুলো ফেলে রাখতে পাবে না কিন্তু একটাও।

অম্বরীষ : জবাবটা তোমাকে দেব না। আমি তো আর তোমার অতিথি নই ;—কুমারবাহাদুরের।

সুমিতা : (হেসে) আসছি।

(সুমিতা চলে গেল। হোটেল-বয় রামভরসা ঢুকল একটি অপরিচিত যুবককে সঙ্গে নিয়ে, এবং তাঁকে পৌঁছে দিয়েই চলে গেল।)

আগন্তুক যুবক : নমস্কার।

অম্বরীষ : নমস্কার।

যুবক : ট্রেনে কোন কষ্ট হয়নি ?

অম্বরীষ : না। কষ্ট আর কি ?

যুবক : কতক্ষণ হল এসেছেন ?

অম্বরীষ : এই তো, কিছুক্ষণ আগে। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক ··

যুবক : আমাকে আপনি চিনবেন না ; কিন্তু আপনাকে আমরা সবাই চিনি। আমি হচ্ছি এখানকার প্রবাসী বাঙালীদের ক্লাবের সহকারী সম্পাদক। আমার নাম আশিস বসু।

অম্বরীষ : আচ্ছা ! আরে বসুন বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন তখন থেকে ? (আশিস বসল)—কিন্তু জানলেন কি করে যে আমি আজ এখানে এসেছি ?

আশিস : এ হোটেলের অনেকেই জানে যে, আপনি আসছেন এখানে। স্টেশনে আপনাকে রিসিভ্ করতে যাবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম ; —শেষ অবধি কিছুতেই আর আপিসের ছুটি মিলল না।—আমরা কিন্তু আপনার কাছে একটা আব্দার নিয়ে এসেছি।

অম্বরীষ : বলুন।

আশিস: আজকে এমন সময় আপনাকে বিরক্ত করা হয়ত আমার মোটেই উচিত হচ্ছে না, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে, কালকের মধ্যেই আমাদের প্রোগ্রাম ছাপাতে দিতে হবে কিনা, তাই বাধ্য হয়েই...

অম্বরীষ: (স্মিত হাস্যে) ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না কিন্তু এখনও।

আশিস: সামনের সতেরই তারিখে আমাদের প্রবাসী বাঙালীদের ক্লাবের বার্ষিক উৎসব। আপনাকে যখন ভাগ্যগুণে ঠিক এই সময় আগ্রাতে পেয়েছি, তখন আমরা কিছুতেই ছাড়ব না। আমাদের উৎসবে আপনাকে আমরা চাই।

অম্বরীষ: দেখুন,—আমি এখানে নিতান্তই পরাধীন। যাঁদের গেস্ট হয়ে আমি এসেছি, তাঁদের সঙ্গে কথা না বলে তো আপনাকে কোনো কথা দিতে পারছি না। কেন না, কবে তাঁদের কী প্রোগ্রাম আছে, সতেরো তারিখ পর্যন্ত আমরা আগ্রাতে আছি কি না, কিছুই জানা নেই আমার। আপনি বরং কাল কি পরশু একবার আসুন। উঁ?

আশিস: ঠিক আছে স্যার। আমি কালকেই আসব।—কিন্তু ছাড়ব না আমরা কিছুতেই। প্রবাসী বাঙালী হিসেবে আপনার কাছে আমাদের নিশ্চয়ই একটা স্পেশ্যাল দাবী আছে। আমাদের হতাশ করবেন না স্যার।

অম্বরীষ: না, না, সেকি কথা।—আমার অসুবিধেটা কোথায় তা তো বুঝতেই পারছেন।

আশিস: আপনি হয়ত ভাবছেন স্যার, আপনাকে নিয়ে যাবার মত ফাংশান আমাদের হয় কি না।

অম্বরীষ: না, না, আমি মোটেই সে সব ভাবছি না।

আশিস: এটা স্যার আমি গর্ব করেই বলতে পারি যে,—এখানে আমাদের ক্লাবের মতন এতবড় ফাংশান্ খুব কমই হয়। গত বছর

আমরা এমন গৈরিক পতাকা প্লে করেছিলুম স্যার যে, কলকাতার বিজয়বাবু পর্যন্ত বলে গেছলেন যে, নাট্যনিকেতনও এত নিখুঁত করে গৈরিক পতাকা স্টেজ করতে পারেনি কোনোদিন।

অম্বরীষ : ওঃ, তাই নাকি।

আশিস : শুধু গৈরিক পতাকাই নয় স্যার, সামাজিকেও তেমনি। মহা-নিশার যা প্রোডাকশন্ করেছিলুম না, নিজের মুখে কী বলব, ডিউরিং প্লে সাতখানা গোল্ড সেণ্টারড্ মেডেলের অ্যানাউন্সমেণ্ট হয়েছিল।

অম্বরীষ : বাঃ! ঠিক আছে, তাহলে ঐ কথাই রইল।—কাল আপনি···

আশিস : একবার 'চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে' আর 'রাতকানা' একসঙ্গে ধরেছিলুম, জানেন। এখন মজা হযেছে কি—

অম্বরীষ : (দাঁড়িয়ে উঠে) কালকে তো আসছেনই, তখন সব শোনা যাবে গল্প।

আশিস : (দাঁড়িয়ে) গল্প নয় স্যার, ফ্যাক্ট্;—রিয়েল ফ্যাক্ট্। ইংরাজীতে একটা কথা আছে না, ফ্যাক্টস্ আর স্ট্রেঞ্জার দ্যান্ ফ্রিক্শন্;—ঐ প্লে নিয়ে লেগে গেল এক ফ্রিক্শন্ আমার সঙ্গে আর সেক্রেটারীর সঙ্গে।

অম্বরীষ : আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে আশিসবাবু। আপিস থেকে ফিরছেন। শরীর ক্লান্ত।

আশিস : কিছুমাত্র নয় স্যার। এই তো এখন ক্লাবে গিয়ে রিহার্সালে বসব। তার মানে যার নাম সেই রাত এগারোটা। আপনার ক্লান্ত লাগে তো বলুন স্যার।

অম্বরীষ : তা' একটু লাগছে।

আশিস : ঠিক আছে। বাকি গল্পগুলো কাল এসে শোনাব। এখন তাহলে চলি স্যার। মনে রাখবেন কিন্তু আমাদের কথা। নমস্কার।

অম্বরীষ : নমস্কার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(আগ্রা-হোটেলের পূর্বদৃশ্য-বর্ণিত সেই ঘর। মদ্যপান করতে করতে পায়চারি করছিলেন, কুমার হেমদাকান্ত। পায়চারি করছিলেন, আর আবৃত্তি করছিলেন। একটি পক্ককেশ অতিবৃদ্ধ মুসলমান দরজী একধারে বসে ঢুলছিল এক নাগাড়ে।)

হেমদা : "To be or not to be—that is the question ;
Whether it is nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them."

(কুমার হেমদাকান্ত আরেকটু মদ ঢাললেন গলায়। আবার সুরু করলেন,—)

"To die , to sleep ; no more ;
By a sleep we end the heart-ache
and the thousand natural shocks
that flesh is heir to"—

(দরজায় টোকা পড়ল।)

হেমদা : কাম্ ইন্।

(অম্বরীষ ঢুকল। দেখল মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন হেমদাকান্ত। অম্বরীষ বিস্মিত হল।)

অম্বরীষ : আপনি...... ?

হেমদা : হ্যাঁ, খাই। অনেক পুরুষের নেশা। আমার নেহাৎই হোমিওপ্যাথিক্ ডোজ।—বসুন।

অম্বরীষ : ওটা ছাড়া যায় না ?

হেমদা : (শেষ চুমুক দিয়ে) দরকার কি? মিক্সচারের শিশির মত বোতলের গায়ে দাগ কেটে রেখেছি। দিনে তিন দাগের বেশি খাই না।—আফজল্ মিঞা।

আফজল : ফরমাইয়ে সাহাব্।

(পক্ককেশ বৃদ্ধ আফজল দরজী উঠে এল। হেমদা হাতের ইঙ্গিতে অম্বরীষকে দেখিয়ে দিতেই সে মাপের ফিতে বের করল।)

অম্বরীষ : কী ব্যাপার ?

(হেমদাকান্ত হাতের ইসারায় অম্বরীষকে চুপ করতে বললেন। আফজল দরজী মাপ নিতে নিতে স্মরণের অদৃশ্য খাতার পাতায় পাতায় মাপগুলো মনে মনে বিড় বিড় করে টুকে নিতে লাগল। হেমদকান্ত চুরুট ধরালেন একটা। মাপ নেওয়া শেষ হল অবশেষে।)

হেমদা : হয়ে গেছে ?

আফজল : হাঁ সাহাব।

হেমদা : একটা কাগজে টুকে তো নিলে না মাপগুলো। ভুলচুক হবে না তো কিছু ?

আফজল : নেহি সাহাব।

হেমদা : চোদ্দ-পনেরো তারিখের মধ্যে তাহলে পাঠিয়ে দিও জিনিসগুলো এখানে।

আফজল : জী হাঁ।—সালাম। (অম্বরীষের দিকে ফিরে) সালাম।

হেমদা : সালাম।

(আফজল দরজী চলে গেল।)

অম্বরীষ : কী ব্যাপার বলুন তো ? আপনি যেন ক্রমেই কেমন রহস্যময় হয়ে উঠছেন মশাই। হঠাৎ আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন করে জরিপ করা হল কেন ?

হেমদা : জরিপ শুধু আপনার দেহেরই হয়নি, আপনি এঘরে ঢোকবার আগে আমার দেহেরও হয়েছে।

অম্বরীষ : তা তো বুঝলুম। কিন্তু কেন ?

হেমদা : চমকে ওঠার কিছু নেই।—কাল সকালে গনিসাহেবের দোকান থেকে লোক আসবে পায়ের মাপ নিতে।

অম্বরীষ : গনি সাহেব ?

হেমদা : বড় ভাল নাগরা বানায়।

অম্বরীষ : কী করছেন বলুন তো কাণ্ড! কী হবে এসব ?

হেমদা : এখন নয় ; ক্রমশঃ প্রকাশ্য। যথাসময়েই জানতে পারবেন সবকিছু।—কিন্তু আপনি যে দাঁড়িয়েই রইলেন মশাই।—বসুন।

অম্বরীষ : না, আর বসব না।—উঠুন, উঠুন, চলুন।

হেমদা : চলতে হবে ? কোথায় ?

অম্বরীষ : মহা কুঁড়ে লোক তো মশাই আপনি। আমাকে চিঠি দিয়ে লোভ দেখিয়ে আনিয়ে, হোটেল থেকে নিজে আর বেরোতেই চান না।—বেশ লোক যাহোক। চলুন।

হেমদা : আমি এই নিয়ে তেরোবার এলুম আগ্রায়। কোথায় আর যাব।

অম্বরীষ : কিছু না হোক, টঙ্গা করে এদিক-ওদিক খানিকটা ঘুরে আসা যাক্ চলুন না তিনজনে।

হেমদা : আমাকে বাদ দিন মশাই।

অম্বরীষ : বাঃ! সে কি হয়।

হেমদা : শরীরটা আজ কেমন বেজুৎ লাগছে।

অম্বরীষ : কিন্তু আপনি সঙ্গে যাবেন ভেবে সুমিতাও যে সাজগোজ করতে সুরু করে দিয়েছে।

হেমদা : তাকে আমি একটু আগেই বুঝিয়ে বলেছি।

অম্বরীষ : আপনি না গেলে……

হেমদা : ক্ষতি কি ?—আপনার সঙ্গেই তো সে যেতে পারে অনায়াসে।

অম্বরীষ : তা না হয় পারল, কিন্তু চলুন না একসঙ্গে। আরে মশাই, গাড়িতে তো বসে থাকবেন।

হেমদা : পারলে নিশ্চয়ই যেতুম। শরীরটা ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করছে।

অম্বরীষ : তাহলে—

হেমদা : আরে, এত কিন্তু বোধ করছেন কেন ? নিয়ে যান না সুমিতাকে। (একটু থেমে) আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন কিন্তু।

(নিজের রসিকতায় হেমদাকান্ত নিজেই হেসে ওঠেন হো-হো করে। অম্বরীষও যোগ দেয় তাতে। এমনি সময় হোটেল-বয় রামভরসা ঘরে ঢোকে।)

রামভরসা : বাবুজী, ও' টাঙ্গাওয়ালা বহুৎ চিল্লাতা।

অম্বরীষ : বল্, আমরা যাচ্ছি এখনি।

(রামভরসা চলে গেল।)

অম্বরীষ : তাহলে কুমারবাহাদুর……

হেমদা : গুড্ বাই অ্যাণ্ড গুড্ লাক্। হাঃ হাঃ হাঃ।

(অম্বরীষ চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সহসা হাসি থামিয়ে হেমদাকান্ত ব্যস্তভাবে কিছুক্ষণ জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর ডাক দিলেন—)

হেমদা : রামভরসা।

(রামভরসা ঘরে ঢোকে।)

রামভরসা : হুজুর ?

হেমদা : উঁ ? আচ্ছা থাক্, যা তুই।

(চলে গেল রামভরসা। হেমদাকান্ত আবার মদ ঢাললেন গ্লাসে। চুমুক দিলেন। আবৃত্তি করলেন,—)

হেমদা : "So sweet was ne'er so fatal. I must weep.
But they are cruel tears; this sorrow's heavenly.
It strikes where it doth love.—"

(আবৃত্তিটা শেষ করেই কেমন যেন অস্থিরতা বোধ করতে থাকেন। কেমন একটা দুর্বল অথচ জড়িত কণ্ঠে ডেকে ওঠেন,—)

হেমদা : রামভরসা।

(রামভরসা ঢোকে আবার।)

হেমদা : ওরে···ওরে···আমাকে···একটু···একটু জল দিতে পারিস ?

(রামভরসা তাড়াতাড়ি ঘরেরই একটা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দেয়। হেমদাকান্ত খানিকটা জল নিয়ে নিজের ঘাড়ের কাছে থাবড়াতে থাবড়াতে বসে পড়েন; এবং বসে বসেই ক্লান্ত-স্বরে আবৃত্তি করে ওঠেন আবার,—)

হেমদা : "To die; to sleep; no more;
By a sleep we end the heart-ache
and the thousand natural shocks
that flesh is heir to"—তুই যেতে পারিস রামভরসা।

(রামভরসা চলে যায়। হেমদাকান্ত একাকী চুপচাপ চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়ে বসে থাকেন।)

তৃতীয় দৃশ্য

(আগ্রা-হোটেলের সেই একই কক্ষ। সন্ধ্যা। টেব্‌ললাম্প গোছের এমন একটা কিছু জ্বলছে ঘরে, যাতে শুধু কুমারবাহাদুর ছাড়া ঘরের আর সবকিছুই কেমন আবছা দেখাচ্ছে। দেখা গেল, কুমার হেমদাকান্ত একলা একমনে তাস নিয়ে পেসেন্স খেলছেন।—একটু পরে অম্বরীষ ঢুকল। তার বেশভূষা এবং ঢোকার ধরন দেখলে বোঝা যায় যে, সে বেরিয়ে ফিরছে।)

অম্বরীষ: কী করছেন মশাই একলা বসে বসে? পেসেন্স খেলছেন?

হেমদা: হুঁ। পেসেন্স খেলছি। (একটা কোনো কার্ড ওল্টালেন) সারাটা বিকেল আজ একা বসে বসে দেখছি যে আমার ধৈর্যের সীমা কতদূর।

অম্বরীষ: (সিগারেট ধরাতে ধরাতে) কী দেখলেন?

হেমদা: দেখলাম?—দেখলাম, সীমা অতিক্রম করেছে।

অম্বরীষ: (হাল্কা স্বরে) মানে?

হেমদা: অনেক চেষ্টা করেও একবারও মেলাতে পারলুম না। গোলাম যদি বা হাজির থাকে,—বিবি সব সময় উল্টোপিঠে লুকিয়ে। তাকে আর খুঁজেই পাই না। (তাসগুলো ঘেঁটে দিয়ে) চুলোয় যাক তাস। সুমিতা কোথায়? তাকে আজ দেখতেই পাইনি। সারাটাদিন কোথায়-কোথায় বেড়ালেন আজ আপনারা দুজনে?

(বলতে বলতে উঠে গিয়ে কাঁচের পাত্রে পানীয় ঢাললেন।)

অম্বরীষ: ওঃ! আজ একেবারে ম্যাক্সিমাম ' ঘুরেছি! আপনি তো আর কোনোদিনই গেলেন না আমাদের সঙ্গে। রোজই আপনার একটা না একটা ওজর।—আজ শরীর বেজুৎ, কাল মাথার যন্ত্রণা, পরশু মেজাজ ঠিক নেই।

হেমদা : খুব দুঃখিত হয়েছেন কি ?

অম্বরীষ : বাঃ,—দুঃখিত হব না ? সুমিতা তো—

হেমদা : (হাতের ইসারায় থামিয়ে দিয়ে) কোথায় কোথায় বেড়ালেন বলুন ?

অম্বরীষ : আজ একসঙ্গে অনেক হয়েছে। ইৎমৎউদ্দৌলা, সেকেন্দ্রা, তাজ,—সব ঘুরে এসেছি আজ। সুমিতার তো হেঁটে হেঁটে…

হেমদা : (পানীয়টা শেষ ক'রে) বাকি তাহলে আপনার ফতেপুরসিক্রি ?

অম্বরীষ : হ্যাঁ।—ওটা ভাবছি—

হেমদা : শুধু আপনাতে আর আমাতে যাব। সেভেনটিন্থ রাত্রে। সতেরোই। সেদিন পূর্ণিমা আছে।

অম্বরীষ : পূর্ণিমার সঙ্গে ফতেপুরসিক্রির কি সম্বন্ধ মশাই ?

হেমদা : সম্বন্ধ ?—চাঁদিনীরাতে ফতেপুরসিক্রির কেল্লা !—সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা !

অম্বরীষ : চাঁদিনীরাতে তো তাজমহল দেখার প্রসিদ্ধিই শুনে এসেছি এতকাল। ফতেপুরসিক্রি…

হেমদা : আমি দেখেছি। আর আমি বলছি,…চাঁদিনীরাতে নির্জনে দাঁড়িয়ে এই বিরাট ফোর্ট যে না দেখেছে, সে এর কিছুই ছাখেনি। চাঁদিনীরাতে কেল্লার সেই বিরাট চত্বরে আলোছায়ার রহস্যের মাঝখানে দাঁড়ালে শুনতে পাওয়া যায় এর হৃৎস্পন্দন ;—তার চাপা কান্না !…যত অসিঝঞ্ঝনা, যত নূপুরনিক্কণ, যত প্রেমগুঞ্জন, যত ষড়যন্ত্রের ফিস্‌ফিসানি, সব এর পাথরের খাঁজে খাঁজে নিঃসাড় নিঃশব্দ হয়ে আছে। চাঁদিনীরাতে সেই সবকিছু পাথরের খাঁজ থেকে একে একে বেরিয়ে আসে। তারা কথা কয়, কাঁদে, গান গায়, নাচে,—তলোয়ারে শান্ দেয়।

অম্বরীষ : আমি যাব।

হেমদা : ভাল করে ভেবে দেখুন ;—ঠিক যাবেন তো ?

অম্বরীষ : একথা কেন বলছেন ?

হেমদা : জায়গাটা সম্বন্ধে হয়ত আপনার ঠিক ধারণা নেই। আমার একটি বন্ধুকে অনেকবার বলেছিলুম যাবার জন্যে। সে সাহস করেনি।

অম্বরীষ : কেন ?

হেমদা : রুক্ষ মরুভূমির মাঝখানে আকবর বাদশাহের পরিত্যক্ত সেই বিরাট কেল্লা ! জনপ্রাণী নেই ত্রিসীমানায় ;—গভীর নিস্তব্ধ রাত !

অম্বরীষ : ব্যবস্থা করুন যাবার। আমি তৈরি। কবে যাবেন ?

হেমদা : সেভেনটিন্থ। সেদিন পূর্ণিমা। রাজি ?

অম্বরীষ : রাজি।

(ওদিকে কোথাও আফজল দরজীর দোকানের বড় পিজবোর্ডের বাক্স ছিল একটা। হেমদাকান্ত এবার সেই বাক্স থেকে নবাবী আমলের পোষাক বের করে ধরলেন অম্বরীষের চোখের সামনে।)

অম্বরীষ : এসব কী হবে ?

হেমদা : আপনার।

অম্বরীষ : মানে ?

হেমদা : সেভেনটিন্থ রাত্রে আমরা দুজনে ফতেপুরসিক্রির কেল্লায় যাচ্ছি যে।

অম্বরীষ : কিন্তু তার সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক কী ?

হেমদা : নবাবী পোশাক পরে নবাবী মেজাজ নিয়ে না গেলে রাতের কেল্লা কি ধরা দেয় কাছে ?—তাই তো আফজল মিঞাকে দিয়ে আপনার আর আমার দু-সেট্ পোশাক তৈরি করিয়ে নিয়েছি। দেখুন তো গায়ে দিয়ে, মাপটা ঠিক আছে কি না।

অম্বরীষ : ওঃ হো,—একটা অসুবিধে রয়েছে যে।

হেমদা : কিসের অসুবিধে ?

অম্বরীষ : আমাদের যাওয়ার।

হেমদা : কেন ?

অম্বরীষ : এখানকার ঐ সেই প্রবাসী বাঙালীদের ক্লাবের উৎসবটাও যে ঐ সতেরোই তারিখের রাত্রেই।—আমার যে সেখানে গান শোনাবার কথা।

হেমদা : তার জন্যে মোটেই অসুবিধে হবে না। অল্‌রেডি সেটা আমি ক্যান্‌সেল করে দিয়েছি।

অম্বরীষ : সে কি ? কখন ?

হেমদা : কালই।—আপনারা দুজনে তখন বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। —ওঁদের আমি জানিয়ে দিয়েছি যে, হঠাৎ একটা জরুরি টেলিগ্রাম পেয়ে আপনাকে দিল্লী চলে যেতে হচ্ছে সতেরো তারিখে।—নিন্, পোশাকটা দেখে নিন একবার।

(অম্বরীষ পোশাকটা নিল হেমদাকান্তের হাত থেকে।)

চতুর্থ দৃশ্য

(রঙ্গমঞ্চের উপর আশিস্ বসু এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল।)

আশিস বসু : নমস্কার। মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,—নিখিল আগ্রা প্রবাসী বাঙালী সঙ্ঘের তরফ থেকে আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, পূর্বঘোষণা মতো এ-সভায় আমরা জনপ্রিয় বাঙালী গায়ক শ্রীঅম্বরীষ রায়ের গান শোনাতে

পারলুম না, কারণ হঠাৎ জরুরী একটা তার পেয়ে তাঁকে দিল্লী ছুটে যেতে হয়েছে। এখন, সুরু হচ্ছে কুমারী···এর নৃত্যানুষ্ঠান; এবং তারপর যথারীতি আমাদের নাটকাভিনয় সুরু হবে। নমস্কার।

(আশিস্ বসু চলে গেল। মঞ্চের আলো নিভে গেল। ফোকাস্-এর আলো এসে পড়ল। সুরু হল নৃত্যানুষ্ঠান। নৃত্যানুষ্ঠান শেষ হবার পর পর্দা পড়ল।)

পঞ্চম দৃশ্য

(আলো-আঁধারে রহস্যময় ফতেপুরসিক্রির কেল্লার কোনো একটি অংশ। চারিদিকে কেমন যেন কুয়াশা। অথচ চাঁদের আলোও আছে। কয়েক শত বৎসরের পুরোনো কেল্লার কারুকার্যমণ্ডিত খিলানগুলো দূরে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। স্টেজের মাঝবরাবর একটা বেদির মত;—লাল চৌকো পাথর দিয়ে বাঁধানো।—নবাবী পোষাকে সজ্জিত হয়ে অম্বরীষ ও হেমদাকান্ত এসে হাজির হলেন। অম্বরীষের হাতে তার বন্দুক; হেমদাকান্তর হাতে একটা এটাচিকেস্। অম্বরীষ তখনও চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।)

হেমদাকান্ত: অনেকক্ষণ তো ঘোরা হল। এবার বসা যাক্ আসুন।

অম্বরীষ: বসতে একটুও ভাল লাগছে না কুমারবাহাদুর। ঘুরে ঘুরে আরো দেখতে ইচ্ছে করছে।

হেমদাকান্ত: এতক্ষণ ধরে যা-যা দেখলেন, তাকে গভীরভাবে অনুভব করবার জন্যে আমাদের একার একটু বসা দরকার অম্বরীষবাবু।

(হেমদাকান্ত বসলেন। অগত্যা অম্বরীষও। বন্দুকটা নামিয়ে রাখল পাশে। হেমদাকান্ত তাঁর এটাচিকেস্টা খুলে মিনে-করা একটা গুর্মাদান বের করলেন।)

অম্বরীষ : সুর্মা ?

হেমদা : হ্যাঁ। আসুন, চোখে একটু সুর্মা লাগিয়ে নেওয়া যাক্।—পাগলামী ভাবছেন ? কিন্তু যেজন্যে আজ আমাদের অঙ্গে এই মোগ্‌লাই পোশাক, ঠিক সেইজন্যেই দরকার এই সুর্মার। সাদা চোখে ফতেপুরসিক্রির কেল্লা তো সবাই ত্থাখে। আজ বাদশাই-পোশাকে বাদশাই-চোখ দিয়ে দেখুন তাকে।—বাদ্‌শারা সুর্মা দিতেন চোখে।

অম্বরীষ : তাই হোক্। দিন।

(হেমদাকান্ত নিজের এবং অম্বরীষের চোখে সুর্মা লাগিয়ে এবার বের করলেন একটা কাট্‌গ্লাসের আতরদান।)

অম্বরীষ : ওটা কী ?

হেমদা : গুলাবী আতর।—বাদশারা আতর মাখতেন গোঁফের প্রান্তে।

(নিজের এবং অম্বরীষের গোঁফে আতর লাগিয়ে দিলেন হেমদাকান্ত।)

অম্বরীষ : (লম্বা ঘ্রাণ নিয়ে) আঃ বেশ নেশা-নেশা লাগছে।—

(হেমদাকান্ত আতরদান রেখে এটাচিকেস থেকে বের করছেন মদের বোতল ও গ্লাস দুটো। অম্বরীষ এদিকে দাঁড়িয়ে উঠে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে আপনমনেই বলে চলেছে—)

অম্বরীষ : —(আবৃত্তি সুরু ক'রে —)

"চলে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ—
রাজ্য তব স্বপ্ন সব গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে,
তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল·

তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায়…পথের ধূলি—’পরে।

……… . ………

তব পুরসুন্দরীর নূপুরনিক্কণ
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
ম’রে গিয়ে ঝিল্লিস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।”

অদ্ভুত লাগছে।—চারপাশের সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন চারশো বছর পিছিয়ে গেছে।

হেমদা: (একপাত্র মদ অম্বরীষের উদ্দেশে বাড়িয়ে দিয়ে) আমাদের অঙ্গের এই মোগ্‌লাই পোশাক,—গুলাবী আতরের সুবাস,—চোখের সুর্মা,—এসব কি এ-ব্যাপারে আমাদের অনেকখানি সাহায্য করেনি অম্বরীষবাবু?

অম্বরীষ: প্রচুর! কী অদ্ভুত যে লাগছে, আপনাকে তা ভাষায় বোঝাতে পারব না।

(বলতে বলতে এতক্ষণে হেমদাকান্তর দিকে ফিরেই দেখতে পেল,—একপাত্র মদ তার দিকে বাড়িয়ে ধরে আছেন হেমদাকান্ত।)

হেমদা: আ-রো অদ্ভুত লাগবে।

অম্বরীষ: এর আগে জীবনে খাইনি কোনোদিন;—আপনার অনুরোধে এখানে আসবার আগে আজ খেয়েছি একবার। আর থাক্।

হেমদা: এর আগে কি কোনোদিন সুর্মা টেনেছেন চোখে? পরেছেন মোগলাই জোব্বা?—ফতেপুরসিক্রির হৃৎস্পন্দন যদি শুনতে চান, যদি অনুভব করতে চান তার,—

(কোনো কথা না বলে অম্বরীষ সহসা হেমদাকান্তর হাত থেকে পাত্রটা নিয়ে ঢেলে দেয় গলায়। তারপর ফিরিয়ে দেয় গ্লাস।)

হেমদা : (গ্লাসটা নিয়ে) নবাবরা শরাব্ খেতেন।

(অম্বরীষ বসল।)

হেমদা : দূরে দেখতে পাচ্ছেন পঞ্চ্মহলকে ?

অম্বরীষ : পাচ্ছি। আবছা। যেন সোনার তৈরী। যেন দুলছে।

হেমদা : পঞ্চ্মহল।—কল্পনা করুন মনে মনে, কোনো এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় বাদশা বসে আছেন ঐ হাওয়াখানার সবার উঁচু গোম্বুজের নিচে—ইরাণী গালিচার আসনে।—পায়ের তলায় ব'সে কুর্ণিশ জানিয়ে গান ধরেছে হারেমের সবার সেরা রূপসী।...

(নেপথ্যে ভেসে এল কোনো গানের কলি। অর্থাৎ অম্বরীষ যেন কল্পনায় শুনতে পাচ্ছে সেই গান। অম্বরীষ তন্ময়। হেমদাকান্ত সেই ফাঁকে আরেক পাত্র মদ ঢেলে এগিয়ে ধরলেন তার সামনে। সেই তন্ময় অবস্থাতেই কিছু না ভেবে পাত্রটাকে নিঃশব্দে খালি ক'রে গ্লাসটা ফিরিয়ে দিল অম্বরীষ।)

হেমদা : যে বুলন্দ্-দরোয়াজা দেখে এলেন একটু আগেই ;—

অম্বরীষ : কী বিরাট ! কী গম্ভীর !

হেমদা : কল্পনা করুন, যুদ্ধজয় ক'রে অশ্বক্ষুরধ্বনিতে সমস্ত উত্তরাপথ মুখরিত করে সেই তোরণপথে কেল্লায় প্রবেশ করছেন বাদশা।... সম্বর্ধনা জানাতে এসেছেন আমির ওম্‌রাহরা।...কল্পনা করুন, সেই জনতার মধ্যে আছেন আপনিও।...

(নেপথ্যে ভেসে এল ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। অর্থাৎ অম্বরীষ যেন কল্পনায় শুনতে পাচ্ছে সেই শব্দ।)

হেমদা : ঐ যে দূরে দেখা যাচ্ছে হিরণমিনার। ঐ মিনারের ওপর ব'সে বাদশা হাতির লড়াই দেখতেন।—দেখতে পাচ্ছেন ? সারা গায়ে নকল হাতির-দাঁতের কাঁটা ?

অম্বরীষ : মনে হচ্ছে, যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিরাট একটা কাঁটাগাছের ডাল কে এনে পুঁতে দিয়েছে এই মরুভূমির বুকে।

হেমদা : কল্পনা করুন, সম্রাট বসে আছেন ঐ কণ্টকিত মিনারের চুড়ায়।—নিচে লড়াই হচ্ছে দুই বন্যহস্তীর। শুণ্ডে শুণ্ডে চলেছে নিষ্পেষণ,—দন্তেদন্তে চলেছে ঘর্ষণ,—যুযুধান দুই বিরাট বন্যজন্তুর বৃংহণে কেঁপে কেঁপে উঠছে চতুর্দিক !

(প্রথম দুবারের মতই এবারেও অম্বরীষ কল্পনায় শুনতে পেল হাতির বৃংহণ। সেই ফাঁকে আরো এক গ্লাস মদ বাড়িয়ে ধরলেন হেমদাকান্ত তার দিকে।)

হেমদা : আর একটু।

অম্বরীষ : (একটু নেশা ধরেছে) বেশ, তাই হোক্। আজ নিজেকে সঁপে দিলুম আপনার হাতে। নিয়ে চলুন আমাকে সেই চারশো বছরের পুরোনো কেল্লায়। (মদ্য পান) আপনার এটাচিকেস্ বহন আজ সার্থক কুমারবাহাদুর ; কিন্তু আমার এই বন্দুকবহন .....

হেমদা : আপনার বন্দুকটারও আজ প্রকাণ্ড প্রয়োজন আছে।

অম্বরীষ : কিন্তু এখানে জানোয়ার বেরোয় বলে তো শুনিনি।

হেমদা : (কেমন একটা শিহরিত কণ্ঠে) জানোয়ার নয়।

অম্বরীষ : তবে ?—তবে ? তবে ?

হেমদা : কত অতৃপ্ত হৃদয় কত বাসনা-কামনা নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে এখানকার অন্ধকূপের চাপা অন্ধকারে। চাঁদিনীরাতে সেই সব অশরীরী···

অম্বরীষ : (জড়িত কণ্ঠে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !—অশরীরী ?—মানে ভূত? এখনো বিশ্বাস করেন ?—আর, ভূতই যদি আসে,—বন্দুকে কি হবে ?

হেমদা : বন্দুক ?—প্রথম যেবার আমি চাঁদিনীরাতে এখানে আসি, আমার সঙ্গে গাইড্ ছিলেন দিল্লীর গজ্‌নভি সাহেব। এমনি এক

রাত্রে, ঠিক এই চবুতরটার ওপরে বসে আছি, হঠাৎ দেখা গেল,—দীর্ঘকায় এক হাব্‌সি ক্রীতদাসকে·· হাতে পায়ে লোহার শিকল··· বিস্ফারিত নাসা···কালো পুরু ঠোঁট···তার মুখের ঠিক মাঝখানে ধারালো তলোয়ারের দীর্ঘ একটা ক্ষত·· গাঢ় তাজা রক্ত গল্‌গল্ করে বেরিয়ে আসছে সেই গভীর ক্ষত থেকে।···ধীরে ধীরে সে এগিয়ে আসছিল আমাদের দিকে।···আমি আতংকে চিৎকার করে বললুম,—কে ও? গজ্‌নভি সাহেব আমার কানে কানে শুধু বললেন,—ফায়ার্।

(অম্বরীষের ঘাম হচ্ছে। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল,—)

অম্বরীষ: তারপর?

হেমদা: পর পর তিনটে গুলি ছুঁড়লুম। তারপর ধাতস্থ হয়ে দেখলুম, ছায়ামূর্তির চিহ্ন নেই কোথাও।

অম্বরীষ: আপনিও কি ঐ জন্যেই বন্দুক আনতে বলেছেন আমাকে?

হেমদা: হ্যাঁ।—গুলি তাদের বুকে বেঁধে না বটে; কিন্তু আমাদের বুকে সাহস এনে দেয়।

অম্বরীষ: বন্দুক না ছুঁড়েও আমার বুকে সাহস থাকে।

হেমদা: তাই যেন থাকে।—শুধু ঐ ক্রীতদাসই নয়। আরো দেখেছিলুম।

অম্বরীষ: কী?

হেমদা: যে চাতালটায় আমরা বসে আছি, ভাল কোরে তাকিয়ে দেখুন তো, ওর পাথরগুলোর দিকে। চোখে পড়ছে কিছু?

(অম্বরীষ নীরবে মাথা নেড়ে জানায়,—'না'।)

হেমদা: চবুতরের পাথরগুলোর মাঝে পাশাপাশি দুটো পাথর কেমন টকটকে লাল দেখতে পাচ্ছেন?

অম্বরীষ : মনে হচ্ছে পাচ্ছি।

হেমদা : দুটো পাথর কেন টক্‌টকে লাল ? কেন লাল পাথর ?

অম্বরীষ : কেন লাল পাথর ?

হেমদা : সে এক গল্প।

অম্বরীষ : গল্প ?

হেমদা : ফতেপুরসিক্রির নাচমহলের বাঁদী খুরশীদ্‌।—নাচে, গায়, জলতরঙ্গের হাসি হাসে।—তাকে ভালবাসে মোবারক্‌,—বাদশার সেনাবিভাগের জওয়ান্‌। প্রতিদিন ওরা দুজনে নিভৃতে মিলিত হয় গুল্‌বাগিচার ঝাউগাছের আড়ালে।—একদিন কিন্তু খুরশীদ্‌ আর এল না। একদিন, দুদিন, তিনদিন,…মোবারক হতাশ হয়ে ফিরে গেল।—খুরশীদ তখন নজরে পড়ে গেছে বাদশার এক ওম্‌রাহের। ওম্‌রাহের কঠিন জাল। খুরশীদ বন্দিনী হয় সেই জালে। মোবারক ভুল বোঝে।…একদিন রাত্রে, ঠিক এই চবুতরটারই শেষ প্রান্তে,—হয়ত আপনি যেখানে বসে আছেন, ঠিক সেইখানে বসে অপেক্ষা করছেন ওম্‌রাহ। শরাব্‌ নিয়ে আসবার কথা আছে খুরশীদ।…এল খুরশীদ্‌, খুরশীদ্‌ এল।—জরির চুম্‌কি দেওয়া ওড়নায় মুখ ঢেকে। ছোট্ট কোমর। সেই কোমর থেকে নিচের দিকে নেমে গেছে জরির ডোরাদার পা-টেপা পায়জামা,—গায়ে টান্‌ টান্‌ একটা বেগুনী ভেল্‌ভেটের আঙরাখা,—হাতে শরাবের পাত্র।—খুরশীদ্‌ এসে দাঁড়ায়।

হঠাৎ নিশীথ রাত্রের নিস্তব্ধতার বুক চিরে শব্দ ওঠে একটা বন্দুকের। অস্ফুট একটা আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে খুরশীদের হাল্কা দেহটা ছিটকে পড়ে চবুতরের ওপর।—ওপাশের একটা থামের আড়াল থেকে ঠিক তখনি মোবারক বেরিয়ে আসে ভূতের মত। তার হাতের বন্দুক থেকে ধোঁয়া উঠছে তখনও।

অম্বরীষ : (শুনতে শুনতে নিজের হাতেই কখন মদ ঢেলেছে গ্লাসে। এবার সেই মদ গলায় ঢেলে বলল,—) তারপর ?

হেমদা : মৃত্যুর আগে খুরশীদ্ মোবারককে বলে গেল যে, সে বিশ্বাস-ঘাতিনী নয়। মিথ্যা প্রেমের অভিনয় ক'রে সে শরাবের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে এনেছিল ওম্‌রাহকে আজ এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্যেই।

অম্বরীষ : তারপর ?

হেমদা : তারপর ?—নিশীথরাতের স্তব্ধতার বুক চিরে আরো একবার গর্জন করে উঠল মোবারকের বন্দুক।·····মোবারক আত্মহত্যা করল।

অম্বরীষ :। তারপর ?

হেমদা : সেই অনুতপ্ত ওম্‌রাহই ঐ লাল পাথর দুটে ওখানে বসিয়ে দিয়েছিলেন, ওদের প্রেমকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে।

(চুপ করে যান হেমদাকান্ত। অম্বরীষ আরো একবার নিজে হাতে ঢেলে মদ খায়।—এমনি সময় কুয়াশার আব্‌ছায়ায় দূরে যেন দেখতে পাওয়া যায় নারীমূর্তির মতো কী যেন। পরণে তার মোগল-হারেমের বেশভূষা।)

অম্বরীষ : কী ওটা ?

হেমদা : কোথায় ?

অম্বরীষ : ঐ যে···ঐ সামনে···দূরে···

হেমদা : আমি তো কই দেখতে পাচ্ছি না কিছুই।

অম্বরীষ : ঐ যে···ধোঁয়ার মত কী যেন !···না, না, ধোঁয়া তো নয়··· কুমারবাহাদুর··· !

হেমদা : কই ?

(নারীমূর্তি ক্রমেই এগিয়ে আসছে।)

অম্বরীষ : কে ?—কে ?—কেও ?—দেখতে পাচ্ছেন ? ......মসলিনের ওড়না,...ভেলভেটের আঙরাখা...হাতে শরাবের পাত্র...খুরশীদ্ .. খুরশীদ্...সেই খুরশীদ্...ও যে এগিয়ে আসছে...ও যে এগিয়ে আসছে ...ও যে এগিয়ে আসছে...

হেমদা : (নিঃশব্দে বন্দুকটা অম্বরীষের হাতে তুলে দিয়ে) ফায়ার্ ।

(অম্বরীষ গুলি ছুঁড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ল নারীমূর্তি ।)

অম্বরীষ : কে ? কে ? কে কাঁদলে তুমি ?

(উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে গেল অম্বরীষ ভূলুণ্ঠিতার দিকে। পিছনে উন্মাদের মতো হা-হা করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন হেমদাকান্ত ।—অম্বরীষ কোলে তুলে নিল ভূলুণ্ঠিতার মাথা। তারপর চীৎকার করে উঠল ।—)

অম্বরীষ : কে !!! সুমিতা !!!—সুমিতা তুমি !

(নেপথ্যে কুমারবাহাদুরের উন্মাদের হাসি।)

অম্বরীষ : তুমি,—এখানে, এবেশে,—বল বল বল সুমিতা,—তুমি কেন ? কেন ?—কেন ?

(সুমিতার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল। অম্বরীষ বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল,—)

অম্বরীষ : সুমিতা—আ—আ—আ !

(নেপথ্যে কুমারবাহাদুরের বিরাট হাসি সেই নির্জন কেল্লার গোম্বুজে-গোম্বুজে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। অম্বরীষ দাঁড়াল। নিজের বন্দুকটা তুলে নিয়ে নিজের চিবুকের তলায় রেখে পা দিয়ে ট্রিগার টিপে দিল। তারপর লুটিয়ে পড়ল।
উন্মাদ হেমদাকান্ত তখনো হেসে চলেছেন, হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ !)

যবনিকা পতন